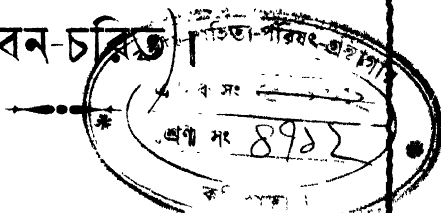
সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ

ও

সম্রাজ্ঞী মেরীর

জীবন-চরিত।

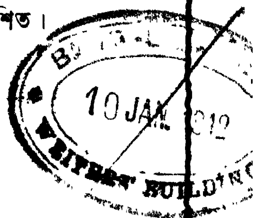


মানভূম জেলার স্কুল-সবইনস্পেক্টর

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, প্রণীত।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

গোবিন্দপুর, মানভূম হইতে প্রকাশিত।



CALCUTTA:

Printed by J. N. BOSE,

WILKINS PRESS, College Square.

1912

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

DEDICATION.

EVERY MAN

Whatever station he may hold in life,

has an inherent right to love his

KING:

he is allowed to express that

LOVE

in his own humble way.

MY BOOK

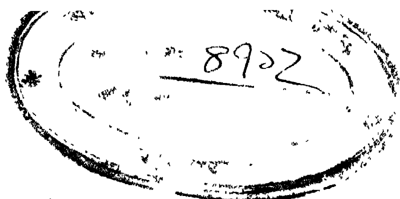
is a token of my love and respect for

Their Imperial Majesties;

and I do not, therefore, hesitate to

DEDICATE IT

to the citizens of the Empire.



গ্রন্থকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

আমি এই পুস্তক রচনায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। 'লণ্ডন টাইম্‌সে'র সম্পাদক মহোদয় সম্রাটের জীবনী সম্বন্ধে অনেক সংবাদ আমাকে প্রদান করিয়া, বড়ই অনুগৃহীত করিয়াছেন। কলিকাতার 'ইংলিশম্যান' পত্রের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অনেক সংবাদ প্রদান করিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন তাঁহারা লর্ড হার্ডিঞ্জ, লেডি হার্ডিঞ্জ, বর্ত্তমান যুবরাজ ও সম্রাটসন্তানদিগের প্রতিকৃতি মুদ্রিত করিবার জন্য, তাঁহাদের ব্লকগুলি আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। বাংলা সাপ্তাহিক পত্র 'বসুমতী' ও 'হিতবাদীর' নিকট আমি অতিশয় কৃতজ্ঞ আছি। এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে সম্রাটের বক্তৃতার অনুবাদ এবং 'সম্রাটের দান' ইত্যাদি এই দুই সংবাদপত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই দুই অধ্যায়ে, বসুমতীর আরও কয়েকটি ভাষা গৃহীত হইয়াছে। জনৈক বৃদ্ধ শিক্ষক প্রণীত 'ইংরাজ শাসনের সুফল' হইতে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের ঘোষণা-বাণীর অনুবাদ গৃহীত হইয়াছে। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত সম্রাটের জীবন-চরিত হইতে সম্রাটের বাল্যজীবনের দুইটী ঘটনা গৃহীত হইয়াছে। প্রধানতঃ ই, মেজর সাহেবের লিখিত সম্রাটের জীবনী এবং সার ক্লেমেণ্ট কিনলককুকের লিখিত সম্রাজ্ঞীর জীবনী, এবং ক্যানন ড্যাণ্টন লিখিত 'ক্রুইজ অব দি বেকাণ্টি' ইত্যাদি ইংরাজী গ্রন্থ হইতে সবিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণও এই গ্রন্থ-প্রকাশে আমাকে নানা উপায়ে সহায়তা করিয়াছেন :—

মিঃ এ, আর, ষ্টার্ক, ধানবাদ মহকুমার তদানীন্তন সবডিবিজনাল অফিসার; জি, এফ, এ্যাডামস্, ভারতীয় খনিসমূহের প্রধানতম ইনেস্পেক্টার; Mr. Young, D. T. S.. E I. Ry, Mr. A. W. Barnicott. I. C. S., S. D. O. of Dhanbaid; T. F. Rutley, Dist. Loco Supdt, and M. C. Young, Engineer, E. I. Ry; Mr. A Smith, Sudder Manager, Jherria Raj, বাবু কেশবচন্দ্র সরকার বি, এ, মানভূম জেলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনেস্পেক্টার মহাশয়, কলিকাতার হাতীবাগান-নিবাসী জন-সমাজে সুপরিচিত ও দানশীল শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বসু মহাশয়; শ্রীভুবনমোহন মিত্র, টুণ্ডি ও কাতরাসের জমিদারদিগের ম্যানেজার, বাবু শশধর গাঙ্গুলি কলিকাতার রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের চীফ ম্যানেজার; কলিকাতার গ্রে ষ্ট্রীটের বাবু জ্যোতিন্দ্রলাল দে; সভাবাজার রাজবংশের কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব; বাবু কীর্ত্তিচন্দ্র বসু এবং কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'মাহাতা' ঝরিয়ার রাজা বাহাদুরের কর্ম্মচারীদ্বয়; বাবু অমূল্যচরণ মিত্র, গ্রে ষ্ট্রীটের বাবু বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীগৌরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় —গ্রন্থকারের পুত্র; শ্রীমানগোবিন্দ চন্দ্র, নির্শা; 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রণেতা শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম, এ; W. A. Daly, Dy. S. P; and Mr. George Regina, Colliery manager.

আমার আর একটি বক্তব্য এই যে পুস্তকখানি অতি অল্প সময়ের মধ্যে রচিত ও মুদ্রিত হওয়ায়, বঙ্গদেশের যাবতীয় বিখ্যাত জমিদার-গণের বা উচ্চ-শিক্ষিত মহোদয়গণের পরিচয় 'পরিশিষ্ট' মধ্যে সন্নিবে-শিত করিতে পারি নাই। এই হেতু আমি অতিশয় দুঃখিত আছি। দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁহাদের বিবরণগুলি মুদ্রিত করিবার বাসনা রহিল।

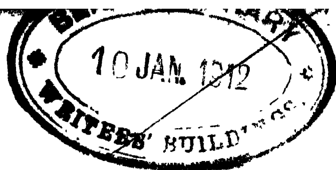
২৫শে ডিসেম্বর, ১৯১১।
গ্রাম, কাঁকসা, পোঃ পানাগড়,
জেলা—বর্দ্ধমান।

বশম্বদ
শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়।


WRITERS' BUILDINGS



THEIR IMPERIAL MAJESTIES.



সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভারতের ইতিহাসে একটী নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইল! পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট মহামহিমান্বিত পঞ্চম জর্জ্জ এবং সর্ব্ব-সুলক্ষণা মহাপুণ্যবতী সম্রাজ্ঞী মেরি ভারতবর্ষে আসিয়া অসংখ্য প্রজার হৃদয়ের ভক্তিমিশ্রিত উচ্চ জয়-ধ্বনি মধ্যে ভারতের রাজ-মুকুট শিরে ধারণ করিলেন। ১২ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার ভারতের ইতিহাসের স্মরণীয় দিন। ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসে এই দিন পুণ্য-কিরণোজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে। ইতিপূর্ব্বে ব্রিটিশ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার পর ইংলণ্ডের কোন রাজাই ভারতে পদার্পণ করেন নাই। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের রাজমুকুট তিনি তখন শিরে ধারণ করেন নাই; তিনি যুবরাজ অবস্থায় এদেশ পরিদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। সহানুভূতিপূর্ণ, প্রজাবৎসল সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও তাঁহার কারুণ্য-রূপিণী মহিষীই সর্ব্ব প্রথম, ব্রিটিশ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার পর, ভারতবর্ষে শুভাগমন করতঃ আর্য্যদিগের পুরাণ-প্রথিত দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া

সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে গৌরবান্বিত ও ধন্য করিলেন। করুণাময় পরমেশ্বর আমাদের রাজরাজেশ্বর ও রাজরাজেশ্বরীর সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সাধন করুন।

ইংলণ্ডেশ্বরের ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত ও পরম ধার্ম্মিক নরপতি পৃথিবীর আর কোথাও নাই। ইহাঁর শাসন প্রণালী ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রজাবর্গের মঙ্গল সাধন করাই ইহাঁর একমাত্র লক্ষ্য। এই কারণেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানীয়। জগতের ইতিহাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অতুলনীয়। ইহা অনুপম, অদ্ভুত, অপূর্ব্ব সাম্রাজ্য। সসাগরা পৃথিবীর সকল অংশেই ভাগ্যবতী ব্রিটানিয়ার সিংহলাঞ্ছিত পতাকা উড্ডীন রহিয়াছে; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সূর্য্যদেব কখনও অস্ত যান না। ইউরোপ-খণ্ডে ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স, স্কটল্যাণ্ড, আয়র্লণ্ড এবং অপরাপর কতিপয় স্থান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত; এসিয়া-খণ্ডে ভারতবর্ষ, মালয় রাজ্যসমূহ এবং চীন সাম্রাজ্যের মধ্যেও কয়েকটী স্থান ইংলণ্ডেশ্বরের অধিকৃত। আফ্রিকা মহাদেশের সমগ্র দক্ষিণ ভাগে এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত। মিশর দেশেও ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। উত্তর আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত কানাডা রাজ্য ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকারও কয়েকটি স্থান, এতদ্ভিন্ন প্রশান্ত মহাসাগর মধ্যস্থিত সমগ্র অষ্ট্রেলিয়া সাম্রাজ্য, নিউগিনির কতক অংশ, নিউজীল্যাণ্ড এবং অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ

ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকিয়া উত্তরোত্তর আরও শ্রীসম্পন্ন হইতেছে। সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিমাণ এক কোটি পনর লক্ষ বর্গ মাইল। জগতের ইতিহাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ন্যায় এরূপ বিশাল সাম্রাজ্যের উল্লেখ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আজি পর্য্যন্ত কোনও নরপতিই এরূপ প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য করিতে সক্ষম হয়েন নাই। ইংলণ্ডেশ্বর মহাপুণ্যফলে বিধাতার পরম অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। পুণ্যফল আছে বলিয়াই তাঁহার "অধিকার ভাস্বর-দিবাকর-কর-সমুজ্জ্বল! তাই জবা-কুসুম-সঙ্কাশ মহাদ্যুতি কাশ্যপেয় ইংলণ্ডেশ্বরের গৌরব-রবির প্রতিদ্বন্দ্বী!" ইংলণ্ডেশ্বরের সুশাসনের ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। দেড় শত বৎসরের সুশাসনের ফলে বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী একত্রিশ কোটি মানবের আবাসভূমি ভারতবর্ষে একটী বিরাট একীকরণের—সমীকরণের সূচনা হইয়াছে। ইংলণ্ডের সুশাসনের ফলে ভারতীয় প্রজা নবজীবন লাভ করিয়াছে। ইংলণ্ডেশ্বর প্রাচীন ভারত-ক্ষেত্রে প্রতীচীর নব উদ্যমের সঞ্জীবনী শক্তি ঢালিয়া দিয়াছেন। তাই আজ ভারত-বাসী জাতিগত ও ধর্ম্মগত পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া জননী জন্ম-ভূমির উন্নতি সাধন করিবার জন্য যত্নবান্! তাই আজ ভারতীয় প্রজা সুখ ও শান্তির অনুষ্ঠাতা মহানুভব ইংলণ্ডেশ্বরকে রাজ-ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে। 'পরমেশ্বরের কৃপায় আমাদের হৃদয় রাজ্যের অধীশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ এবং রাজরাজেশ্বরী

মেরি, অক্ষয় সুখ, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও অক্ষুণ্ণ রাজ-গৌরব সম্ভোগ করুন।

বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সংরক্ষণ করিবার জন্য ইংলণ্ডেশ্বরের যে সেনা-বল ও নৌ-বল আছে, তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। পৃথিবীর যাবতীয় শক্তি অপেক্ষা ইংলণ্ড অধিক পরাক্রমশালী। জল-যুদ্ধে ইংলণ্ডের সহিত পৃথিবীর কোনও শক্তিরই তুলনা হইতে পারে না। ইংলণ্ডেশ্বরের নৌ-বল যে কেবল সংখ্যাতেই অধিক, তাহা নহে; তাঁহার রণ-তরীসমূহ অতি বিচিত্র কৌশলে নির্ম্মিত। ইংলণ্ডের এক একখানি রণতরী অপরাপর শক্তির দুই তিনখানি রণতরী অপেক্ষাও অধিক কার্য্যকরী। জাপান ইংলণ্ডের অনুকরণে রণতরী নির্ম্মাণ করিয়াই প্রবল পরাক্রান্ত রুষকে জল-যুদ্ধে পরাস্থ করিতে পারিয়াছিলেন। রুষ-জাপানের যুদ্ধের পর ইউরোপীয় শক্তিদিগের মধ্যে ইংলণ্ডই সর্ব্বপ্রথম 'ড্রেড্‌নট' নামক রণতরী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরের প্রথম শ্রেণীর রণতরী ৫৬ ছাপ্পান্ন খানি আছে এবং ৯ নয়খানি নির্ম্মিত হইতেছে। ক্রুইজার নামক রণতরী ইংলণ্ডের আছে ১০৫ খানি এবং তিনখানি নির্ম্মিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন জল-মগ্ন হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে, এরূপ জাহাজ ইংলণ্ডের আছে ৬৮ খানি এবং ১১ খানি নির্ম্মিত হইতেছে। ইউরোপীয় শক্তিসমূহের নৌ-বলের তুলনা করিলে ইংলণ্ড প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন জর্ম্মনী। এই জর্ম্মনীর

নৌ-বলের আলোচনা করিলেই ইংলণ্ড যে জল-যুদ্ধে পৃথিবীর যাবতীয় শক্তি অপেক্ষাই অধিক পরাক্রমশালী তাহা সহজেই অনুমিত হয়। জর্ম্মনীর প্রথম শ্রেণীর রণতরী আছে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৩ তেত্রিশখানি এবং ক্রুইজার আছে ৪৪ খানি। জল-মগ্ন হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে এরূপ জাহাজ জর্ম্মনীর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে জর্ম্মনি ইদানীং ৮ খানি ড্রেড্‌নট রণতরী নির্ম্মাণ করাইতেছেন।

ইংলণ্ডেশ্বরের সেনা-বলও প্রচুর। ইংরাজ সৈনিকের ন্যায় সুশিক্ষিত ও নির্ভীক সেনা পৃথিবীর আর কোনও শক্তিরই নাই। ভারতীয় শিখ ও গুর্খা সৈন্য পৃথিবীব উৎকৃষ্ট সেনাদলের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ইংলণ্ডেশ্বরের সর্ব্বসমেত দশ লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য আছে। এতদ্ভিন্ন ভারতের দেশীয় সেনার সংখ্যা এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার এবং ভারতীয় রাজন্যবর্গের সেনার সংখ্যা কুড়ি হাজার।

এরূপ অমিত-বিক্রমশালী নরপতি ভারতের শাসন কার্য্য নিজ হস্তে গ্রহণ না করিলে, ভারতে কখনও পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিত না। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের গভীর তমসাচ্ছন্ন ভারতের সহিত বিজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত বর্ত্তমান ভারতের তুলনা করিলে ব্রিটিশ শাসনের মহান্ সুফল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। এই তুলনায় আরও বুঝিতে পারা যায় যে ইংরাজদিগের ভারত-বর্ষে আগমন সম্পূর্ণ ঈশ্বরের অভিপ্রেত। ভারতবর্ষের বিগত চারি সহস্র বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিলে এবং প্রথমে

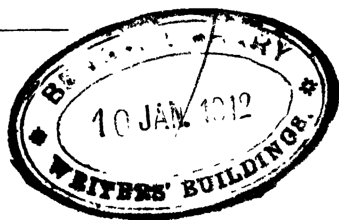
কিরূপে ভারত সাম্রাজ্য ইংরাজদিগের হস্তগত হয় তাহা ভাবিয়া দেখিলে এই উক্তির সত্যতা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হয়। মহাভারতে উল্লিখিত কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের সময় হইতেই ভারতের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। এই যুদ্ধের মূল কারণ ছিল ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ ও স্বজাতিদ্রোহিতা। এই যুদ্ধের ফলেই ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ রূপে নির্ব্বীর ও নিঃশক্তি হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পর বহু সহস্র বৎসরের আর কোনও ইতিহাসই পাওয়া যায় না। দেখিতে পাওয়া যায় খ্রীষ্ট জন্মিবার পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে সিদ্ধার্থ দেব যখন জন সাধারণকে নির্ব্বাণ লাভের উপায় শিক্ষা দিতে ছিলেন, তখন আর্য্যাবর্ত্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন হিন্দু রাজ্য ছিল। এই সকল রাজ্যের মধ্যে সহানুভূতি ও একতার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। হিন্দু রাজত্বের শেষ সময়েও দেখিতে পাওয়া যায়, বিভিন্ন হিন্দুরাজগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিয়াই দিন দিন নিঃশক্তি হইতেছিলেন। যে ইন্দ্রপ্রস্থে ১২ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার দিবস পরম দয়াবান্ সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরির অভিষেক উৎসব সম্পন্ন হইল এবং যে অভিষেকে বর্ত্তমান ভারতের বিভিন্ন রাজগণ রত্ন-হারের মত মৈত্রীসূত্রে গ্রথিত—একীভূত হইয়া রাজরাজেশ্বর ও রাজ-রাজেশ্বরীর বন্দনা করিলেন, সেই পুরাণ-প্রথিত ইন্দ্রপ্রস্থকে হিন্দুদিগের শেষ রাজগণ জয়চাঁদ ও পৃথ্বীরাজ জ্ঞাতি-রক্তে রঞ্জিত করিয়াছিলেন। হিন্দুরাজগণের মধ্যে একতার সম্পূর্ণ অভাব-হেতু দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ নিত্য ঘটনার মধ্যে পরিগণিত

হইয়াছিল। এই যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য সাধারণ প্রজাবর্গকে যে কি গভীর অশান্তি ভোগ করিতে হইত এবং এই অশান্তির ফলে ভারতের যে কত সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। হিন্দুরাজত্বের ধ্বংসের পর পাঠান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পাঠানদিগের পর ভারতবর্ষে মোগল শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। পাঠানদিগের সময়ে অনেক রাজনীতিজ্ঞ ও মহানুভব নরপতি রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন সত্য এবং মোগল-রাজত্ব সময়ে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" মহান্ আকবর জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয় হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের সময়েও ভারতে পূর্ণ শান্তি কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বিপদে পড়িলে বিভিন্ন রাজগণ দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিতেন বটে কিন্তু সুযোগ পাইলেই আবার বিদ্রোহী হইয়া নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন। এতদ্ভিন্ন দিল্লীশ্বরের কর্ম্মচারীগণও সময়ে সময়ে দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতেন। এই সকল বিদ্রোহের ফলে ভারতের আভ্যন্তরীণ শান্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল। সাধারণ প্রজাবর্গকে যে কত অসুবিধা ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। এই অশান্তির ফলে ভারতে সর্ব্ব প্রকার উন্নতির গতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। মোগল রাজত্বকালেই মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর অভ্যুত্থান হয়। ইনি মোগল রাজগণের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের

শৌর্য্যে ও বীর্য্যে ক্রমে প্রায় সমগ্র ভারত তাঁহাদিগের করতলস্থ হইয়াছিল। কিন্তু ১৭৬১ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি মাসে পাণিপতের ভীষণ যুদ্ধে আহমদ সাহ আবদালি মহারাষ্ট্রপতি বালাজি বাজি রাওকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। এই ভীষণ যুদ্ধে প্রায় দুই লক্ষ মহারাষ্ট্রীয় সেনা নিহত হয়। বলা বাহুল্য, এই যুদ্ধের ফলেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের ধ্বংস সাধিত হয়। ইহার কিছুকাল পরে আবার ভারতবর্ষে বর্গীর হাঙ্গামা আরম্ভ হয়! বর্গীদিগের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা স্মরণ করিলে এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ইংরাজ শাসন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ও ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে সমগ্র ভারতে ঘোরতর অরাজকতা আরম্ভ হইয়াছিল। ঠগ, পিণ্ডারি ও তস্করাদির উপদ্রবে গৃহস্থকে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতে হইত। বর্ব্বর, হৃদয়হীন দস্যুদিগের অত্যাচার হইতে কিরূপে তাহারা ধন প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবে, সেই চিন্তাতেই প্রজাবর্গ সর্ব্বদা আকুল থাকিত। তবেই দেখা যাইতেছে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর হইতেই ভারতে আভ্যন্তরীণ শান্তি ছিল না। এই ঘোর অশান্তির ফলে ভারতবর্ষ ক্রমে ক্রমে অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। এই জন্যই পরম করুনাময় জগদীশ্বর ভারতের শাসনভার বিক্রমশালী ইংরেজ রাজগণের করে অর্পণ করিয়াছিলেন। ইংরাজের সুশাসনে ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ দিন দিন উন্নতির উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেছে।

ভারতবর্ষে কি প্রকারে ব্রিটিশ শাসন প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইংরাজ ভারতীয় রাজন্যবর্গের হস্ত হইতে ভারত সাম্রাজ্য বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লয়েন নাই। ইংরাজের শক্তি, ন্যায় বিচার ও শাসন-প্রণালী দেখিয়া ভারতবাসী বিমুগ্ধ হইয়াছিল। সেই জন্যই উৎপীড়িত ভারতীয় প্রজাপুঞ্জ সানন্দ অন্তরে ইংরাজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। বাস্তবিকই একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে ইহাই প্রতীতি জন্মে যে ইংরাজ ভারতবাসীর ইচ্ছা অনুসারেই ভারতের শাসনভার নিজেদের হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন; পরমেশ্বরের পূর্ণ অনুগ্রহ না থাকিলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা কখনই সহজ সাধ্য হইত না। ইংরাজদিগের ভারত শাসন যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বিধাতার বিধান চিরদিনই মঙ্গলময়। ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ করুন যেন প্রজাবৎসল সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও তদীয় মহিষী দীর্ঘ জীবন লাভ করেন।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের মহারাণী এলিজাবেথের সময় কতকগুলি ইংরাজ বণিক ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে দলবদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসেন। এই কোম্পানিই সর্ব্বপ্রথম এদেশে ইংরাজ রাজ্য সংস্থাপন করেন। কিন্তু ইঁহাদের শাসন প্রণালীতে অনেকগুলি ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়াই ভারতের সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ সম্রাজ্ঞী। ইনি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার প্রজাবৎসলতা ও সহৃদয়তা পৃথিবীর সকল নরপতিরই অনুকরণীয় ছিল। ইঁহার রাজত্ব কালে ভারতের অশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে শোক সাগরে নিমগ্ন করিয়া ইনি ১৯০১ সালে ২২এ জানুয়ারি স্বর্গারোহণ করেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ভারতবাসীর প্রতি ইঁহার সহানুভূতি অত্যন্ত অধিক ছিল। ইঁহার রাজত্ব কালে ভারতে শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার হইয়াছিল। ভারতীয় শিক্ষা বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের উপযুক্ত সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। ভারতীয় প্রজা অনেক গুলি নূতন অধিকারও

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের পেন্সন প্রাপ্ত সুবিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত বিচারপতি আমীর আলি মহোদয় ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলের জজিয়তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারি মহোদয়ের মন্ত্রণা-সভায় ভারতবাসী সদস্য-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ সকল ঘটনা ভারতের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব। ভারতবর্ষের মধ্যেও বিভিন্ন মন্ত্রণা-সভাগুলিতে ভারতবাসী সদস্যের সংখ্যা বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। নূতন রিফর্ম বিল এই সময় আইনে পরিণত হইয়াছিল। ভারতবাসীর পরামর্শ লইয়া ভারত সাম্রাজ্য শাসন করাই এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের সময়েই বিলাতে মহাত্মা লর্ড মর্লের সভাপতিত্বে বহুবিধ রাজনৈতিক প্রসঙ্গের মীমাংসা হেতু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণকে লইয়া একটি বিরাট সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই সভাতে ভারত-বিখ্যাত এবং দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। মহাত্মা লর্ড মর্লে সুরেন্দ্র বাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতবাসীর প্রতি সম্মানই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড এই প্রকারে ভারতীয় প্রজার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

সম্রাট এডওয়ার্ডের পরলোক গমনের পর আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট মহানুভব পঞ্চম জর্জ্জ তদীয় পুণ্যবতী মহিষী মেরি মহোদয়ার সহিত ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে গিল্ডহল প্রাসাদের বক্তৃতা সম্রাটের ভারতবাসীর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতির বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করে। ভারতবর্ষকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন বলিয়াই সম্রাট এই বৎসর মহিষীকে সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়াছেন। ২রা ডিসেম্বর শনিবার দিবস তিনি বোম্বাই নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। বোম্বাই'র বন্দর পরিদর্শনকালে সম্রাট একজন নৌ বিভাগের সৈনিক কর্ম্মচারীকে দেখিতে পান। চারি বৎসর পূর্ব্বে আমাদের সম্রাট যখন যুবরাজ, তখন তিনি "ইণ্ডমিটেব্‌ল" নামক যুদ্ধ জাহাজে উত্তর আমেরিকা ও কানাডায় গমন করিয়াছিলেন। সেই সময় এই সৈনিক কর্ম্মচারী, ফ্ল্যাগ লেপটেনাণ্ট পি, ওয়ারে ঐ জাহাজে নিযুক্ত ছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন। তিনি লেপটেনাণ্ট ওয়ারেকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করেন। সন্নিহিত জনগণ সম্রাটের এই সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়াছিল।

বোম্বাই নগরে সম্রাট দম্পতীকে যে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হয়, তাহার উত্তরে ভারত-বৎসল সম্রাট ওজস্বিনী ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এই বক্তৃতার ছত্রে ছত্রে রাজরাজেশ্বরের হৃদয়ের সদ্ভাব, উদারতা ও সর্ব্বোপরি ভারতবাসীর প্রতি মমতার পরিচয় উদ্ভাসিত হইয়াছে। নিম্নে তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

"আপনারা যথার্থই বলিয়াছেন যে, আমি আপনাদিগের নিকট নিতান্ত অপরিচিত নহি। আমি আপনাকে অপরিচিতের ন্যায় মনে

করিতেছি না। তাহা আমি স্পষ্টই বলিতেছি। ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমি সত্যসত্যই অপরিচিতের ন্যায় আসিয়াছিলাম। কিন্তু সে সময় আপনারা আমাকে যেরূপ সর্ব্বান্তঃকরণে ও সহানুভূতির সহিত অভি-বাদন করিয়াছিলেন, তাহা আমার স্মৃতিপটে এখনও নূতন ঘটনার ন্যায় উজ্জল রহিয়াছে। আপনাদের দেশে আসিবার সময় আমি যে সমস্ত বিস্ময়জনক দৃশ্য দেখিয়াছি,—সুন্দর বারিধিবক্ষ হইতে যে তমাল-তালী বনরাজীনীলা আমার নয়নগোচর হইয়াছিল, তাহার মোহনীয়তা আমার স্মৃতিপট হইতে কিছুমাত্র বিলীন হয় নাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমি আপনাদিগের প্রীতিপূর্ণ অভ্যর্থনায় উৎসাহিত হইয়া বোম্বাই নগরী হইতে এই বিশাল সাম্রাজ্যের নানা স্থান পরিভ্রমণ এবং নানা জাতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলাম। সেই দেশ-ভ্রমণে নানাজাতি ও নানা ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সম্বন্ধে আমি যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম, তাহাতে সকলেরই প্রতি আমার সহানুভূতি গভীরতর হইয়াছিল। আমার ভক্তিভাজন পিতৃদেবের মৃত্যুতে যখন আমি আমার পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলাম, তখনই ভারতীয় প্রিয় প্রজাগণকে সন্দর্শন করিবার বাসনা আমার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

"আজ আমি রাজ-রাজেশ্বরীকে সঙ্গে লইয়া এই স্থানে উপনীত হইয়াছি। আমার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে আমার মনে অসাধারণ ভাবের আবেগ অনুভূত হইতেছে। বোম্বাই প্রদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে যে দুর্ভিক্ষের ছায়াপাত হইয়াছিল, সুবৃষ্টির প্রভাবে তাহার উদ্বেগ অনেকটা শান্ত হইয়াছে। আপনাদের দেশ বাসন্তিক শস্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ হইবার আশা জন্মিয়াছে। সেই জন্য আমার হৃদয় ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

আপনাদের সুন্দর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমার মনে পড়িল যে, বোম্বাই নগরী ইংলণ্ডের রাণীকে যৌতুকস্বরূপ দান করা হইয়াছিল। আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে হামফ্রে কুক্‌ ইহা একটা সামান্য ধীবর পল্লী স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা এই নগরীকে ব্রিটিশ রাজমুকুটের একটি উজ্জ্বল রত্নে পরিণত করিয়াছেন। সুন্দর সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীর নয়নাভিরাম সজ্জা পুনরায় সন্দর্শন করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে।

সম্রাট-দম্পতি বোম্বাই হইতে দিল্লী নগরীতে আসিয়া সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি-ফলকের আবরণোন্মোচন উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন।

দরবারের দিন সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে সম্রাট অতি সুললিত ভাষায় সমবেত রাজন্যবর্গ ও জন-সঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া অভিভাষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বর সুবিশাল দরবার মণ্ডপের সর্ব্বত্রই শুনা গিয়াছিল। এই অভিভাষণে তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়াছিল! নিম্নে এই অভিভাষণের সার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

অদ্য কৃতজ্ঞহৃদয়ে ও আনন্দিত চিত্তে আমি আপনাদিগের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়াছি। বর্ত্তমান বৎসরে আমাকে ও মহিষীকে অনেক গুলি মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে হইয়াছে; এবং তজ্জনিত শ্রম প্রীতিকর হইলেও, অসাধারণ হইয়াছে। তথাপি ভারতের দূরত্ব ও এদেশ দর্শনে অধিক সময়ের আবশ্যকতা সত্ত্বেও আমাদিগের গতবারের আগমনের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্মৃতির আকর্ষণে আমরা সেই সময় হইতে যে দেশকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি, সেই দেশে উপস্থিত হইয়াছি। যখন

এই সুদীর্ঘ পথ ভ্রমণার্থ যাত্রা করি, তখন এদেশে একবার আমরা গৃহে বাসের ন্যায় যে সুখ সম্ভোগ করিয়া গিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিয়া আমাদিগের হৃদয় আশায় উদ্দীপিত হইয়াছিল। গত জুলাই মাসে আমি এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে ২২শে জুন তারিখে লণ্ডনের ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবি নামক গির্জ্জায় আমার যে অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হয়—যে অভিষেককালে আমার পূর্ব্বপুরুষের রাজমুকুট জগদীশ্বরের কৃপায় প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে আমার মস্তকে স্থাপিত হইয়াছে, আমার সেই অভিষেকের বার্ত্তা আমি স্বয়ং আপনাদিগের নিকট ঘোষণা করিব। অদ্য এখানে আসিয়া আমি সেই অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিলাম। মহিষীর সহিত আমি এস্থলে উপস্থিত হওয়ায় আমার অনুরক্ত ভারতীয় রাজা ও প্রজাবর্গের প্রতি আমাদিগের অনুরাগ ও স্নেহ এবং আমার ভারতসাম্রাজ্যের মঙ্গল চিন্তা আমাদিগের কিরূপ প্রিয় তাহা প্রকাশ পাইতেছে। যাঁহারা আমার অভিষেকে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে দিল্লীর এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার অবসর প্রদান আমার অভিপ্রেত ছিল। অদ্য এই জনতার মধ্যে আমার ভারতীয় রাজন্যবৃন্দ, প্রজাবর্গের প্রতিনিধিসমূহ এবং আমার ভারতসাম্রাজ্যের প্রদেশসমূহের প্রতিনিধিবর্গকে দেখিয়া আমি ও মহিষী আন্তরিক প্রীতি অনুভব করিতেছি। ইঁহারা ভক্তি সহকারে আমার যে আনুগত্য স্বীকার করিতে অভিপ্রায় করিয়াছেন, আমি তাহা স্বয়ং গ্রহণ করিব। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সহানুভূতি ও পরস্পরের হিতেচ্ছা ভারতীয় রাজা ও প্রজাদিগকে একত্র আমার সহিত বন্ধন করিতেছে, এই চিন্তায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি। এই সমুদয় স্মরণ করিয়া আমি আমার অভিষেকের স্মৃতিরক্ষার্থ কতকগুলি বিশিষ্ট অনুগ্রহ বর্ষণ করিব, স্থির করিয়াছি; সে সকল কথা অদ্যই কিঞ্চিৎ

বিলম্বে আমার গবর্ণর জেনারলের মুখ দিয়া আপনাদিগের নিকট ঘোষণা করাইব। পরিশেষে এই অনুষ্ঠানের সুযোগে আমি স্বয়ং নূতন করিয়া আপনাদিগকে আশ্বাস দিতেছি যে, আমাদিগের অধিকারাদি মান্য করিবার বিষয়ে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণ যে সকল অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি করিয়া গিয়াছেন, আমি তৎসমুদায় মানিয়া লইলাম। আপনাদিগের মঙ্গল, শান্তি ও সন্তোষ বিধানের জন্য আমার যে বিশেষ আগ্রহ আছে তাহাও আপনাদিগকে জানাইতেছি। জগদীশ্বর আমার প্রকৃতিপুঞ্জের উপর তাঁহার কৃপা বর্ষণ করুন এবং উহাদিগের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্টায় আমার সহায়তা করুন। উপস্থিত রাজা ও প্রজাবর্গকে আমি সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি।

দিল্লীর দরবার সংক্রান্ত কার্য্যাদি শেষ হইলে প্রজাপুঞ্জের সুখ, সমৃদ্ধি ও সুশাসনের পথ প্রসারিত করিবার মানসে সম্রাট নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন :—

(ক) ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইবে।

(খ) যথাসম্ভব শীঘ্র বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে এক জন গবর্ণর নিযুক্ত হইবেন।

(গ) বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা প্রদেশ একজন ছোটলাটের অধীন করা হইবে।

(ঘ) আসাম প্রদেশে একজন চীফ কমিশনার নিযুক্ত হইবেন।

অতঃপর তীক্ষ্ণধী, ন্যায়বান্ এবং দূরদর্শী বড়লাট বাহাদুর লর্ড হার্ডিং সম্রাট মহোদয়ের আদেশে তাঁহার অন্যান্য দানের



বিষয় সকলকে জ্ঞাপন করিয়া একটি হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ—

১। ভারতে শিক্ষাকে যথাসম্ভব সুলভ ও সুপ্রচারিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে কালবিলম্ব না করিয়া ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে এবং ভবিষ্যতে প্রতিবর্ষেই ঐ জন্য মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করা হইবে।

২। সামরিক বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগের অকৃত্রিম সেবার পুরস্কার স্বরূপ যাহাদিগের বেতন মাসিক পঞ্চাশ টাকার অধিক নহে, তাহাদিগকে অর্দ্ধ মাসের বেতন দান করা হইবে।

৩। সামরিক বিভাগের দেশীয় কর্ম্মচারীরা অতঃপর "ভিক্টোরিয়া ক্রস" পাইবার অধিকার লাভ করিবে।" অর্ডার অব বৃটিশ ইণ্ডিয়া নামক সমাজের প্রধান শ্রেণীতে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ৫২ জন দেশীয়ের নিয়োগ করা হইবে। তদ্ভিন্ন এই দরবারের স্মৃতি স্থায়ী করিবার জন্য অবিলম্বে প্রথম শ্রেণীতে ১৫ জন ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৯ জনকে ভর্ত্তি করা হইবে। অপিচ সীমান্তস্থিত মিলিশিয়া কোরের দেশীয় কর্ম্মচারিগণ ও সামরিক পুলিশের কর্ম্মচারিগণ অতঃপর পূর্ব্বোক্ত "অর্ডার অব বৃটিশ ইণ্ডিয়া" সমাজে উন্নীত হইবার অধিকার লাভ করিবে। সামরিক বিভাগের দেশীয় কর্ম্মচারীরা তাহাদের কর্ত্তব্য-কার্য্যে দক্ষতা দেখাইলে অতঃপর পুরস্কার স্বরূপ নিষ্কর ভূমি, জায়গীর প্রভৃতি লাভ করিবে। "ইণ্ডিয়ান অর্ডার অব মেরিট" দলের মৃত কর্ম্মচারীদিগের বিধবাগণ এতদিন যে বৃত্তি তিন বৎসরকাল মাত্র পাইতেন, তাহা অতঃপর আজীবন বা পত্যন্তর গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত লাভ করিবেন।

৪। দেওয়ানি (সিবিল) বিভাগের যে সকল কর্ম্মচারী পঞ্চাশ

টাকার অধিক বেতন পান না, তাঁহাদিগের সকলকে অর্দ্ধ মাসের বেতন পুরস্কার দেওয়া হইবে

৫ যাঁহারা দেওয়ান বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর, রায় বাহাদুর, সর্দ্দার বাহাদুর, খাঁ সাহেব, রায় সাহেব, বা রাও সাহেব পদ পাইয়াছেন ও পাইবেন, তাঁহাদিগকে সম্মানের চিহ্নস্বরূপ বিশিষ্ট প্রকারের "তুকমা" (ব্যাজ) দেওয়া হইবে। যাঁহারা মহামহোপাধ্যায় বা শামস্-উল্ উলেমা উপাধি পাইয়াছেন বা ভবিষ্যতে পাইবেন, তাঁহাদিগকে বার্ষিক কিছু করিয়া বৃত্তি প্রদত্ত হইবে।

৬। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও বেলুচিস্থানে যাহারা সরকারী কার্য্যে দক্ষতা দেখাইবে, তাহাদিগকে পুরস্কার স্বরূপ যাবজ্জীবনের জন্য ও স্থল বিশেষে দুই পুরুষকাল পর্য্যন্ত জায়গীর ভোগ করিতে দেওয়া হইবে।

৭। দেশীয় রাজন্যবৃন্দের নিকট হইতে সিংহাসনারোহণকালে অতঃপর "নজরাণ" গ্রহণ করা হইবে না। গুজরাঠ ও কাঠিয়াওয়াড় অঞ্চলের ও মেওয়াড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তগণকে গবর্ণমেণ্ট যে সামান্য সামান্য ঋণদান করিয়াছেন তাহা আংশিক ও স্থল বিশেষে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

৮। দেশীয় রাজ্যের ইম্পিরিয়াল সার্ব্বিস ট্রুপের সৈনিকদিগকে অতঃপর অধিক সংখ্যায় "অর্ডার অব বৃটিশ ইণ্ডিয়া" দলে প্রবেশাধিকার দান করা হইবে।

৯। ঋণ-পরিশোধে অসামর্থ্য হেতু যাহারা কারাক্লেশ ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট যাহাদিগকে উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তাহাদিগকে মুক্তি দান ও তাহাদের ঋণ পরিশোধ করা হইবে।

সম্রাট মহোদয়কে ভগবান্ রক্ষা করুন।

প্রজাবৎসল সম্রাট ও রাজরাজেশ্বরী মেরীকে ভগবান দীর্ঘজীবী ও চিরসুখী করুন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ইংরেজ জাতির উন্নতির মূল কারণ। শত বাধা বিপত্তি বর্ত্তমান থাকিলেও কিরূপে নির্ভীকহৃদয়ে অথচ ধীরতার সহিত তাহা অতিক্রম করিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিতে হয়,—কিরূপে পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে দেশের ও রাজার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে হয়, তাহা প্রত্যেক ইংরেজের জীবনে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে। পুত্র-বৎসল পিতা কঠোর কর্ত্তব্যপালনের জন্য সুস্থ হৃদয়ে প্রাণ-সম পুত্রকে চিরকালের জন্য বিদায় দিয়াছেন, স্নেহময়ী জননী শান্ত হৃদয়ে স্নেহের পুত্তলিকে কালের করাল কবলে নিক্ষেপ করিয়াছেন—এরূপ গভীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আছে বলিয়াই ইংরেজ জগতের সমগ্র জাতির শীর্ষস্থানীয় হইতে পারিয়াছেন। মানব জীবনটী যে কতকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্মের সমষ্টি, তাহা বর্ত্তমান কালে ইংলণ্ডই ভাল বুঝিয়াছেন। ইংরেজ জাতির এই গভীর কর্ত্তব্য-জ্ঞান আমাদের স্বর্গীয় প্রিয় সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রতি ধমনীতে প্রবাহিত হইত। ওয়েষ্টমিনিষ্টারের ডীন যথার্থই বলিয়াছিলেন ঃ—“রাজা এডওয়ার্ডের সমস্ত শক্তি

তাঁহার দেশের কার্য্যেই নিয়োজিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্ব করার অর্থ প্রজাবর্গের ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া প্রজাবর্গের কল্যাণ সাধন করা। দেশের কার্য্যে নিজকে উৎসর্গ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি প্রজা-সমূহের হৃদয়ের উপর রাজত্ব করিয়াছিলেন।" বাস্তবিকই সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ডের প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক কার্য্যই গভীর কর্ত্তব্য জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

গার্হস্থ্য জীবনেও সম্রাট এড্ওয়ার্ডের প্রকৃতি সরস ও মধুর ছিল। তিনি যুবরাজ অবস্থায় সাণ্ড্রিংহামে কিরূপভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেন, তাহা জানিলে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক হয়। তিনি রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর জানিয়া কখনও অহঙ্কৃত হয়েন নাই। কি ধনী কি দরিদ্র সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সাধারণ ভদ্রলোকের মত জীবন অতিবাহিত করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কারণ তিনি জানিতেন, জনসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে না মিশিলে, তাহাদের প্রাণের ভাব বুঝিতে পারিবেন না এবং তাহাদের অভাব অভিযোগেরও প্রকৃত মীমাংসা করিতে পারিবেন না। প্রজাদিগের প্রকৃত কল্যাণ সাধনেই রাজ্যের উন্নতি, ইহা তিনি তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দনেই অনুভব করিয়াছিলেন। সাণ্ড্রিংহামে অবস্থানকালে কৃষিকার্য্যে তাঁহার বিশেষ আস্থা জন্মিয়াছিল। নরফোকের কৃষকগণের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হইয়া তিনি বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেন। ডিসেম্বর মাসে বড়

দিনের আমোদ প্রমোদের সময় নরফোকের কৃষকগণ তাঁহার প্রাসাদে আমন্ত্রিত হইত এবং উদার-চিত্ত প্রিন্স নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে তাহাদের নৃত্যগীতাদিতে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার বহু পূর্ব্বেই তিনি নরফোকের কৃষককুলের হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এরূপ উদার-চিত্ত, সহানুভূতিপূর্ণ এবং সরলহৃদয় মহাপুরুষের সন্তান-সন্ততিগণও যে তাঁহার অনুরূপ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? রাণী আলেকজান্ড্রাও রমণী-কুল-শিরোমণি ছিলেন। তাঁহারও কর্ত্তব্য-জ্ঞান বিশেষ প্রবল ছিল। প্রজার জননীস্বরূপা দয়াময়ী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ন্যায়, রাণী আলেকজান্ড্রাও অতি দরিদ্রের কুটীরেও আবশ্যকমত যাতায়াত করিতেন, এবং দুঃস্থ সকল ব্যক্তিকেই সহানুভূতিপূর্ণ আলাপন দ্বারা উৎসাহিত করিতেন। যাহার শীতবস্ত্রের অভাব, তাহাকে শীত বস্ত্র, এবং যাহার অন্নের অভাব, তাহাকে অন্ন যথাসম্ভব দান করিয়া হৃদয়ে প্রীতি অনুভব করিতেন। হাঁসপাতালে গিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সুমিষ্টভাবে আশার কথা বলিতেন এবং স্বহস্তে ফুলের তোড়া ইত্যাদি বিতরণ করিয়া রোগীর মনে হর্ষ উৎপাদন করিতেন। এই পবিত্রহৃদয়া রাণী আলেকজেন্দ্রার গর্ব্ভে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসের অষ্টম দিবসে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্ম হয়। ইঁহার নাম রাখা হইল প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর। আদরের "ডাক" নাম ছিল প্রিন্স "এডি"। ইনি

জ্যেষ্ঠ পুত্র, অতএব রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর। সুতরাং সকল প্রজারই দৃষ্টি ইঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। যাহাতে বাল্যাবস্থায় সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, ভবিষ্যতে প্রকৃত রাজধর্ম্ম পালন করিতে সক্ষম হয়েন, তজ্জন্য প্রজাবর্গ ভগবানের নিকট আরাধনা করিলেন। এই ঘটনার ১৭ মাস পরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে জুন মাসের তৃতীয় দিবসে রাণী আলেকজেন্দ্রা আর একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। ইঁহার নাম রাখা হইল "জর্জ্জ ফ্রেডারিক আরনেষ্ট আলবার্ট।" ঘটনা চক্রের আবর্ত্তনে এই দ্বিতীয় রাজকুমারই পঞ্চম জর্জ্জ নাম ধারণ করিয়া রাণী মেরির সহিত ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন।

প্রিন্স আলবার্ট এবং প্রিন্স জর্জ্জ উভয় ভ্রাতাই একত্র রাজধাত্রী দ্বারা প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। জনক-জননীর স্নেহময় চুম্বনে, প্রসন্নহৃদয়া পিতামহীর আদরে, প্রজাবর্গের পুণ্যফলে এবং পরমেশ্বরের কৃপায় ইঁহারা দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত অবসরে তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। রাণী আলেকজান্দ্রা নিজেই অনেক সময় তাঁহাদিগকে পাঠ দিতেন এবং এমন কি পাঠ্যপুস্তকও নির্ব্বাচিত করিতেন। ধর্ম্মযাজক ড্যাল্টন পরে ইঁহাদের "গভর্ণর" নিযুক্ত হন। ড্যাল্টন কুমারদ্বয়কে লেখা পড়া শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষাও প্রদান করিতেন। ক্যানন ড্যাল্টন কুমারদ্বয়ের

চরিত্রগঠনের সহায় হইয়াছিলেন, এজন্য তিনিও আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং দয়ার্দ্রহৃদয় জনক, স্নেহময়ী জননী এবং পুণ্যবতী পিতামহীর সহবাসে কুমারদ্বয়ের বাল্যজীবন বড়ই মধুময় হইয়াছিল। ইহাদেরই মহান্ আদর্শে কুমারদ্বয়ের চরিত্র ধীরে ধীরে গঠিত হইতেছিল। কথিত আছে বাল্যকালে প্রিন্স জর্জ্জ অতিশয় সহৃদয় ছিলেন এবং প্রাণের কথা কিছুতেই গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেন না। যাহা ভাবিতেন বা যাহা করিতেন, তাহা সকলের নিকট প্রকাশ করিয়া দিতেন। তাঁহার হৃদয়ের কপাট সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, বালক জর্জ্জ যখন ব্রিটানিয়া নামক রণতরীতে ক্যাডেট পদে নিযুক্ত থাকিয়া নৌবিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন, তখন তিনি একদিন গোপনে সেই তরীর সব-লেপ্টেনাণ্টের শয্যার ভিতরে কতকগুলি লোহার কাঁটা রাখিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন, এই অপরাধের জন্য তাঁহার একজন সহচর ক্যাডেট দোষী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডিত হইতেছে, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি দৌড়িয়া গিয়া লেপ্টেনাণ্টের নিকট নিজের দোষ স্বীকার করিলেন এবং তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতেই কুমার জর্জ্জের হৃদয়ের মহত্ত্ব বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। তাঁহার দোষের জন্য অপর একজন নিরপরাধী ব্যক্তি দণ্ডিত হইবে, বালক জর্জ্জ বুঝিতে পারিলেন, ইহা সম্পূর্ণ ন্যায়বিগর্হিত। তাই তিনি

ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নিজের দোষ স্বীকার করিলেন এবং নিজকৃত কর্ম্মের কলঙ্ক আনন্দে আলিঙ্গন করিলেন; নির্দ্দোষী সহচরকে কলঙ্কমুক্ত করিলেন। বালসুলভ চপলতা প্রত্যেক বালকে থাকা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু যে বালক চপলতাহেতু কোনও দোষ করিয়া, নির্ভীক হৃদয়ে আবার তাহা কর্ত্তৃপক্ষের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারে, সে বালক যে ভবিষ্যতে চরিত্রগুণে জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

প্রিন্স জর্জ্জের বাল্যজীবনের সমস্ত ঘটনাগুলিতেই একটু বিশেষত্ব আছে। কোনও সময়ে বাকিংহাম প্রাসাদে অবস্থান-কালীন মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রিন্স জর্জ্জের উপর কোনও দোষের জন্য শাস্তি বিধান করিয়াছিলেন। আদেশ হইয়াছিল, কুমারকে টেবিলের নীচে একাকী চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। পিতামহীর আদেশ পাইবামাত্র বালক জর্জ্জ টেবিলের নীচে গিয়া বসিলেন এবং সামান্য শব্দ মাত্রও করিলেন না। ইহাতে মহারাণী সন্তুষ্ট হইয়া কুমারের দোষ ক্ষমা করিলেন এবং তাঁহাকে টেবিলের নীচে হইতে বাহিরে আসিবার আদেশ দিলেন। কুমার যখন বাহিরে আসিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া সমবেত সকলেই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। প্রিন্স জর্জ্জের সম্পূর্ণ নগ্ন মূর্ত্তি! টেবিলের নীচে থাকিয়া যখন তিনি দণ্ডাজ্ঞা পালন করিতেছিলেন, তখন একে একে গায়ের সমস্ত জামাগুলি খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে প্রিন্স জর্জ্জের বাধ্যতা

গুণ, কর্ত্তব্য জ্ঞান ও উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। গুরুজনের আদেশ কখনও অমান্য করা যাইতে পারে না; আবার দোষীর পক্ষে দণ্ডাজ্ঞা পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। তাই তিনি সানন্দ অন্তরে পিতামহীর দণ্ডাজ্ঞা পালন করিলেন। কিন্তু বালক জর্জ্জ একাকী চুপ করিয়া কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারে? কোনও একটা কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিলে সময় কাটান বড়ই কষ্টকর। তাই তিনি একটা কার্য্য স্থির করিয়া লইলেন, গাত্রাবরণের উন্মোচন। প্রিন্স জর্জ্জ ভবিষ্যৎ জীবনেও কখনও বিনা কার্য্যে সময় কাটাইতে পারেন নাই। রাজ্যেশ্বর হইয়াও তিনি কর্ম্মময় জীবনকেই তাঁহার আদর্শ করিয়া রাখিয়াছেন।

সম্রাট্ এডওয়ার্ড অতিশয় তীক্ষ্ণধী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, মানব বিলাসিতার মধ্যে প্রতিপালিত হইলে ভবিষ্যৎ জীবনে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এজন্য তিনি সতর্কতার সহিত কুমারদ্বয়কে বিলাসিতা হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন। কুমারদ্বয়ের পরিচ্ছদের কোনও বিশেষ পারিপাট্য ছিল না; তাঁহারা সাধারণ ভদ্র লোকের ছেলেদের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাকই ব্যবহার করিতেন। অনুচরবর্গ যাহাতে বিশেষ সম্মানসূচক আহ্বান দ্বারা তাঁহাদিগকে অহঙ্কৃত করিয়া না তোলে, সে বিষয়েও তাঁহাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ জনকের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। নির্ম্মল এবং স্বাভাবিক আমোদ প্রমোদ উপভোগ দ্বারা যাহাতে তাঁহাদের মানসিক বৃত্তিসমূহ পরিস্ফুট হয়, সে বিষয়ের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দরিদ্রের কুটীরে

পদার্পণ করিবার সময় তাঁহাদের পিতা, মাতা, বা পিতামহী তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইতেন। হাঁসপাতালে রোগীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কুমারদ্বয়ের সমক্ষে রোগীর প্রতি সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিতেন। উদ্দেশ্য, বিপন্ন ব্যক্তিদের প্রতি কুমারদিগের সহানুভূতির উদ্রেক করা।

কুমারদ্বয় প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন ও উপভোগ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। হেমন্তে পিতামহীর সহিত তাঁহার হাইল্যাণ্ড আবাস আবরগেল্ডিতে গমন করিয়া, স্বভাবের মনোজ্ঞ শোভা সন্দর্শন করিতে পাইতেন। কখনও বা মারলবরা প্রাসাদের উপর হইতে লণ্ডনের বিচিত্র দৃশ্যে নয়ন পরিতৃপ্ত করিতেন। প্রায় প্রতি বৎসর সাগর পার হইয়া তাঁহারা জননীর সহিত মাতুলালয় কোপেনহেগেনে গমন করিতেন এবং তথায় পবিত্র আমোদ প্রমোদে মামাইত ভাইদিগের সহবাসে তাঁহাদের সময় অতিবাহিত করিতেন। ফাঁকা ময়দানে স্বাস্থ্যপ্রদ ক্রীড়া সমূহে ব্যাপৃত থাকিতে তাঁহারা ভালবাসিতেন, কখনও বা চারি ভাই মিলিয়া স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া মৎস্য শিকার করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহাদের মামাইত ভাইদিগের মধ্যে এক জন জর্ম্মণীর বর্ত্তমান সম্রাট্ হইয়াছেন এবং অপরটী রুশিয়ার রাজসিংহাসনে অধিরূঢ়।

এইরূপে বাল্যকাল হইতেই কুমারদ্বয়ের চরিত্র-গঠন আরম্ভ হইয়াছিল। দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহ অবাধে বিকাশ পাইতে লাগিল। চরিত্রগুণে বাল্যকালেই তাঁহারা

জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন। ঈশ্বরের অনুকম্পায় প্রিন্স জর্জ্জ ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে উপনীত হইলে, সম্রাট এডওয়ার্ড কুমারদ্বয়কে রাজোচিত শিক্ষা দিবার মনস্থ করিলেন। তীক্ষ্ণদর্শী সম্রাটের প্রধান লক্ষ্য হইল, যাহাতে তাঁহার সন্তানেরা জনগণকে চিনিতে পারেন, প্রজাবর্গের হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারেন, এবং সুখে দুঃখে সকল অবস্থায় তাহাদের সহিত মিশিতে পারেন। বাল্যাবস্থাতেই যদি কুমারদ্বয় ক্রীড়ার সহচররূপে এবং বন্ধুভাবে জনসাধারণের সহিত মিশিবার সুযোগ পান, তবে ভবিষ্যতে তাঁহারা নিশ্চিতই জনসাধারণের প্রিয়ভাজন হইতে পারিবেন। ইহা সম্রাট বুঝিলেন এবং বুঝিয়া কুমারদিগকে প্রথমতঃ নৌবিদ্যা শিক্ষা দিবেন সিদ্ধান্ত করিলেন। জাহাজে কার্য্য করিলে প্রধানতঃ নীতিকুশলতা ও বাধ্যতাগুণ জন্মে ; বিশেষতঃ দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংস্রবে আসিয়া এবং তাহাদের আচার পদ্ধতি দেখিয়া অনেক অভিজ্ঞতা জন্মে। এই সকল কারণে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও অপর সকলেই সম্রাট এডওয়ার্ডের সিদ্ধান্তেরই অনুমোদন করিলেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন তারিখে, প্রিন্স জর্জ্জ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত ব্রিটানিয়া রণতরীতে ক্যাডেটের পদে নিযুক্ত হইলেন। প্রিন্স জর্জ্জ বিশেষ আগ্রহের সহিত নৌবিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কুমারদ্বয়ের পূর্ব্ব হইতেই জাহাজের কার্য্যে রুচি জন্মিয়াছিল। সাণ্ড্রিংহামের রেক্টর রেভরেণ্ড লেক

অনশ্লো পূর্ব্ব হইতেই কুমারদ্বয়ের নিকট কৌতুকাবহ সমুদ্র-কাহিনী বিবৃত করিয়া তাঁহাদের মনে সমুদ্রভ্রমণের পিপাসা জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। প্রিন্স জর্জ্জের মনে সমুদ্র-বাসের বাসনা বিশেষ বলবতী ছিল। তিনি জানিতেন ইংলণ্ডের রাজ-মুকুট তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মস্তকের শোভা সংবর্দ্ধন করিবে এবং রাজ মুকুটের আনুসঙ্গিক দায়িত্বগুলিও তাঁহারই স্কন্ধে ন্যস্ত হইবে। কিন্তু, তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র হইবে উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল অসীম জলরাশি। মনে মনে স্থির করিলেন, সমুদ্রের উপর রণতরীর বাষ্পোদ্গীরণের মধ্যে, কামানের গভীর গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে, পৃথিবী-ব্যাপী বৃটিশ-সাম্রাজ্যের তিনি শান্তি রক্ষা করিবেন এবং এই প্রকারে প্রিয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কার্য্যেই জীবন অতিবাহিত করিবেন। মনে এইরূপ আশা, হৃদয়ে এইরূপ সঙ্কল্প লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া, তিনি অতি সত্বর নৌবিদ্যা অনেকটা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। মিঃ ললেস তাঁহাদের উভয় ভ্রাতাকেই নৌবিদ্যা শিক্ষা দিতেন, এবং নাবিকের কার্য্যের রহস্যগুলি স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার সুশিক্ষার ফলে প্রিন্স জর্জ্জ নৌবিদ্যায় অতি সত্বর পারদর্শিতা লাভ করিয়া কতকগুলি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নৌকা চালনাতেও তাঁহার বিশেষ দক্ষতা জন্মিয়াছিল।

এই প্রকারে দুই বৎসর ধরিয়া কাপ্তেন ফেয়ারফক্সের অধীনে থাকিয়া ব্রিটানিয়া রণতরীতে তাঁহারা উভয় ভ্রাতাই নৌবিদ্যা শিক্ষা করিলেন। পরে স্থির হইল, বেকান্টি নামক যুদ্ধ জাহাজে

তিন বৎসরের জন্য তাঁহারা সমুদ্র-ভ্রমণে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবেন এবং বিভিন্ন দেশ ও বৃটিশ-সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান উপনিবেশসমূহ পরিদর্শন করিয়া স্থানীয় জনসাধারণের সহিত পরিচিত হইবেন। চৌদ্দ পনর বৎসরের বালককুমারদ্বয়কে ছাড়িতে, স্নেহময় জনক ও স্নেহময়ী জননীর প্রাণে বড় ব্যথা লাগিল, কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে সে কষ্ট তাঁহারা অম্লান-বদনে সহ্য করিলেন। এতদূর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ না হইলে ইংরাজ কখনও পৃথিবীর রাজা হইতে পারিতেন না। কর্ত্তব্যজ্ঞান এত প্রবল ছিল বলিয়াই, প্রজার ও রাজ্যের কল্যাণ সাধনের বাসনা এতদূর বলবতী ছিল বলিয়াই, সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড প্রজাপুঞ্জের হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে সেপ্টেম্বর তারিখ প্রিন্স আলবার্ট ও প্রিন্স জর্জ্জ জনক, জননী ও পিতামহীর নিকট বিদায় লইয়া বেকান্টি জাহাজে আরোহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ মধ্যেই তাঁহাদের জাহাজ ইংলিশ চ্যানেলে আসিয়া পড়িল এবং ২৬ শে তারিখ তাঁহারা আর একবার মাতৃ-ভূমি ইংলণ্ডের দিকে নয়ন ফিরাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। দেখিতে পাইলেন শুধু ল্যাণ্ডস্ এণ্ড অন্তরীপ সমীপস্থ উল্‌ফ নামক আলোক স্তম্ভের চূড়া। পরবর্ত্তী তিন বৎসরের মধ্যে আর তাঁহারা মাতৃ-ভূমি ইংলণ্ডের কোনও দৃশ্যই দেখিতে পাইবেন না।

সমুদ্র ভ্রমণ কালে কুমারদ্বয় দৈনন্দিন ঘটনাবলী তাঁহাদের ডায়রীতে প্রত্যহ লিখিয়া রাখিতেন। সে লেখায় সজীবতা ছিল, সে লেখা সময়ে সময়ে মর্ম্মস্পর্শীও হইত। এই লেখায় তাঁহাদের চরিত্রের ক্রম-বিকাশ সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাদের দায়িত্ব-জ্ঞান ও দূরদর্শিতারও আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু এই ডায়রীর কতটুকু প্রিন্স জর্জ্জের নিজস্ব, আর কতটুকুই বা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার, তাহা এখন আর বুঝিবার উপায় নাই।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা বারবাডোজ দ্বীপে উপনীত হইলে, তাঁহাদের নৌবিদ্যা-শিক্ষক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মৃতদেহ সমুদ্রতীরেই প্রোথিত হইল। সৎকার রাত্রিকালে হইয়াছিল; সে সময় প্রিন্স জর্জ্জ পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন। এজন্য প্রিন্স জর্জ্জ সৎকারের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিয়াছিলেন।

বারবাডোজ নগর মধ্যে পরিভ্রমণকালে একটী বৃদ্ধা কাফ্রি রমণী কুমারদ্বয়কে দেখিয়া এতই বিমুগ্ধ হইয়াছিল যে সে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গাড়ীর মধ্যে স্বর্ণনির্ম্মিত স্পেড-গিনি নামক একটি মুদ্রা ছুড়িয়া দিয়াছিল। তদবধি প্রিন্স জর্জ্জ সেই মুদ্রাটি নিজের বক্ষের উপর ঘড়ির চেনের সহিত ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

জানুয়ারি মাসের ৮ই তারিখে কুমারদ্বয় জাহাজের মিড্‌শিপ-ম্যানদিগের শ্রেণীভুক্ত হইলেন। প্রিন্স জর্জ্জের এই সময়ের উচ্চতা ছিল ৪ ফুঃ ১০$\frac{১}{৮}$ ইঞ্চি। তিনি কতকটা আনন্দের সহিত

ডায়রীতে লিখিয়াছিলেন যে ডিউক অব এডিনবরা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই বয়সে যত উচ্চ ছিলেন, তিনি তদপেক্ষা এক ইঞ্চি অধিক লম্বা হইয়াছেন। ইহা হইতে বোঝা যায়, যাহাতে শরীর সুস্থ থাকিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে প্রিন্স জর্জ্জের বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

সেণ্ট লুসিয়া ও মার্টিনিকের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যখন তাঁহাদের জাহাজ আসিয়া পড়িল, তখন তাঁহাদের মনে কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। ঐ স্থানে সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে নিহত ইংরেজ বীরগণের প্রেতাত্মা নৃত্য করিতেছে। কিরূপে ঐস্থানে বীর 'রডনে' ফরাসিদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ইংলণ্ডের রণতরীতে ব্রিটানিয়ার বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, কুমারদ্বয় সগৌরবে সে কথা ডায়রীতে লিখিলেন ; তাঁহাদের হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেম ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া দিল। কুমারদ্বয় ব্রিটানিয়ার এই পুরাতন কীর্ত্তির কথা স্মরণ করিয়া কতকটা উত্তেজিতভাবে ডায়রীতে লিখিলেন—"এইস্থানে এই ঘটনা ঘটিবার পর, এখনও শত বৎসর অতীত হয় নাই। সাহসিক ইংরেজ সৈন্য ও নাবিকগণের প্রেতাত্মা সকল আজিও যেন উজ্জ্বল দিবালোকেও বাতাসের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সত্যই এখানে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রেতাত্মা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ঃ—'যে দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিবার জন্য আমরা হৃদয়ের রক্ত অকাতরে ঢালিয়া দিয়াছি, সেই দ্বীপপুঞ্জ লইয়া তোমরা কি করিয়াছ ?' আমরা

এই প্রশ্নের কি উত্তর দিব? আমরা এই দ্বীপপুঞ্জের সম্পূর্ণ অপব্যবহার করিয়াছি, আমরা এগুলিকে নিজেদের শাসনাধীনে রাখিতে অক্ষম হইয়াছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এই জন্যই কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বারম্বার যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং স্বদেশ-ভক্ত ইংরেজ বীরগণের অস্থি কঙ্কালে সমুদ্রের তলদেশ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল? এইজন্যই কি বৎসরের পর বৎসর, সমুদ্রের জল আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের হৃদয়রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল?" সমুদ্র ভ্রমণে যে কুমারদ্বয় সুফল লাভ করিতেছিলেন, ডায়রির এই অংশটুকু পড়িলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এত অল্প সময়ের মধ্যেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দায়িত্বগুলি তাঁহারা কেমন সুন্দর উপলব্ধি করিতেছিলেন। সমুদ্র ভ্রমণে সর্ব্ববিধ জ্ঞানেরই তাঁহাদের হৃদয়ে ক্রমবিকাশ হইতেছিল। 'জামাইকা' দ্বীপে গিয়া যখন তাঁহারা দেখিলেন, জাহাজের নঙ্গর করিবার স্থানের অনতিদূরেই কতকগুলি অতি কদর্য্য মদের দোকান রহিয়াছে, তখন তাঁহারা বিরক্ত হইয়া ডায়রিতে মন্তব্য লিখিলেন যে গবর্ণমেণ্টের এই সকল ঘৃণিত দোকানগুলি ক্রয় করিয়া লইয়া আগুনে পোড়াইয়া ফেলা উচিত। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কিছুদিন পরেই ঐ দোকানগুলি ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছিল।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১ লা জানুয়ারি তাঁহারা বুয়েনস্ এয়ারেস নামক স্থানে ক্রিকেট খেলা করিয়াছিলেন এবং তথায় দিন কয়েক অবস্থান করিয়া তথাকার বড় বড় তৃণাচ্ছাদিত শ্যামল

গোচর-ভূমি সকল পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং বন্দুকের সাহায্যে কতকগুলি হাঁসও শিকার করিয়াছিলেন। ‘ল্যাসো’ নামক গ্রন্থি-বিশিষ্ট রজ্জু দ্বারা ঘোড়া বা অপরাপর বন্য জন্তু ধরিবার প্রণালী অভ্যাস করিতে গিয়া তাঁহারা মনে বড় আনন্দ পাইয়াছিলেন। প্রিন্স জর্জ্জ এইরূপে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে শিকার খেলিয়া ভবিষ্যতে শিকার-কার্য্যে এতদূর দক্ষতা লাভ করিতে পারিয়াছেন।

পরে বেকাণ্টি যখন ফকল্যাণ্ড দ্বীপে উপনীত হইল, তখন এডমিরাল একখানি টেলিগ্রাম পাইলেন। টেলিগ্রাম পড়িয়াই তিনি আদেশ দিলেন যে জাহাজকে দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূল অভিমুখে লইয়া যাইতে হইবে।

ট্রান্সভাল রাজ্য লইয়া এই সময়ে ইংরাজদিগের সহিত বুয়রদিগের মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। বুয়র জাতি দরিদ্র হইলেও নির্ভীক এবং শক্তি-সম্পন্ন। ক্রুগার ও জুবেয়ার ইহাদের নেতা ছিলেন। ক্রুগার ও জুবেয়ারের নাম অবশ্য আজ কাল আর কাহারও নিকট অপবিচিত নহে। গত বুয়র যুদ্ধে ইহাঁদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও রণ কৌশল দেখিয়া সমগ্র সভ্য জগৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল। ইহাদের অপূর্ব্ব বীরত্ব-কাহিনী বুয়র-জাতিকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চির-স্মরণীয় করিয়াছে।

এই মনোমালিন্যের ফলে ইংরাজদিগের সহিত বুয়রদিগের এই সময় দুই একটী খণ্ডযুদ্ধও হইয়াছিল। যদি গুরুতর

কোন যুদ্ধই বাধিয়া যায়, এই আশঙ্কায় কতকগুলি বৃটিশ রণতরীকে ঐ সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরণ করা হয়। প্রয়োজন হইলে বেকান্টিকেও সাহায্য করিতে হইত।

কেপটাউনে অবস্থান কালে কুমারদ্বয় গভর্ণমেণ্টের কতকগুলি গুরুতর দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। দুর্দ্দান্ত জুলু ও কাফির জাতিকে কিরূপে শাসন করিয়া কেপকলনিতে চিরশান্তি বিধান করা যাইতে পারে, এ চিন্তাও তাঁহাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল। এইস্থানে অবস্থান কালেই তাঁহারা ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সংবাদ পাইলেন যে মজুবা পর্ব্বতের যুদ্ধে সার জর্জ্জ কলি নিহত হইয়াছেন এবং ইংরেজ সৈন্য সম্পূর্ণরূপে শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছে। এই সংবাদে কুমারদ্বয় প্রাণে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়াছিলেন এবং কেপকলনির বিভিন্ন স্থানগুলি পরিদর্শন করিবার বাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তথাকার শাসনকর্ত্তা সার হারকিউলিস্ রবিনসন্ কেবল মাত্র তাঁহাদিগকে জুলুদিগের রাজা কেচওয়েও'র সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রায় সাত সপ্তাহ কেপকলনিতে অবস্থান করিয়া বেকান্টি অষ্ট্রেলিয়া অভিমুখে ধাবিত হইল, এবং অবশেষে আলবানিতে উপনীত হইবার পর, কুমারদ্বয় জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন এবং কয়েকদিন ধরিয়া অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রদেশগুলি পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। এখানে আসিয়া প্রিন্স জর্জ্জ অনেকগুলি পক্ষী এবং কয়েকটী কাঙ্গারুও শিকার করিয়াছিলেন।

পরে এ্যাডিলেড পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা স্থল-পথে মেলবোর্ণ গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে অনেক স্থানেই স্কুলের ছাত্রগণ জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া তাঁহাদের সম্বৰ্দ্ধনা করিয়াছিল।

তদনন্তর তাঁহারা ব্যালারট নগর পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং তথায় স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার প্রণালী দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। জুলাই মাসের ৯ই তারিখে তাঁহারা সিডনে নগরে উপনীত হয়েন এবং সিডনে বন্দরের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হয়েন। সিডনে নগরে সর্ব্বশুদ্ধ কতগুলি গির্জ্জা আছে, তাহা তাঁহারা ডায়রীতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহারা ব্রিসবেন নগরে গমন করেন। এখানে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার "প্রিন্স এডি" গ্রামার স্কুলের ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "আমাদের এখানে আসাতে তোমাদের সহিত চাক্ষুষ আলাপ পরিচয় হইল; ইহাতে যে আমরা কত আনন্দিত হইয়াছি, তাহা আর কি বলিব ?"

ইহার পর বেকান্টি অষ্ট্রেলিয়ার উপকূল ত্যাগ করিয়া ফিজি দ্বীপের অভিমুখে যাত্রা করিল এবং ফিজি দ্বীপে কিছু সময় অবস্থান করিয়া অবশেষে ১৮৮১ অব্দের অক্টোবর মাসে জাপানে উপস্থিত হইল। জাপানে অবস্থানকালীন জাপানের রাজকুমার হিগাসি ফুশিমির সহিত প্রিন্স আলবর্ট ও জর্জ্জ উভয় ভ্রাতারই বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। হিগাশি ফুশিমি ইতি-পূর্ব্বে বিলাত গিয়া ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন;

এজন্য জাপান সম্রাট তাঁহাকেই কুমারদ্বয়ের পরিচর্য্যার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কুমারদ্বয় জাপান সম্রাটের সহিত (জাপান সম্রাটকে জাপানী ভাষায় 'মিকাডো' বলে) পরিচিত হইলেন। এই দেখা সাক্ষাতের সময়, প্রিন্স জর্জ্জই সম্রাটের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। প্রিন্স জর্জ্জ কথাবার্ত্তায় দূরদর্শিতা ও রাজনীতিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। সমুদ্র-ভ্রমণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করিয়া প্রিন্স জর্জ্জ যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাতে যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কত মঙ্গল সাধিত হইতেছে ও হইবে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে প্রত্যাগমন করিয়া গিল্ডহলে দাঁড়াইয়া তিনি ইংরেজ জনসাধারণকে সম্বোধন করিয়া উচ্চ নিনাদে বলিয়াছিলেন, "আমরা যদি ভারতবাসীর প্রতি আরও একটু অধিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি, তবে ভারতবাসী যে তাহাদের হৃদয়ের ভক্তি-পূর্ণ কৃতজ্ঞতা আমাদিগকে উপহার দিবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।" বাল্যাবস্থায় তিনি যে বিলাসিতার মধ্যে থাকিয়া বৃথা সময় নষ্ট করেন নাই, পরন্তু বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ দ্বারা বহুবিধ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি এতদূর তীক্ষ্ণদর্শী ও বিচারক্ষম হইতে পারিয়াছেন। ষোড়শ-বর্ষীয় প্রিন্স জর্জ্জ গম্ভীরভাবে জাপান সম্রাটকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেনঃ—"জাপান রাজকুমার ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন;

আমরাও আজ জাপানে আসিয়া পরিচিত হইলাম। ইহার ফলে নিশ্চয়ই জাপান ও ইংলণ্ড বন্ধুতাসূত্রে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ হইবে।"

কুমারদ্বয় জাপান সম্রাজ্ঞীকে দুইটী ছোট ছোট কাঙ্গারু উপহার দিয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞী ইহাতে বিশেষ প্রীতা হয়েন। জাপানীয় রণতরীসমূহ পরিদর্শন করিয়া কুমারদ্বয়ের মনে জাপানের প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল। কৃত্রিম যুদ্ধে জাপানীয় সৈন্যের রণ কৌশল দেখিয়াও তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

জাপান ত্যাগ করিয়া তাঁহারা চীন সাম্রাজ্যের প্রধান চারিটী বন্দর পরিদর্শন করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের খ্রীষ্টমাস দিবস তাঁহারা হংকংএ অতিবাহিত করেন। চীনদেশে আসিয়া তাঁহারা নানা-রূপ পশু পক্ষীও শিকার করিয়াছিলেন এবং এখানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহাদের নয়ন মন পরিতৃপ্ত হইয়াছিল।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা শিঙ্গাপুর হইয়া ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হয়েন এবং তথা হইতে আফ্রিকায় মিশরদেশে গমন করেন। ২রা মার্চ্চ তারিখ তাঁহারা সুয়েজ ক্যানাল পার হইয়া ৩রা তারিখ ইস্মেলিয়াতে উপস্থিত হন। তথা হইতে কাইরো গমন করিয়া মিশরের খেডিভের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁহারা মিশর দেশের বড় বড় প্রাচীন পিরামিড গুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন রাজবংশের যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের ডায়রিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সকল প্রথা

মিশর দেশে প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমানকালেও সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত-ভাবে সেগুলি তথাকার জনসমাজ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছে দেখিয়া কুমারদ্বয় কতকটা বিস্মিত হইয়াছিলেন। এখানে অবস্থানকালে তাঁহাদিগকে একটী অতি প্রাচীন বৃক্ষ দেখান হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যীশুখ্রীষ্টের জননী পবিত্র-হৃদয়া কুমারী মেরী দুর্দ্দান্ত হেরডের অত্যাচার হইতে শিশুটীকে রক্ষা করিবার জন্য যখন পলাইয়া আসিতেছিলেন, তখন তিনি কিছু-ক্ষণের জন্য ঐ বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। বৃক্ষটীকে দেখিয়া কুমারদ্বয়ের সরল হৃদয় ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইল। একটী স্বাদু-নীর-বিশিষ্ট কূপের সন্নিকটে তাঁহারা ঐ বাইবেল-প্রথিত বৃক্ষতলে কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া মনে পরম শান্তি লাভ করিলেন।

পরে তাঁহারা নীল নদী বাহিয়া যতই উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহারা প্রাচীন মিশরের বিলুপ্ত সভ্যতার নিদর্শন সমূহ দেখিতে পাইলেন। নক্সর এবং করনাক হইয়া তাঁহারা থিব্‌স নগরে উপনীত হইলেন। এইস্থানে প্রাচীনকালের একটী জনপদ অতীতের অনন্তগর্ব্ভে চিরতরে মিশিয়া গিয়াছে। এই স্থানটী মিশরদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। এখানে অনেকগুলি পুরাতন কবর দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্ট জন্মিবার প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে একজন মিশরদেশীয় পণ্ডিত লিখিয়াছেন ঃ—

"আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সময় যে সকল রাজন্যবর্গ ও

মহাত্মাগণ দেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে এই কবরের মধ্যে বিশ্রামসুখ লাভ করিতেছেন। ... ... আজিও তোমরা অনেকে বিচিত্র হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিতেছ; আবার কাহারও থাকিবার একখানি কুঁড়ে ঘরও নাই। কি ধনী, কি দরিদ্র, তোমরা সকলেই একবার ধীরভাবে এই কবর গুলির দিকে চাহিয়া দেখ, ভাবিয়া দেখ, পূর্ব্বের সে বীর নরপতিগণের ও মহাত্মাগণের পরিণাম কি দাঁড়াইয়াছে।"

প্রায় একপক্ষকাল এইরূপে মিশরের নানাস্থান পরিদর্শনের পর কুমারদ্বয় আলেকজান্দ্রিয়াতে আসিয়া জাহাজে চড়িলেন এবং তাঁহাদের বাইবেল-প্রথিত পবিত্রভূমি জেরুজালেম দর্শন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা পালেষ্টাইনে উপনীত হইয়া প্রথম রাত্রি লিড্ডা নগরে অতিবাহিত করেন; এখান হইতে প্রিন্স জর্জ্জ ইংলণ্ডের পেটরণ সেণ্টের কবর দেখিয়া আসিয়াছিলেন। পুরাতন টেষ্টামেণ্টে উল্লিখিত পুণ্যক্ষেত্রসমূহ চক্ষে দেখিয়া কুমারদ্বয়ের মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল; প্রবল ধর্ম্মভাব তাঁহাদের প্রাণে জাগিয়া উঠিল। অতিশয় আগ্রহের সহিত এই সকল তীর্থস্থান তাঁহারা দেখিলেন এবং বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া ডায়রিতে লিখিলেন। জেরুজালেম, নাজারেথ এবং জেনেসেরেৎ হ্রদ পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা দামাস্কাস্ নগরে গমন করিলেন। তথায় আলজিরিয়ার শেষ সুলতান আবদেল কাদেরের সহিত কুমারদ্বয়ের সাক্ষাৎ এবং পরিচয় হইল।

দামাস্কাস্ ত্যাগ করিয়া ৬ই মার্চ্চ তারিখ তাঁহারা গ্রীস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গ্রীসের নরপতির সহিত পরিচিত হইবার পর, তাঁহারা রাজধানী এথেন্স নগরে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য জিনিষ আছে, তাহা সন্দর্শন করিলেন। পরে পুনরায় বেকান্টি ভূমধ্য-সাগরের বক্ষে ভাসিতে লাগিল। তিন বৎসরের পর কুমারদ্বয় এইবার মাতৃভূমির ক্রোড়ে ফিরিয়া যাইতেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে বিবিধ জ্ঞান ও অশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। বালক আলবার্ট, বালক জর্জ্জ তিন বৎসর পরে আজি সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমির চরণে উপহার দিতে পারিবেন, দূরদর্শী এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ জনকের করে তাঁহাদের অর্জ্জিত বিদ্যার প্রশংসাপত্র-গুলি অর্পণ করিয়া তাঁহার মনে সন্তোষ বিধান করিতে পারিবেন, স্নেহময়ী জননীর মুখেরদিকে চাহিয়া, ধমনীর প্রতি স্পন্দনে তাঁহার অগাধ ভালবাসা অনুভব করিতে পাইবেন, এই সব ভাবিয়া কুমারদ্বয়ের মন উৎসাহে নাচিয়া উঠিল। দক্ষিণ ইউরোপের সুনির্ম্মল নীল আকাশে অসংখ্য তারকারাজি এবং নিশানাথের শুভ্রকিরণের খেলা, জ্যোৎস্না-স্নাত দূরে শুভ্র-শতদলবৎ সাগরবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ, সাগর-তরঙ্গচুম্বিত সরস বায়ুর প্রতিশ্বাসে অতীতের ইতিহাসের পবিত্রস্মৃতিনিচয়ের মধুর সৌরভ, প্রকৃতির মাধুর্য্যে সদা মুগ্ধ বিবিধ বিহঙ্গম কুলের মধুর কূজন—কুমারদ্বয়ের মনকে আরও পুলকিত করিয়া তুলিল। ঐ অদূরে জিব্রাল্টার, সেই চিরপরিচিত শৈল!

বেকান্টি আনন্দে মুখরিত হইয়া জিব্রাল্টার অতিক্রম করিল। মাতৃভূমি ইংলণ্ডে উপনীত হইতে আর বিলম্ব নাই। কুমারদ্বয়ের নয়নে ও প্রাণে আনন্দের বিজলী ছুটীতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ১৮৮২ খৃঃ ৫ই আগষ্ট তারিখ 'অসবর্ণ হাউসে' কুমারদ্বয় তিন বৎসর পৃথিবী পরিভ্রমণের পর আবার স্নেহময় জনক, জননী ও আত্মীয়স্বজনের মধুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন।

ইহার পর জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে রাজকার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য ইংলণ্ডেই থাকিতে হইল। প্রিন্স জর্জ্জ ছয় মাসের জন্য সুইজর্লণ্ডে এবং জর্ম্মনিতে থাকিয়া ফরাসী ও জর্ম্মান ভাষা শিক্ষা করিলেন। তিনি ফরাসী ভাষায় অনর্গল কথা বলিতে পরিতেন। ছয় মাস অতীত হইয়া গেলে, তিনি পুনরায় দেশে ফিরিয়া আসিয়া নৌবিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মে মাসে তিনি 'ক্যানাডা' নামক রণতরীতে নিযুক্ত হয়েন। এই সময়ে তিনি নৌবিদ্যায় পরীক্ষা দিয়া প্রথমশ্রেণীর প্রশংসা-পত্র লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি লেপ্টেনাণ্ট পদে উন্নীত হন। পরবর্ত্তী তিন বৎসরে তিনি যথাক্রমে 'থাণ্ডরর' 'ড্রেডনট' এবং 'আলেকজান্দ্রা' নামক রণতরীতে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে 'থ্রাশ' নামক তরীর পরি-চালনার ভার দেওয়া হয় এবং অবশেষে ১৮৯১ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে তাঁহাকে কমাণ্ডারের পদে নিযুক্ত করা হয়।

প্রিন্স জর্জ্জ বিশেষ আগ্রহের সহিত জাহাজের কার্য্য শিক্ষা করিতেন। তিনি রাজকুমার, ইচ্ছা করিলে অনেক ক্ষুদ্র কার্য্য

নিজে না করিলেও পারিতেন, কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তাঁহার মনে এতই প্রবল ছিল, যে নাবিকের কার্য্য শিক্ষা করিতে আসিয়া এ সকল কার্য্য না করা তিনি নিতান্ত নীতিবিরুদ্ধ মনে করিতেন। সাধারণ নাবিকের ন্যায় দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া তিনি নিজের কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিতেন। তিনি যখন মিড-শিপম্যান পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন নিজেই জাহাজের ডেক (পাটাতন) ও কেবিন (কক্ষ) মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিতেন। জাহাজে কয়লা বোঝাই করিবার সময় তাঁহার সর্ব্ব শরীর কয়লার গুঁড়াতে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইত। গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, সেলোনিক বন্দরে অবস্থানকালীন তুরস্কের একজন সম্ভ্রান্ত পাশা রাজকুমারকে দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হন। জাহাজে সেই সময় কয়লা বোঝাই হইতেছিল। কয়লার গুঁড়াতে কুমারের সর্ব্বশরীর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পাশা তাঁহাকে দেখিয়া ইংলণ্ডের রাজকুমার বলিয়া বিশ্বাসই করিতে পারেন নাই। পরে যখন কমাণ্ডার সাহেব তাঁহাকে রাজপুত্র বলিয়া পরিচিত করিয়া দিলেন, তখন তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ইংরাজ জাতির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক হইল। তাহাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার বিষয় স্মরণ করিয়া ইংরাজ জাতিকে তিনি মনে মনে পূজা করিলেন।

প্রিন্স জর্জ্জের মনে সামান্যও অহঙ্কার ছিল না। তিনি সাধারণ নাবিকদিগের সহিত ভ্রাতৃভাবে মিশিতেন এবং বাঁশি বাজাইয়া তাহাদের নৃত্য গীতাদিতে আনন্দের সহিত যোগ

দিতেন। তাঁহার সাহসিকতাও অসাধারণ ছিল। এক সময়ে তিনি প্যারিশের 'একেল টাওয়ারে'র উচ্চ চূড়াতে সংলগ্ন একটী সুদীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ডের উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন।

প্রিন্স জর্জ্জের মনে বড়ই সাধ হইয়াছিল তিনি প্রাণসম প্রিয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কার্য্যেই জীবন অতিবাহিত করিবেন। বড় আশা হইয়াছিল, তিনি সমগ্র জীবন সমুদ্রবক্ষে থাকিয়া পৃথিবী-ব্যাপী বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংরক্ষণ সাধন করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে তিনি সাম্রাজ্যের সংরক্ষণে নিযুক্ত আছেন সত্য, কিন্তু ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে তাঁহাকে তাঁহার সাধের নাবিক-জীবনটী ত্যাগ করিতে হইয়াছে। বাল্যে যিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অবস্থিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রজাবর্গকে সরল ভালবাসার ডোরে বাঁধিতে পারিয়াছিলেন, ষোড়শ বর্ষ বয়সে যিনি জাপানের ভাবী উন্নতির ছবি মানসচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন এবং জাপান ও ইংলণ্ডকে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যিনি জাপান সম্রাজ্ঞীকে কাঙ্গারু উপহার দিয়াছিলেন আবার মিডশিপম্যান পদে নিযুক্ত থাকিয়া যিনি বাল্যে ব্রিটানিয়া রণতরীর ডেক ও কেবিন পরিষ্কার করিতেন, আমাদের সেই চিরপরিচিত বিজলীর ন্যায় শুভ্র, নির্ম্মল ও তৎপর নাবিকটী নিয়তির শিবময় বিধানে আজি বৃটিশ সাম্রাজ্যের ও ভারত সাম্রাজ্যের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট! পরমেশ্বর তাঁহার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধন করুন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১৮৯১ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ডের রাজপরিবার সাণ্ড্রিংহাম প্রাসাদে অবস্থান করিতেছিলেন। উদ্বেগ ও আশঙ্কায় তাঁহাদের মন উদ্বেলিত হইতেছিল। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার ডিউক অব ক্লারেন্স (প্রিন্স এডি) ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। নিয়তির বিধান অলঙ্ঘনীয় ; এ বিধানের গূঢ় রহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিবার শক্তি মানবের নাই। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস শেষ না হইতেই, ১৪ই তারিখে বৃটিশ সাম্রাজ্যে একটী গভীর শোকের সংবাদ প্রচারিত হইল। প্রিন্স এডি, ডিউক অব ক্লারেন্স আর ইহ জগতে নাই। স্বর্গীয় সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ও রাণী আলেকজান্দ্রা পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হইলেন। ভ্রাতৃ-বিয়োগে প্রিন্স জর্জ্জ মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথা অনুভব করিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। অতি শৈশব হইতেই সহচররূপে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন ; কাজেই শৈশবের নিত্য-সহচর, কৈশোরের প্রিয়বন্ধু প্রিন্স এডির মৃত্যুতে তিনি অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি থাকার জন্য তিনি শীঘ্রই শোকবেগ সম্বরণ করিতে সমর্থ হইলেন। ডিউক অব ক্লারেন্সের মৃত্যুতে তিনিই এক্ষণে রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর। একদিন না একদিন সমগ্র সাম্রাজ্যের দায়িত্ব তাঁহারই স্কন্ধে ন্যস্ত হইবে। এজন্য কর্ত্তব্যের

অনুরোধে মনকে শান্ত করিয়া, তিনি রাজ-কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য মনোযোগ দিলেন। তিনি ডিউক অব্ ইয়র্ক উপাধি প্রাপ্ত হইলেন এবং ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে লর্ড সভায় সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইলেন।

এখন হইতে যদিও তাঁহাকে রাজকার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য মনোনিবেশ করিতে হইল, তথাপি তিনি তাঁহার সাধের নাবিক জীবন একবারে পরিত্যাগ করেন নাই। ১৮৯৩ সালেই তিনি 'মেলাম্পস' নামক রণতরীর কমাণ্ডার নিযুক্ত হয়েন। পরে ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে 'ক্রেসেণ্ট' তরীতে কার্য্য করেন। ১৯০১ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি 'রিয়ার এডমিরাল' পদে উন্নীত হন এবং রয়াল ম্যারিন ফোর্সের কর্ণেল-ইন-চিফের কার্য্য প্রাপ্ত হন।

১৮৯৩ খৃঃ অব্দে প্রিন্স জর্জ্জের বিবাহের প্রস্তাব চলিতে লাগিল। যাহাতে ইংলণ্ডের রাজবংশ-সম্ভূতা কোনও কুমারীর সহিত বিবাহ হয়, প্রজাবর্গ এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই সময় ডচেস্ অব টেক্ তাঁহার অসীম দয়া ও পরপোকারিতা গুণে সমগ্র বৃটিশ প্রজার হৃদয়ের ভক্তি অর্জ্জন করিতেছিলেন। ডচেস্ অব টেক্ কারুণ্য-রূপিণী ছিলেন; পীড়িত ও দুস্থ ব্যক্তিদিগের মঙ্গলময়ী জননী বলিয়া সকলে তাঁহার সমাদর করিত। ইহাঁর একটী কুমারী কন্যা ছিল; তাঁহার নাম ছিল প্রিন্সেস্ মেরি। প্রিন্সেস্ মেরিও শৈশব হইতেই মাতার নিকট সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অশেষ-গুণ-সম্পন্না

হইয়াছিলেন। রূপে ও গুণে প্রিন্সেস্ মেরি অতুলনীয়া ছিলেন; সাম্রাজ্যের সকল কুমারীর তিনি শীর্ষস্থানীয়া হইয়াছিলেন। সুতরাং সহজেই ডিউক অব ইয়র্কের মন প্রিন্সেস্ মেরির প্রতি আকৃষ্ট হইল। বিবাহ স্থির হইয়া গেল। ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের ৬ই জুলাই তারিখ সেণ্ট জেম্সের চ্যাপেল রয়ালে উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল বিবাহস্থলে স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া উপস্থিত থাকিয়া নবদম্পতির মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন।

ডিউক অব ইয়র্ক এবং তাঁহার পত্নী মেরিকে এখন হইতে নানাপ্রকার রাজ-কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইত। রাজ-কার্য্যোপলক্ষেই তাঁহারা উভয়ে ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে এডিনবরা গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সরল ও উদার স্বভাবের গুণে তথায় সকলেরই প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। ঐ বৎসরেই পপলারে তাঁহারা 'সীম্যানস্ হোম' নামক নাবিকদিগের বাসোপযোগী একটী অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দের ২৩শে জুন তারিখ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্ম হয়। ইঁহার নাম রাখা হইয়াছিল এডওয়ার্ড আলবর্ট ক্রীষ্টিয়ান জর্জ্জ আণ্ড্রু প্যাটরিক ডেভিড। ইনিই আমাদের বর্ত্তমান যুবরাজ। ইহার পর তাঁহাদের আরও কয়েকটী সন্তান-সন্ততি হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের প্রিয় সম্রাট পাঁচপুত্র ও এক কন্যার পিতা হইয়াছেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া জীবিত থাকিতেই স্থির হইয়াছিল যে ডিউক অব ইয়র্ক ও তাঁহার পত্নী মেরি অষ্ট্রেলিয়া গমন করিয়া

তথায় মহারাণীর প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া প্রথম পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা আহ্বান করিবেন। অষ্ট্রেলিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-ভুক্ত একটী উপনিবেশ। এই ঔপনিবেশিকগণ বিশেষ যোগ্যতা ও রাজভক্তির পরিচয় দেওয়ায়, তাঁহারা স্বায়ত্ত-শাসন পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে গত বুয়র যুদ্ধে ইহাঁরা অনেক সৈন্য সামন্ত প্রেরণ করিয়া ইংলণ্ডের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন; তাহারই পুরস্কার স্বরূপ মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা আহ্বান করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। অষ্ট্রেলিয়াবাসিগণ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ইংলণ্ডের রাজবংশের কেহ তথায় উপস্থিত থাকিয়া প্রথম সভা আহ্বান করেন। তাঁহাদের এ প্রস্তাব সমীচীন বিবেচিত হওয়ায় ডিউক অব ইয়র্ক ও তাঁহার পত্নী মেরি অষ্ট্রেলিয়া গমন করিয়া এই প্রয়োজনীয় রাজ-কার্য্য সম্পাদন করিবেন, ইহাই স্থির হইল।

১৯০১ সালের জানুয়ারি মাসের ২২শে তারিখে ইংলণ্ডের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একটী গভীর শোকের চিহ্ন অঙ্কিত হইল। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী রাজত্বের পর সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে উন্নতির উচ্চতম স্তরে সংরক্ষিত করিয়া ইহলোক হইতে অন্তর্হিতা হইলেন। সমগ্র সাম্রাজ্য শোক-সাগরে নিমগ্ন হইল। কিন্তু রাজসিংহাসন শূন্য থাকিতে পারে না। প্রজাবর্গের ইচ্ছানুসারে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ হইলেন। এবং ডিউক অব ইয়র্ক

প্রিয় জনকের কার্য্যে যথাসম্ভব সহায়তা করিতে লাগিলেন। অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, হয় ত, প্রিন্স জর্জ্জের অষ্ট্রেলিয়া পরিদর্শনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইবে। কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সম্রাট ঘোষণা করিলেন ঃ—"যদিও ঠিক এই মুহূর্ত্তে আমার প্রিয় পুত্রকে বিদায় দিতে আমার প্রাণে বড়ই কষ্ট হইবে, তথাপি আমার ইচ্ছা যে আমার স্বর্গীয়া জননীর ইচ্ছা অনুসারেই কার্য্য হউক। সমুদ্র-পারস্থিত প্রজাবর্গের সহিত আমার স্বর্গীয়া জননীর এবং আমার নিজের পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিবার জন্য, আমি স্থির করিতেছি যে আমার প্রিয় পুত্রের অষ্ট্রেলিয়া যাত্রার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইবে না; বরঞ্চ এই উপলক্ষে আমার প্রিয় পুত্র নিউজিল্যাণ্ড ও কানাডা রাজত্বও পরিদর্শন করিয়া আসিবেন।"

অষ্ট্রেলিয়া যাত্রার সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়া গেল। ১৯০১ সালের ১৬ই মার্চ্চ তারিখ শনিবার দিবস ডিউক অব ইয়র্ক ও তাঁহার পত্নী মেরি 'অফির' নামক জাহাজে চড়িয়া অষ্ট্রেলিয়া যাত্রা করিলেন। এই বৎসরেই ৯ই নভেম্বর তারিখ ডিউক অব ইয়র্ক 'প্রিন্স অব ওয়েলস্' ও 'আর্ল অব চেষ্টর' উপাধিতে বিভূষিত হন।

জিব্রাণ্টার ও মাণ্টা হইয়া সম্রাট দম্পতি আরব দেশের দক্ষিণে অবস্থিত এডেন বন্দরে উপনীত হইলেন। এডেন বন্দর ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এখানে মিষ্টার এইচ, সি, দিনশা নামক একজন পারশি ভদ্রলোক তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন।


WRITERS' BUILDINGS.



H. E. LADY HARDINGE.

১৮৭৫ খৃঃ অব্দে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েলস্ রূপে যখন ভারত পরিভ্রমণ করিতে আসেন, তখন এই দিনশা'রই পিতা এডেন বন্দরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

ছয় দিনের মধ্যেই 'অফির' এডেন হইতে রমণীয় লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হইল। এখানে ডিউক ও তাঁহার পত্নীর জন্য বিরাট অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছিল। যে অভিভাষণ পাঠ করা হইয়াছিল, তাহার উত্তরে উনিশ বৎসর পূর্ব্বে 'বেকান্টি' নামক জাহাজে চড়িয়া বাল্যকালে তিনি আর একবার লঙ্কা দ্বীপে আসিয়াছিলেন, ডিউক সে কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, প্রজাবর্গের পূর্ব্বের সেই রাজভক্তি এখনও সম্পূর্ণরূপ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে দেখিয়া, তিনি অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়াছেন। লঙ্কাদ্বীপের চেম্বর অব্ কমার্সের বিষয় উত্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহারাই ইংলণ্ডের বিপুল বাণিজ্যের চক্ষু ও কর্ণ স্বরূপ; তাঁহাদেরই সদুপদেশ ও অভিজ্ঞতার উপর ইংলণ্ডের বিপুল বাণিজ্যের উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

রাজদম্পতি কলম্বো হইতে কাণ্ডিয়ান প্রদেশে গমন করিলেন এবং তথায় পেরাহারা নামক শোভাযাত্রা সন্দর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। এই শোভাযাত্রায় হস্তীদিগের ক্রীড়াই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য; প্রত্যেক হস্তী শুণ্ডটী কপালে স্পর্শ করাইয়া ডিউক ও তাঁহার পত্নীকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল এবং ভূমিতে জানু পাতিয়া রাজভক্তি জ্ঞাপন করিল। লঙ্কাদ্বীপে

অবস্থান কালে একটী দরবারও আহূত হইয়াছিল এবং স্থানীয় রাজন্যবর্গ ও সর্দ্দারগণ দরবারে উপস্থিত হইয়া, ব্রিটিশ-রাজের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ডিউক লঙ্কা দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে, বিশেষ-ভাবে উল্লেখ-যোগ্য একটী দয়ার কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে কেইরোর বিদ্রোহে আরাবি পাশা নামক একব্যক্তি ধৃত হইয়া লঙ্কাদ্বীপে নির্ব্বাসিত হয়। আরাবি পাশা এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছিল; তাহার পরিবারবর্গের আর কেহই জীবিত ছিল না; তাহার সহচরবর্গও নির্ব্বাসিত অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞার যাহাতে কিছু লাঘব হয়, তদভিপ্রায়ে আরাবি ডিউকের নিকট আবেদন করিল। বৃদ্ধ ও রুগ্ন আরাবীকে দেখিয়া ডিউকের মনে করুণার সঞ্চার হইল; তাহার আবেদন সমর্থন করিবেন বলিয়া তিনি স্বীকার করিলেন। পরে যথা সময়ে আরাবি পাশাকে ক্ষমা করা হইয়াছিল; এবং মিশরের রাজা তাহাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

লঙ্কাদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া 'অফির' ১লা এপ্রেল তারিখ সিঙ্গাপুরে উপনীত হইল। ডিউক এখানে আসিয়া জোহোরের এবং মালয় উপদ্বীপের অপর আরও চারিজন সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিরূপে মালয় উপদ্বীপে ইংরেজ শাসন দৃঢ়-ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল, ডিউক তাহা বিশেষ আগ্রহের সহিত তখনকার রেসিডেণ্ট জেনারেল সার ফ্রাঙ্ক

সুয়েটেনহামের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই প্রদেশে অবস্থানকালীন ডিউক ও তাঁহার পত্নী এবং অফিরের সকল যাত্রীই সমুদ্র স্নান করিয়া, বিশেষ আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন।

৬ই মে তারিখে 'অফির' মেলবোর্ণ বন্দরে উপস্থিত হইল এবং ডিউক ও তাঁহার অনুচরবর্গ অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী ভিক্টোরিয়া নগরে জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন। অসংখ্য মানব ডিউক ও তাঁহার পত্নীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তথায় একত্রিত হইয়াছিল। ডিউকের পত্নীর দৈহিক ও মানসিক সৌন্দর্য্যের কথা পূর্ব্বেই অষ্ট্রেলিয়াবাসীর কর্ণগোচর হইয়াছিল; এক্ষণে তাঁহাকে চক্ষে দেখিবার জন্য জনসাধারণ বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিল। ডিউক অব ইয়র্কের হৃদয়ের মহত্ত্ব ও ভদ্র ব্যবহারের একটী কথা এস্থলে উল্লেখ-যোগ্য। ৭ই তারিখ যে 'লেভি' আহূত হয়, তাহাতে ডিউক স্বয়ং চারি সহস্র ভদ্র ব্যক্তির সহিত করমর্দ্দন করিয়াছিলেন।

৯ই মে তারিখ অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার উদ্বোধন হয়। ডিউক, ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া, এই মহাসভায় গভীর গবেষণা-পূর্ণ সারগর্ভ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার প্রত্যেক শব্দ ও প্রত্যেক পদ বিশেষ বিবেচনার সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল। ডিউক এই বক্তৃতায় দূরদর্শিতা ও বিচারক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। অষ্ট্রেলিয়া, বুয়র যুদ্ধে সাহায্য প্রদান করিয়াছিল এবং চীন উপকূলেও

কতকগুলি রণতরী প্রেরণ করিয়াছিল। এজন্য ডিউক অষ্ট্রেলিয়াবাসীগণকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন; এবং বলিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের আন্তরিক 'বাসনা এই যে অষ্ট্রেলিয়া পরমেশ্বরের অনুগ্রহে উত্তরোত্তর আরও শ্রীসম্পন্ন হয় এবং তৎপ্রদেশে ইংলণ্ডেশ্বরের প্রজাবর্গের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি বিধান করিয়া সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করে।

কয়েক দিন পরে আর একটী রাজকীয় উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। আমাদের বর্ত্তমান সম্রাজ্ঞীর ইঙ্গিত মাত্রেই অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রদেশ সমূহে, এমন কি সুদূর ফিজি দ্বীপেও, একই সময়ে বিজয়-নিশান উড্ডীন করা হইয়াছিল। এই উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে ডিউক অব ইয়র্ক স্কুলের ছাত্রগণকে পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে কয়েকটী সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। "জীবনে যে কার্য্য করিবার জন্য তোমরা আহূত হইবে, তাহা প্রাণপণ যত্ন করিয়া সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিও। মনে রাখিও, আমরা সকলেই ইংরাজ-রাজের প্রজা। তোমাদের জনক জননীর প্রতি, তোমাদের দেশের প্রতি, তোমাদের রাজার প্রতি, এবং পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিমান্ হইও।" বলা বাহুল্য, ডিউক অব ইয়র্ক বাল্যকাল হইতে এই সুনীতি অবলম্বনেই নিজের চরিত্র গঠন করিয়াছিলেন।

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান কার্য্য শেষ হইয়া গেলে ডিউক, পত্নী

সমভিব্যাহারে নিউ সাউথ ওয়েলস্ ও কুইন্স্ল্যাণ্ডের রাজধানীতে গমন করিলেন এবং কুইন্স্ল্যাণ্ডের সৈন্য-সমাবেশ পরিদর্শন করিয়া প্রীতি লাভ করিলেন। ডিউক অষ্ট্রেলিয়ার আদিমবাসীগণের বাসগৃহও পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

সিড্নে সহরে, ডিউক আলফ্রেড্ হাঁসপাতাল সংলগ্ন একটী নব-নির্ম্মিত অট্টালিকার গৃহ-প্রবেশ উৎসব সম্পন্ন করিলেন। এই উপলক্ষে একটী পুরাতন স্মৃতি তাঁহার প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছিল। প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন তাঁহার প্রিয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত এই সহরে আগমন করেন, তখন আলফ্রেড্ হাঁসপাতালের নির্ম্মাণ কার্য্য তাঁহারা আরম্ভ হইতে দেখিয়াছিলেন।

তৎপরে বালারাট সহর পরিদর্শনান্তর ডিউক নিউজিল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ৪ঠা জুন তারিখ 'অফির' অক্ল্যাণ্ড বন্দরে প্রবেশ করিল। নিউজিল্যাণ্ডের আদিম-জাতিগণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইউরোপীয়দিগের বেশভূষা, তাহাদের সভ্যতা ও আচার ব্যবহার অনুকরণ করিতে পারিয়াছে দেখিয়া, ডিউক বিস্মিত হইলেন। পূর্ব্বে এই আদিমজাতিগণ কিরূপ যুদ্ধ-সজ্জা করিত, একদিন তাহারা ডিউককে তাহা দেখাইয়াছিল। ডিউকের মাথার টুপিতে কয়েকটী পাখীর পালক পরাইয়া দিয়াছিল। আমাদের সম্রাজ্ঞী মেরির উজ্জ্বল কেশগুলিকেও বিবিধ বর্ণের পাখীর পালক দিয়া সাজাইয়া দিয়াছিল। নিউজিল্যাণ্ডে ইংরেজ শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার

পূর্ব্বে, এই আদিমজাতিগণ অত্যন্ত অসভ্য ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু সুশাসনের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, সভ্যতার আলোকে তাহাদের অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছিল। পৃথিবীর যে কোনও অংশেই ইংরেজ শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তথায় এই সুফল উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে।

রটোরা হইতে ডিউক ওয়েলিংটনে গমন করিয়াছিলেন। এই নগরটী দেখিতে বড়ই রমণীয়, গগনভেদী শৈলমালার পাদ-দেশেই অবস্থিত। যে সকল ইংরেজ বীরগণ প্রথমে নিউ-জিল্যাণ্ডে ইংরেজ-শাসন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ৮২ জনের সহিত এইখানে সাক্ষাৎকার লাভ হওয়ায়, ডিউক বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতা করিতে করিতে তিনি বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদেরই বুদ্ধিবলে ও অধ্যবসায়ে এই প্রদেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং তাঁহাদেরই নীতি-কুশলতায় ও সুশাসনে দুর্দ্দান্ত আদিমজাতিগণ ইংরাজরাজের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়াছে। ডিউক তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

ওয়েলিংটন হইতে ডিউক লিটল্টন হইয়া কানাডা অভি-মুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে টাস্মানিয়া, দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী, কুলগার্ডির স্বর্ণভূমি প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া অবশেষে ৪ঠা আগষ্ট তারিখ রবিবার দিবস মরিশাস্ দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। ভিন্ন জাতীয় বহু মানব—ইংরেজ,

ফরাশি. পর্টুগীজ, কাফ্রি, আরাব, ভারতীয় তামিল এবং চীন-বাসীগণ ডিউক ও তাঁহার পত্নীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই দ্বীপে ডিউক অনেকগুলি হরিণ শিকার করিয়াছিলেন।

মরিশস্ হইতে তাঁহারা নেটালে গমন করিলেন। লর্ড কিচনার তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রিটোরিয়া নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডিউক এখানে জনসাধারণের মিলন-মন্দির 'টাউন-হলে'র গৃহ-প্রবেশ উৎসব সমাধা করিলেন এবং যে সকল নেটালের 'ভলন্টিয়ার' সৈন্য বুয়র যুদ্ধে হত হইয়াছিল, তাহাদের স্মৃতি-স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিলেন। সমবেত জনগণ যখন 'ভগবান্ ইংলণ্ডেশ্বরকে রক্ষা করুন' বলিয়া উচ্চ নিনাদ করিল, তখন তাঁহার বক্ষঃস্থল উৎসাহে ও আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল। ডিউক তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে লেডি-স্মিথের যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং যে প্রকারে নির্ভীক ইংরেজ সৈন্যগণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত যুদ্ধ করিয়া, অবশেষে বিজয়-মাল্য গলায় পরিয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিয়া, সমবেত সকলকেই উৎসাহিত করিলেন। তিনি কতকগুলি 'ভিক্টোরিয়া ক্রুশ' ও সম্মানের অপরাপর নিদর্শন সৈন্যদিগকে বিতরণ করিলেন।

নেটাল হইতে কেপ টাউন হইয়া 'অফির' কানাডা রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী কুইবেক নগরে উপনীত হইল। ডিউক ও তাঁহার পত্নীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য, তথায় কয়েকখানি

ইংরাজ রণতরী প্রস্তুত ছিল। ফরাশি গবর্ণমেণ্টও ইংলণ্ডের রাজপ্রতিনিধিকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য একখানি রণ-পোত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ ও ফরাশি রণপোত সমূহে ঘন ঘন কামানের গভীর গর্জ্জন হইল। কুইবেকের 'মেয়র' মিঃ পেরেণ্ট একটী অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তদনন্তর হুরণ জাতির সর্দ্দার তাহাদের জাতীয় পরিচ্ছদ কম্বলে ও মক্কাসিনে আবৃত হইয়া ফরাশি ভাষায় ডিউক ও তাঁহার পত্নীকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিলেন। ডিউকের ফরাশি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি অনায়াসে ফরাশি ভাষায় বক্তৃতা করিয়া তাঁহাদের সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

তদনন্তর তাঁহারা কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিলেন। ম্যাকগিল-বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের বর্ত্তমান সম্রাজ্ঞীকে 'ডক্টার অব্ ল' উপাধি প্রদান করিয়াছিল। কানাডার বর্ত্তমান রাজধানী 'অটাওয়া'তে অবস্থানকালে, ট্রুপর মলয় নামক এক জন অন্ধ সৈনিক পুরুষ, ডিউকের নিকট একটী পদক পুরস্কার পাইয়াছিল। যুদ্ধের সময়, গুলির আঘাতে ট্রুপর মলয়ের চক্ষু দুইটী উড়িয়া গিয়াছিল। এই অন্ধ সৈনিক পুরুষ যখন ডিউকের নিকট আনীত হইতেছিল, তখন তাহাকে দেখিয়া রাণী মেরির প্রাণে এতই দয়ার সঞ্চার হয়, যে তিনি নিজের আসন হইতে উঠিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া, ঐ অন্ধ বীর-পুরুষের সম্মান করেন এবং তাহার হস্ত নিজের হস্তে গ্রহণ

করিয়া সহানুভূতি ও উৎসাহপূর্ণ বাক্য দ্বারা তাহাকে পরিতুষ্ট করেন।

তদনন্তর তাঁহারা কানাডার অপরাপর কতিপয় স্থানে পরিভ্রমণ করিলেন; এবং অবশেষে কানেডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়েতে আরোহণ করিয়া, বিরাট 'রকি' পর্ব্বত-শ্রেণী পার হইলেন এবং ভানকুভার ও ভিক্টোরিয়াতে উপনীত হইয়া কয়েকটী আদীম জাতীয় সর্দ্দারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সিমসিয়ান জাতির সর্দ্দার তাহাদের জাতীয় রাজমুকুটটী আমাদের রাণী মেরিকে উপহার দিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিল। এই মুকুটের গঠনটী কিছু আশ্চর্য্য ধরণের! এক প্রকার বৃহদাকার জলজন্তুর গুম্ফের লোমে মুকুটটী আবৃত এবং ইহার সম্মুখ দিকে কিম্ভূতকিমাকার একটি 'মুখোস' আছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া সযত্নে রক্ষিত এই রাজ-মুকুটটী হস্তান্তরিত করিয়া সিমসিয়ান জাতি যে কতদূর স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছিল, রাণী মেরি তাহা বেশ অনুভব করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য মধুর হাস্যের সহিত ঐ অপূর্ব্ব উপঢৌকনটী গ্রহণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

এই স্থান হইতে তাঁহারা টরণ্টো নগরে গমন করিয়া তথায় কয়েক দিবস অবস্থান করেন এবং তথা হইতে নায়াগ্রা প্রপাত পরিদর্শন করিয়া আসেন। তদনন্তর নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড হইয়া তাঁহারা ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তনের পর, ডিউক ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী মেরির অভ্যর্থনার জন্য, ১৯০১ সালের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে গিল্ডহল প্রাসাদে একটী বিরাট সভার আয়োজন হইয়াছিল। লর্ড মেয়র তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিবার পর, ডিউক যখন বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ওজস্বিতাপূর্ণ ভাষা, গভীর গবেষণাপূর্ণ উক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ চমৎকৃত হইলেন। ডিউক বাল্যকাল হইতেই পৃথিবীর বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়া অনেক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অবস্থিত ইংরেজ উপনিবেশ সমূহের অবস্থা স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন; মহাসাগরের পরপারস্থিত বৃটিশ প্রজাসমূহের রাজভক্তি অনুভব করিয়া আসিয়াছেন। তিনি ষাটি সহস্র ইংরেজ সৈন্যের কৃত্রিম যুদ্ধে রণ-নিপুণতা দর্শন করিয়াছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তিনি ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার প্রত্যেক উক্তিই সারগর্ভ হইয়াছিল। ইংলণ্ডের বিপুল বাণিজ্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তিনি বলিলেন যে তাঁহাদের ব্যবসায়-প্রণালীতে এখনও অনেক ত্রুটি আছে; এবং সেই জন্যই ইংরেজবণিক পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে ইংলণ্ডজাত পণ্যের ভালরূপ কাটতি করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে গম্ভীর নির্ঘোষে তিনি যখন বলিয়া উঠিলেন "ইংলণ্ড জাগ্রত হও, সম্মুখে মহান্ কর্ত্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে, কর্ত্তব্যসাধনে অগ্রসর হও", তখন সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া যুবরাজের মুখের দিকে নির্নিমেষ-

নেত্রে তাকাইয়া রহিল। বাস্তবিকই যুবরাজের অন্তঃকরণ দেশের চিন্তাতেই পরিপূর্ণ থাকিত। তিনি অহর্নিশি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কিরূপে উত্তরোত্তর আরও উন্নতি লাভ করিতে পারিবে, তাহাই চিন্তা করিতেন।

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ব্রিটিশ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার পর, আমাদের যুবরাজ জর্জ্জ পিতার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে যুবরাজের ভারত সাম্রাজ্য পরিদর্শনের কথা উত্থাপিত হইল; যুবরাজ এ প্রস্তাব বিশেষ আগ্রহের সহিত সমর্থন করিলেন।

সত্যই কথিত হইয়াছে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের রাজমুকুটের উজ্জ্বলতম রত্ন। ভারতবর্ষে প্রায় ৩১ কোটী নরনারীর বাস। ইহারা বিভিন্নজাতীয় এবং বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী, ইহারা আবার অসভ্য বর্ব্বর জাতি নহে। বহু প্রাচীনকালে ইহাদের সভ্যতা সমগ্র জগৎকে আলোকিত করিয়াছিল। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে ব্রহ্ম-মুখ-নিঃসৃত বিশুদ্ধ জ্ঞানময় বেদ আর্য্য-ঋষিগণ কর্ত্তৃক উদ্গীত হইয়াছিল; আত্মরতি, আত্মক্রীড় যোগীগণ প্রণব ঝঙ্কারে সমগ্র বিশ্বকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। এই ভারতবর্ষেই আবার মহামুনি কপিল সাংখ্যদর্শন প্রকাশ করিয়াছিলেন; জৈমিনী পূর্ব্ব-মীমাংসা ও ব্যাস উত্তর মীমাংসা রচনা করিয়াছিলেন; বিশুদ্ধসত্ত্ব গৌতম ন্যায়-শাস্ত্র ও তীক্ষ্ণধী কণাদ বৈশেষিক দর্শন সৃষ্টি করিয়াছলেন। অধঃপতিত ভারতেও অনেক প্রকৃত বীর ও মহানুভব পুরুষ জন্মগ্রহণ

করিয়াছেন। মোগল শাসন-সময়ে রাণা প্রতাপসিংহের অভ্যুত্থান হয়। ইঁহার শৌর্য্যে ও বীর্য্যে সমগ্র রাজস্থান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয় হইয়াছে। মাতৃভূমি চিতোর উদ্ধারের সঙ্কল্প করিয়া, যিনি অশেষবিধ যন্ত্রণাকে হাসিতে হাসিতে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, অনাহারক্লিষ্ট শিশুসন্তানগুলিকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই; বনজাত তৃণ হইতে প্রস্তুত পিষ্টকমাত্র ভক্ষণ করিয়া, নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে নিশা যাপন করিয়া, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যিনি বীরদর্পে সমরক্ষেত্রে আগুয়ান হইয়াছিলেন এবং মুষ্টিমেয় অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত গিহ্লোট সেনা লইয়া প্রবল মোগল-সৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র-চালনা করিয়াছিলেন, সেই নরসিংহ রাণা জগতের যে কোনও জাতির গৌরব স্বরূপ। রাজা রায়মল্লও পুণ্যশ্লোক রাজা। তিনি ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পুত্রহন্তা রাওসুরতনকে বেদনোর রাজ্য পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন।

যে ভারতবর্ষ পুরাকালে সমগ্র জ্ঞান ও সভ্যতার মাতৃ-ভূমি ছিল, যে ভারতে রাণা প্রতাপ সিংহের ন্যায় বীরপুরুষ ও রাজা রায়মল্লের ন্যায় ন্যায়বান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে যে ভারত রাজা টোডরমল্ল ও মানসিংহের ন্যায় জ্ঞানী ও রাজনীতিজ্ঞ পূরুষ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত ছিল; যে ভারতে অগ্নির ন্যায় তেজস্বী শিখ গুরু নানক ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন, যে ভারতে গৌর ও নিতাই জন্মগ্রহণ

করিয়া ভক্তি শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে ভারতে মহাযোগী শঙ্করাচার্য্য শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সে ভারত যতই অধঃপতিত হউক না কেন, তাহা যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উজ্জ্বলতম রত্ন বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? এই ভারত সাম্রাজ্য শাসন করিতে হইলে ভারতে উপস্থিত থাকিয়া তথাকার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্তই যুক্তিসঙ্গত। এইজন্য তীক্ষ্ণদর্শী ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড স্থির করিলেন যে যুবরাজ জর্জ্জ পত্নীসমভিব্যাহারে ভারতে গমন করিয়া ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহিত পরিচিত হইবেন ও ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের অবস্থা ধীরতা ও সতর্কতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিবেন। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডও যুবরাজ অবস্থায় ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ভারতে আগমন করিয়া ভারতীয় প্রজার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

সহানুভূতি-পূর্ণ যুবরাজ জর্জ্জ ভারত পরিদর্শনের প্রস্তাবে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভারতযাত্রার আয়োজন যথারীতি চলিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

১৯০৫ খৃঃ অব্দে যুবরাজ পত্নী-সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। তাঁহাদের জাহাজ প্রথমে বোম্বাইয়ের নিকট নঙ্গর করিল। এই ক্ষুদ্র দ্বীপটী ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ পোর্টুগীজ রাজকুমারী ক্যাথেরাইনকে বিবাহ করিয়া উপঢৌকন-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে সময় এই স্থানের কোনও মূল্যই ছিল না। এখানে কতকগুলি দরিদ্র ধীবর বাস করিত এবং স্থানটি অতিশয় অস্বাস্থ্যকর ছিল। কিন্তু ব্যবসায়-নিপুণ ইংরাজ এই দ্বীপটীর ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র মানস-চক্ষে দেখিয়াছিলেন; তাঁহারা প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে বোম্বাই ভারতবর্ষের একটি দ্বার-স্বরূপ। এই হেতু ইংরাজ বণিক প্রাণপণ যত্ন করিয়া এই দ্বীপটী নিজেদের অধিকারে রাখিয়াছিলেন। এই দ্বীপ লইয়া তাঁহাদিগকে ওলন্দাজদিগের সহিত অনেক বিবাদ করিতে হইয়াছিল।

যুবরাজ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে দেখিবার জন্য বিভিন্ন-জাতীয় ও বিভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী অসংখ্য ভারতবাসী একত্রিত হইয়াছিল এবং তাহাদের 'জয় ইংলণ্ডেশ্বরের জয়', 'যুবরাজ ও তাঁহার পত্নী দীর্ঘজীবন লাভ করুন' ইত্যাদি মঙ্গলসূচক ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত প্রায় সাড়ে তিন শত দেশীয় রাজ্যের নরপতিবৃন্দ যুবরাজকে

অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। এইসকল নরপতি ভারত গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া নিজ নিজ রাজ্য স্বাধীনভাবে শাসন করিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজেদের পুলিশ ও বিচারালয় রাখিতে পারেন। তাঁহারা নিজের ব্যয়ে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যও রাখিতে পারেন। তবে এই সকল সৈন্যের শিক্ষা ও সাজ সজ্জা বিষয়ে ভারত গবর্ণ-মেণ্টের অনুমোদন লইতে হয়। এই দেশীয় রাজ্যগুলি কোনও বিদেশীয় শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে শত্রু-হস্ত হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব নিজেদের হস্তেই গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপকারের পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট কেবল এই আশা করেন যে দেশীয় নরপতিবৃন্দ রাজ্যমধ্যে কোনও প্রকার অশান্তি উৎপাদন করিবেন না এবং ইংরাজ শাসনের মূল-নীতি অবলম্বনে, নিজেদের প্রজাকুলের সংরক্ষণ সাধন করিবেন। কোনও দেশীয় নরপতি প্রজার উপর অযথা উৎপীড়ন ও অত্যাচার আরম্ভ করিলে, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন এবং সকল বিষয়ের সুমীমাংসা করিয়া দেন। সকল দেশীয় রাজ্যেই গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত এক জন করিয়া রেসিডেণ্ট থাকেন। এই রেসিডেণ্ট রাজ্যের কোনও কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করেন না। তবে যাহাতে শাসন-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে পরিচালিত হয় এবং প্রজাবৃন্দ সুখ ও শান্তিতে বাস করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সুপরামর্শ দিয়া, দেশীয় নরপতিবৃন্দের সহায়তা

করিয়া থাকেন। দেশীয় রাজ্যের সৈন্যসমূহ, প্রয়োজন হইলে, বৃটিশ ভারতের সংরক্ষণ-সাধনে নিয়োজিত হইতে পারে। দেশীয় নরপতিদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভারত গবর্ণমেণ্টকে বাৎসরিক কিছু কিছু কর দিয়া থাকেন।

এই নরপতিবৃন্দ, যুবরাজ, বোম্বাই পঁহুছিবার পূর্ব্ব হইতেই এস্থানে আসিয়া, মালাবার পর্ব্বতের উপরিস্থিত সমস্ত বাংলা গুলি অধিকার করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের লাট-ভবনে যুবরাজকে যখন অভিনন্দন করা হয়, তখন ইঁহারা সকলেই মণি-মাণিক্য-খচিত বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। দেশীয় রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিবার জন্য যুবরাজের বিশেষ আগ্রহ ছিল। গোয়ালিয়রের মহারাজা প্রভৃতি অনেকেই তাঁহাদের রাজ্যের অবস্থার বিষয় যুবরাজকে কিছু কিছু পরিচয়ও দিয়াছিলেন।

যুবরাজের সহিত কয়েকটি প্রধান প্রধান পারসি বণিকেরও পরিচয় হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের পারসি সম্প্রদায় ব্যবসায়-বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত। ইহাঁরা ইংরাজদিগেরই অনুকরণে বাণিজ্য করিয়া বিপুল ধনরত্নের অধিকারী হইয়াছেন। বোম্বাই ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যুবরাজ স্থানীয় কাপড়ের কলগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। কি উপায়ে প্লেগের বিস্তার নিবারণ করা যাইতে পারে, খাল কাটিয়া জল আনিয়া কিরূপে কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধান করা যাইতে পারে, এ সব বিষয়ও তিনি হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন।



H. R. H. THE PRINCE OF WALES.

বোম্বাই হইতে যুবরাজ ইন্দোর রাজ্যে গমন করেন। এখানে মহারাজা হোলকার তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ভোপালের বেগম সাহেবা, রেওয়া, অর্চ্চা, দাতিয়া, ও চারখারির মহারাজগণ এবং ভারতের ঐ অংশের অপরাপর রাজা মহারাজাগণ ইন্দোরে উপস্থিত থাকিয়া যুবরাজ ও তাঁহার পত্নীর প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইন্দোরে ভারতের ভাবী সম্রাট জর্জ্জ প্রথম দরবার আহ্বান করেন। এই দরবারে তিনি বড়ই সৌজন্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যে সকল নরপতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে তাঁহাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে তাঁহার যাওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু সময়ের অল্পতা হেতু এবার আর সেরূপ করিতে পারিবেন না বলিয়া, তিনি মনে মনে বড় দুঃখিত। ইহার পর সমবেত মহোদয়গণকে ভারতীয় রীতি-অনুসারে 'আতর ও পান' বিতরণ করা হইয়াছিল। দাতিয়ার রাজার প্রদত্ত কয়েকটি হস্তীর খেলা দেখিয়া আমাদের সম্রাজ্ঞী মেরি বড়ই আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

ভোপালের বেগম সাহেবার সহিত সম্রাজ্ঞী অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। বেগম সাহেবা বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র মুসলমান শাসন-কর্ত্রী; এই হেতু তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে তাঁহাকে জি, সি, আই, ই, উপাধি প্রদান করা হয়।

যুবরাজ ইন্দোরে অবস্থানকালীন মহারাজ হোলকারের রণ-

নিপুণ অশ্বারোহী সৈন্যসমূহ পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং সম্রাট এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকের স্মৃতি-রক্ষার্থ যে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন।

ইন্দোর হইতে উদয়পুর গিয়া যুবরাজ মহারাণার আতিথ্য স্বীকার করেন। উদয়পুরের মহারাণা বীরপুরুষ। তিনি বীর রাজপুত জাতির যোগ্য শাসনকর্ত্তা। প্রজাবর্গের মঙ্গল সাধনই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তিনি পরিমিতাচারী এবং একটিমাত্র রাণী গ্রহণ করিয়াছেন।

উদয়পুরের পর যুবরাজ জয়পুর রাজ্য পরিদর্শন করেন। জয়পুরের মহারাজের সহিত পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল। মহারাজা, সম্রাট এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকের সময় বিলাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভারতবাসীর উপকারার্থে একটি দুর্ভিক্ষ-ফণ্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যুবরাজের জয়পুর গমনোপলক্ষে তিনি এই ফণ্ডে আরও তিন লক্ষ টাকা দান করেন।

জয়পুরে যুবরাজ ২টা ব্যাঘ্র ও ১টা শূকর শিকার করেন। এখানে তাঁহার লক্ষ্যবেধে নিপুণতা দেখিয়া অনেক অভিজ্ঞ ও নিপুণ শিকারিও বিস্মিত হইয়াছিলেন। যুবরাজ বাল্যকাল হইতেই পৃথিবীর বহুস্থানে শিকার খেলিয়া মৃগয়ায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি গোয়ালিয়রে ৬টা ব্যাঘ্র, ৩টা চিতা বাঘ ও ২টা শূকর এবং উদয়পুরে ৩টা হায়েনা ও ৪টা শূকরী অবলীলাক্রমে বন্দুকের গুলিতে নিহত করিয়াছিলেন।

সম্রাট এডওয়ার্ডও জয়পুর রাজ্যে আসিয়া ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে কয়েকটি বড় বড় ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছিলেন।

জয়পুরের পর, যুবরাজ বিকানির রাজ্য পরিদর্শন করেন। বিকানিরের মহারাজা ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে সৈন্যসামন্ত লইয়া চীনদেশে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। ইঁহার সৈন্যের মধ্যে অনেকেই সম্মানসূচক পদক পুরস্কার পাইয়াছিল।

রাজস্থান পরিদর্শনান্তর যুবরাজ পঞ্জাব প্রদেশে গমন করিয়া তত্রত্য রাজন্যবর্গের সেনাসমূহ পরিদর্শন করেন। পঞ্জাব প্রদেশে কোনও অশান্তি উপস্থিত হইলে, এই সকল রাজন্যগণের নিকট কতক সাহায্য পাইবার আশা করা যাইতে পারে। যুবরাজ ও তাঁহার পত্নীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পাতিয়ালার যুবা রাজা হইতে নাভার বৃদ্ধ মহারাজা পর্য্যন্ত সকলেই উপস্থিত ছিলেন। লাহোর নগরে যখন যুবরাজকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হয়, তখন পার্ব্বত্য প্রদেশীয় কয়েকজন সর্দ্দারও তথায় উপস্থিত ছিলেন।

১৮৭৫ খৃঃ অব্দে সম্রাট এডওয়ার্ড যখন এই প্রদেশে আগমন করেন, তখন পেশোয়ার পর্য্যন্ত রেল লাইন খোলা হয় নাই; কাজেই সে সময় তিনি সীমান্ত-প্রদেশ পরিভ্রমণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এক্ষণে এ সকল স্থানে রেল লাইন খোলা হইয়াছে। এই হেতু যুবরাজ জর্জ্জের সীমান্ত-ভ্রমণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। যুবরাজ অনায়াসে বিখ্যাত 'খাইবার'

পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের সীমান্ত-বিদ্রোহে নওয়াগাই ও দিরের খানেরা গবর্ণমেণ্টের যথাসাধ্য সহায়তা করিয়াছিলেন। যুবরাজ সীমান্তপ্রদেশে অবস্থানকালীন এই রাজভক্ত খানদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ইতিহাস-প্রথিত 'খাইবার'—যে 'খাইবারে'র মধ্য দিয়া শত শত শতাব্দীর উন্নতি ও অবনতির তরঙ্গ বহিয়া গিয়াছে, যে 'খাইবারে'র পথ দিয়া অসংখ্য বিদেশী শত্রু পার হইয়া আসিয়া ভারতের শস্য-শ্যামল ক্ষেত্র সমূহকে বিধ্বস্ত করিয়াছে এবং ভারতের অমূল্য রত্ন-রাজি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, যে 'খাইবার'কে আজিও বিশেষ সতর্কতার সহিত সংরক্ষণ করিতে হইতেছে, সেই পুরাকালের ও বর্ত্তমানের 'খাইবার'কে দর্শন করিয়া যুবরাজের ও তাঁহার পত্নীর হৃদয়ে একটা অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল। এই 'খাইবারে'র প্রবেশদ্বারের নিকট অবস্থিত জামরুদ দুর্গ পরিদর্শনান্তর যুবরাজ যখন 'আলিমস্‌জিদে উপস্থিত হইলেন, তখন আফ্রিদিদিগের সর্দ্দারগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া রাজ-ভক্তি জ্ঞাপন করিল এবং রাজ-ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ মেষ ও মধু উপহার দিল। তাহারা বলিল :— "আমরা নিতান্ত গরীব ; আমরা গরীব দেশেই বাস করি। কিন্তু যখন রাজার পদ-চিহ্ন আমাদের দেশের ভূমিতে অঙ্কিত হইল, তখন আর আমাদের দেশ গরীব থাকিবে না। আমাদের দেশ, গোলাপ ফুলের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়া, চারিদিকে সৌরভ বিতরণ করিবে।" এই আফ্রিদিদিগের মধ্যে একজন বৃদ্ধ অন্ধ

সর্দ্দারের সহিত যুবরাজ কর-মর্দ্দন করায়, সে বলিয়াছিল :— "সত্যই আজ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে; কারণ আমি এক্ষণে বেশ দেখিতেছি, আমি আমার রাজার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছি।"

৮ই ডিসেম্বর তারিখ যুবরাজ রাওলপিণ্ডিতে উপনীত হইলেন এবং তথায় প্রায় ৫৫০০০ সৈন্য পরিদর্শন করিলেন। এস্থলে যুবরাজ ও তাঁহার পত্নীকে একটি কৃত্রিম যুদ্ধ প্রদর্শন করা হইয়াছিল। লর্ড কিচনার স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। কতকগুলি সৈন্য রাওলপিণ্ডি আক্রমণ করিল এবং অবশিষ্টগুলি ইহা রক্ষা করিতে আদিষ্ট হইল। এই সকল সৈন্যের ক্ষিপ্রতা ও রণচাতুর্য্য দেখিয়া যুবরাজ প্রীত হইলেন এবং বুঝিলেন যে শিখ, পাঞ্জাবি, পাঠান ও গুর্খা সৈন্য পৃথিবীর যাবতীয় উৎকৃষ্ট সেনাদলের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে।

যুবরাজ রাওলপিণ্ডি হইতে কাশ্মীর রাজ্যে গমন করিলেন। কাশ্মীর রাজ্যের প্রতি শিলাখণ্ড মহারাজ রণজিৎ সিংহের অপূর্ব্ব বীরত্বের কথা জগতের নিকট জ্ঞাপন করিতেছে। এই দেশ শৌর্য্য ও বীর্য্যের লীলাভূমি। যুবরাজ এস্থানে আসিয়া মনে অশেষ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে কাশ্মীর-রাজের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সৈন্য আছে। প্রয়োজন হইলে, ইনি ভারত গবর্ণমেণ্টকে চারি সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য সাহায্য করিতে পারেন।

কাশ্মীর হইতে যুবরাজ শিখদিগের পুণ্য-নিকেতন অমৃত-

সহরে গমন করিলেন এবং তথায় শিখদিগের উন্নত ও পবিত্র স্বভাবের পরিচয় পাইয়া প্রীতিলাভ করিলেন। শিখজাতি কৃতজ্ঞ। যাহার 'নিমক্' খাইবে, তাহার জন্য প্রাণ দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। এই উন্নত স্বভাবের গুণেই শিখ সৈন্য ভারত সাম্রাজ্যের গৌরব-স্বরূপ হইতে পারিয়াছে।

'খালসা' কলেজ পরিদর্শনান্তর, যুবরাজ অমৃতসহরের স্বর্ণ-মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন। তৎপরে এখান হইতে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দিল্লী একটি মহানগরী। ইহার প্রাচীন নাম হস্তিনাপুর। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহাভারত-প্রথিত রাজা দুর্য্যোধন এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আবার হিন্দুদিগের শেষ নরপতি পৃথ্বিরাজ দিল্লীর সিংহাসনেই অধিরূঢ় ছিলেন। পাঠান ও মোগল সম্রাটগণের রাজধানী ছিল দিল্লী। দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াই "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" মহান্ আকবর জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চির-স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। এই দিল্লীতেই দয়ার্দ্র-হৃদয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ভারত সাম্রাজ্যের শাসন-ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার প্রতিনিধি দ্বারা, স্বায়

ও ধর্ম্মের জীবন্ত ছবি স্বরূপ তাঁহার অতি পবিত্রতম ঘোষণা-বাণী ভারতের জনসাধারণের নিকট প্রচার করিয়াছিলেন। এই মহানগরীর প্রতি রেণু-কণা অতীতের ইতিহাসের স্মৃতি-বিজড়িত। সহস্র সহস্র শতাব্দীর উন্নতি ও অবনতির চিহ্ন সমূহ ইহার মৃত্তিকাতে অঙ্কিত রহিয়াছে। যুবরাজ ও তাঁহার পত্নী এই মহানগরীর শোভা সন্দর্শন করিয়া পরম পুলকিত হইলেন। দিল্লীর অবস্থা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার বাসনা তাঁহাদের উভয়েরই মনে বিশেষ বলবতী ছিল। তাঁহারা এজন্য প্রস্তুতও ছিলেন। ভারতে আগমন করিবার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা দিল্লীর ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়াছিলেন।

যুবরাজ প্রথমতঃ সিপাহী-বিদ্রোহের নিদর্শন সমূহ পরিদর্শন করিয়া, কাশ্মীর তোরণ হইয়া জন্ নিকল্সনের কবর দেখিলেন। যে সকল ইংরেজ বীরগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংরক্ষণার্থ অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, মনে মনে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, অবশেষে যুবরাজ ও তাঁহার পত্নী দিল্লী নগরীস্থ প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রথমে 'কুতব মিনার' দর্শন করেন। 'কুতব মিনারে'র নিকটেই একটি সুদীর্ঘ লৌহ-স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে। তাহাতে লেখা আছে "যতদিন আমি দাঁড়াইয়া থাকিব, ততদিন ভারতে হিন্দু-রাজত্ব বর্ত্তমান থাকিবে।" যদি এই লেখার কোনও অর্থ সম্ভবপর হয়, তবে সম্ভবতঃ ইহার অর্থ এই যে, যিনি ভারতের অধীশ্বর হইবেন, তিনিই ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন

করিয়া রাজ্য শাসন করিবেন। বাস্তবিকই ইংরেজ শাসনাধীনে থাকিয়া আমরা বিদেশী রাজার অধীনে আছি বলিয়া মনেই হয় না। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় সহানুভূতিপূর্ণ ও সদাশয় গবর্ণমেণ্ট পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। আমাদের বর্ত্তমান সম্রাটের ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি অত্যন্ত অধিক। ১৯০৬ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে গিল্ডহলের বক্তৃতা ইহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ।

'কুতব মিনারের' পর যুবরাজ 'জুম্মা মস্‌জিদ' ও সম্রাট আকবরের পিতা হুমায়ুনের কবর দর্শন করেন। 'সফ্‌দর জঙ্গের'ও কবর তিনি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। দিল্লীতে অবস্থানকালীন তিনি সিরমুরের রাজা ও অন্যান্য সর্দ্দারগণের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়াছিলেন। বাণিজ্যের নিদর্শন-স্বরূপ দিল্লীতে যে সকল বড় বড় কুঠী আছে, যুবরাজ সেগুলিও পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, দিল্লীর বাণিজ্য ও এই সকল বড় বড় কুঠী ইংরেজ শাসনেরই সুফল।

দিল্লী হইতে তাঁহারা আগ্রা নগরে গমন করিয়া বিখ্যাত 'তাজমহল' দর্শন করেন। এই 'তাজমহল' পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে অন্যতম বলিয়া খ্যাতি লাভ করিরাছে। ভারতের সম্রাট সাজাহান তাঁহার প্রিয়া সহধর্ম্মিণী মম্‌তাজ মহলের স্মৃতি-রক্ষার্থ এই ভুবনবিখ্যাত 'তাজ' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। 'তাজমহলের' মধ্যে সম্রাজ্ঞী মম্‌তাজের কবর আছে। কবরটী দেখিতে অত্যন্ত রমণীয়। সম্রাট সাজাহানের ইচ্ছানু-

সারে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকেও মম্‌তাজ মহলের কবরের পার্শ্বেই গোর দেওয়া হয়। "মম্‌তাজ যেমন রূপবতী, তেমনই গুণবতী ছিলেন। কেহ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে শুনিলে, তাঁহার কোমল হৃদয়ে যাতনা হইত এবং তিনি নিজেই অপরাধীর নিমিত্ত সম্রাটের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন। সাজাহান মম্‌তাজের রূপগুণের জন্য তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন।"

বহুমূল্যবান প্রস্তর-খণ্ড ও হীরক খচিত 'তাজমহল' মম্‌তাজেরই সমাধিমন্দির। ইহার নির্ম্মাণে সাজাহানকে প্রায় ছয় কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল। "বাহ্য-সৌন্দর্য্যে 'তাজমহল' অদ্বিতীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু পবিত্র দাম্পত্য-অনুরাগের নিদর্শন বলিয়া ইহার সৌন্দর্য্য যেন শতগুণে বৃদ্ধি হইয়াছে।"

মোগল-রাজত্বের সময়ে কলা-বিদ্যা সমূহের সবিশেষ চর্চ্চা হইত। "হর্ম্ম্য-নির্ম্মাণে"ও যে সে সময় "অসাধারণ উৎকর্ষ জন্মিয়াছিল, আগ্রার তাজমহল ও মতি মসজিদ, দিল্লীর জুমা মসজিদ ও দেওয়ানী খাস্‌ প্রভৃতি দেখিলেই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দেওয়ানী খাসের প্রবেশ-দ্বারে লেখা ছিল 'যদি ভুলোকে কোথাও স্বর্গ থাকে, তবে তাহা এখানে, তাহা এখানে, তাহা এখানে'।" মোগলসম্রাটগণ কতদূর বিপুলবিভবশালী ছিলেন, এই সকল সুরম্য হর্ম্ম্য দর্শনে তাহারও কথঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়।

যুবরাজ জর্জ্জ ও তাঁহার পত্নী দিবালোকে তাজমহল দর্শন করিয়াছিলেন। আবার নিশাকালে চন্দ্রালোকেও ইহার বিচিত্র স্বপ্নময় সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছিলেন। তদনন্তর তাঁহারা মতি মসজিদ প্রভৃতি সাজাহানের অপরাপর কীর্ত্তি-সমূহ দর্শন করেন।

আগ্রা হইতে তাঁহারা ফতেপুর সিকরি হইয়া গোয়ালিয়র রাজ্যে গমন করেন। গোয়ালিয়রের মহারাজা সিন্ধিয়ার সহিত যুবরাজের পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। মহারাজা সিন্ধিয়া সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের একজন এ, ডি, সি, ছিলেন। তিনি জি, সি, এস, আই এবং জি, সি, ভি, ও, উপাধি প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধে তিনি অশ্বারোহী সৈন্য ও মহারাষ্ট্রদেশীয় অনেকগুলি সুশিক্ষিত অশ্ব গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

গোয়ালিয়রের ষ্টেশনের নিকট হইতেই, যুবরাজের সম্মানের জন্য একটি বিরাট শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়াছিল। অনেকগুলি হস্তী যুদ্ধ-চিত্রে চিত্রিত হইয়া অতি ভদ্রভাবে যুবরাজ ও তাঁহার পত্নীকে 'সেলাম' করিয়াছিল।

তদনন্তর যুবরাজ লক্ষ্ণৌ সহরে গমন করিয়া বীর হড্‌সন ও হেনরি লরেন্সের স্মৃতির নিদর্শনগুলি পরিদর্শন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় হডসন তাঁহার শৌর্য্য ও বীর্য্যবলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ সহরে অবস্থান কালে অযোধ্যার তালুকদারগণ, যুবরাজ ও তাঁহার

পত্নীকে অভিনন্দন করিয়া ব্রিটিশরাজের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেন। এখান হইতে তাঁহারা ভারতের বর্ত্তমান রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে প্রস্থান করেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা মহানগরী ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। এই মহানগরীর ইতিহাস বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। অতি অস্বাস্থ্যকর নিবিড় অরণ্যানী-পূর্ণ একখণ্ড জলাভূমি, যেন ঐন্দ্রজালিক যষ্টি-স্পর্শে মনোজ্ঞ নবীন আকার ধারণ করিয়াছে। বৃটিশ শাসনের সুফলেই এই মহানগরীর অভ্যুত্থান। কলিকাতার শোভাবাজার রাজ-বংশোদ্ভব রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর কলিকাতা নগরীর ইতিবৃত্ত-সম্বলিত একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ ইংরাজী ভাষাতে প্রণয়ন করিয়াছেন। কলিকাতা সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কলিকাতার ইতিহাস সম্বন্ধে এরূপ মূল্যবান গ্রন্থ অদ্যাবধি আর এক খানিও প্রকাশিত হয় নাই। যুবরাজ জর্জ্জ ও তাঁহার পত্নী মেরী ইংলণ্ডে থাকিতেই কলিকাতার ইতিবৃত্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। এক্ষণে এই নগরী চক্ষে দেখিয়া তাঁহারা বড়ই প্রীতি অনুভব করিলেন। সহানুভূতি-পূর্ণ, স্থিরবুদ্ধি, সদাশয় বড়লাট মিণ্টো বাহাদুরের অভিভাষণের

উত্তরে, কলিকাতার বর্ত্তমান উন্নত অবস্থার উল্লেখ করিয়া, যুবরাজ বলিয়াছিলেন :—"ভারত সাম্রাজ্য পরিদর্শন করিয়া, কাশ্মীরের তুষার-শুভ্র পার্ব্বত্যপ্রদেশসমূহ হইতে দাক্ষিণাত্যের মার্ত্তণ্ড-তাপ-দগ্ধ ভূখণ্ড পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া, আমার বেশ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে ভারতবর্ষ দিন দিন ব্রিটিশ শাসনের সহিত আরও ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ হইবে; ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের স্বার্থগত পার্থক্য কিছুই থাকিবে না।"

কলিকাতায় অবস্থানকালে ভারতীয় রমণীগণ আমাদের সম্রাজ্ঞীকে একছড়া মুক্তার হার উপহার দিয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞী এতই সরলহৃদয়া, সকলের মনে সন্তোষ বিধান করিবার বাসনা তাঁহার এতই বলবতী যে, প্রথমে তিনি অতি সুললিত ভাষায় সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, সভাস্থলেই সেই হার-ছড়াটী কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় রমণীগণ তাঁহার এই মধুর ব্যবহারে বড়ই সম্মানিতা হইয়াছিলেন। বাস্তবিকই সম্রাজ্ঞীর হৃদয়ের মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়।

দিন কয়েকের জন্য যুবরাজ কুচবিহারের মহারাজার জঙ্গল-সমূহে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। এই সময় কলিকাতাস্থ ভদ্রমহিলাগণ সম্রাজ্ঞীকে পর্দ্দার অন্তরালে লইয়া গিয়া অভি-নন্দনপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞী তাঁহাদের সহিত স্ত্রী-শিক্ষা এবং অপরাপর নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞীর উদারতায় সকলেই পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৯১৬ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে যুবরাজ গড়ের মাঠে 'প্রোক্লামেশন প্যারেড' দর্শন করিয়াছিলেন। সিগাৎশির তাশি-লামা, ভোটানের টংসা পেনলপ এবং সিকিমের রাণী সাহেবা যুবরাজ ও তাঁহার পত্নীকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। তাশিলামা বলিয়াছিলেন:—"আমি অনেক দূর দেশ হইতে আসিয়াছি, বহু পর্ব্বত, বহু নদী পার হইয়া এবং তুষার রাশি ভেদ করিয়া, আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। রাজ-দর্শনের সম্মান লাভ করিবার জন্য, আমি ইহার দশগুণ দূরত্বও অতিক্রম করিয়া আসিতে কুণ্ঠিত হইতাম না।"

যুবরাজ কলিকাতায় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন:—"আমরা আজি একটি গভীর শোক ও একটী গভীর ভালবাসার স্মৃতি-রক্ষার্থ এ স্থলে সমবেত হইয়াছি। আমি ও আমার সহ-ধর্ম্মিণী এই বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি ভারতবাসীর আন্তরিক ভক্তি ও ভালবাসার সম্যক্ পরিচয় পাইয়াছি। ভারতবাসীর এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে স্বভাবতঃই আমরা অত্যন্ত উৎসাহিত ও আশান্বিত হইয়াছি। যে তাজমহলের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া এবং চিত্তাকর্ষক ইতিহাস শ্রবণ করিয়া আমরা পুলকিত ও বিমুগ্ধ হইয়াছি, সত্যই সে তাজমহল মাধুর্য্যে অতুলনীয়। পুরুষানুক্রমে

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এই স্মৃতিমন্দির, যে মহারাণী ভারতবর্ষ হইতে বহুদূরে থাকিয়াও ভারতবাসীর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহার এই স্মৃতি-মন্দির, তাজমহলের ন্যায়ই ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকের মনে অতি পবিত্র ভাবরাশি জাগাইয়া তুলিবে।”

যুবরাজ কলিকাতায় থাকিতেই দ্বারবঙ্গের মহারাজা তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা ‘নজর’ দিয়াছিলেন। মহামতি যুবরাজ ইহার মধ্যে নব্বই হাজার টাকা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের উন্নতি-কল্পে দান করেন এবং অবশিষ্ট দরিদ্রদিগের উপকারার্থে ব্যয় করেন। যুবরাজের ভারতবাসীর প্রতি দয়া ও সহানুভূতির কথা স্মরণ করিলে, হৃদয় উৎসাহে ও আশায় নাচিয়া উঠে।

ইহার পর যুবরাজ কয়েক দিন বারাকপুরে বিশ্রাম করিয়া পত্নী-সমভিব্যাহারে ব্রহ্মদেশে গমন করেন। ব্রহ্মদেশের মহিলাগণও আমাদের সম্রাজ্ঞীকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। এই মহিলাগণের বুদ্ধি ও চরিত্রবল দেখিয়া সম্রাজ্ঞী বিশেষ প্রীতা হয়েন। ব্রহ্মদেশে আসিয়া যুবরাজ ও তাঁহার পত্নী বিখ্যাত ‘শুয়ি ড্যাগন প্যাগোডা’ এবং মান্দালয়ের ‘এক হাজার এক’ প্যাগোডার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় ‘আরাকান প্যাগোডা’ দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করেন। ব্রহ্মদেশের বাণিজ্যের অবস্থাও যুবরাজ সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মদেশ হইতে তাঁহারা মান্দ্রাজে গমন করেন। এই

প্রদেশের শাসনকর্ত্তা লর্ড এ্যাম্পথিল তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। অভ্যর্থনার সময় কোচিন ও পুডুকট্টাই'র নরপতিদ্বয় যুবরাজ ও তাঁহার পত্নীকে দর্শন করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

যুবরাজ মহীশূর রাজ্যে গমন করিয়া তথাকার প্রজাপুঞ্জের উন্নত অবস্থা পরিদর্শনে আনন্দিত হয়েন এবং মহীশূর টেক্‌নিকাল কলেজ (শিল্পবিদ্যালয়) পরিদর্শন করেন। সেরিঙ্গাপটম যাইবার পথে তিনি হায়দার আলির কবর দর্শন করেন। তদনন্তর নিজাম বাহাদুর মির মহাবুব আলি খানের রাজধানী হায়দ্রাবাদে উপনীত হয়েন। নিজাম বাহাদুর হরিদ্রাভ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া যুবরাজ ও তাঁহার পত্নীর সহিত ষ্টেশনেই সাক্ষাৎ করেন। নিজাম বাহাদুরের একটি কন্যা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হওয়ায়, তাহার মনে শান্তি ছিল না। কিন্তু তাঁহার রাজভক্তি ও ধৈর্য্যগুণ এতই অধিক ছিল যে তিনি মনে এই অশান্তি লইয়াও, যুববাজের অভ্যর্থার জন্য বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন। প্রজাপুঞ্জের সুখ ও সমৃদ্ধি সাধনই তাঁহার শাসনের মূল মন্ত্র ছিল। চরিত্রবল ও ন্যায়পরতার জন্য ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

বড়ই দুঃখের বিষয়, ইঁহার রোগাক্রান্তা কন্যাটির মৃত্যু ঘটে। পাছে আতিথ্য-সৎকারে কোনও ত্রুটি হয়, এজন্য তিনি হৃদয়ের শোক দমন করিয়া, যুবরাজের জন্য যে সকল উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল, তাহাতে যোগদান করিবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সহৃদয় যুবরাজ নিজাম বাহাদুরের

হৃদয়ের গভীর বেদনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন; এজন্য তিনি তাঁহাকে কোনও উৎসবেই যোগদান করিতে দেন নাই। আমাদের দয়াময়ী রাণী মেরিও নিজাম বাহাদুরের এই শোকে ব্যথিতা হইয়াছিলেন।

হায়দ্রাবাদে অবস্থানকালে যুবরাজ দুইটী ব্যাঘ্র ও একটি ব্যাঘ্রী শিকার করেন। রাণী মেরি স্ত্রীলোকদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত "ভিক্টোরিয়া জেনানা হাঁসপাতাল" পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এখান হইতে তাঁহারা বেনারসে গমন করেন। বেনারসের মহারাজা মহানুভব পুরুষ। ইনি যুবরাজের জন্য বিরাট অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়া রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বেনারস হইতে রামনগর হইয়া যুবরাজের নেপাল রাজ্যে যাইবার কথা ছিল, কিন্তু নেপালে ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায়, নেপাল রাজ্য পরিদর্শন সম্ভবপর হয় নাই। কাজেই যুবরাজ দ্বিতীয়বার গোয়ালিয়ার রাজ্যে পদার্পণ করেন এবং মহারাজা সিন্ধিয়ার সহিত মৃগয়া কার্য্যে লিপ্ত হয়েন। রাণী মেরি এই সময় লক্ষ্ণৌ, আগ্রা প্রভৃতি নগর গুলি আর একবার পরিদর্শন করিয়া আসেন। সৈয়দ আহম্মদ প্রতিষ্ঠিত আলিগড় কলেজ পরিদর্শন করিয়া, যুবরাজ অবশেষে পত্নী সমভিব্যাহারে ১১ই মার্চ্চ তারিখে "কোয়েটাতে" উপনীত হন এবং তথা হইতে "করাচি" গমন করিয়া মার্ব্বেল প্রস্তর নির্ম্মিত মহারাণীর একটি মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন। এখান হইতে মহারাজা সার প্রতাবসিংহের

নিকট বিদায় লইয়া যুবরাজ ও তাঁহার পত্নী 'রিনাউন' নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। ইদাইয়ের মহারাজা সার প্রতাবসিংহ ভারত ভ্রমণকালে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যুবরাজের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যুবরাজ ভারত ভ্রমণ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। ভারতীয় রাজন্যবর্গের আন্তরিক অভ্যর্থনা এবং সাধারণ প্রজাপুঞ্জের সরলতা, রাজভক্তি ও ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়াছিলেন। ভারত ভ্রমণ করিয়া যুবরাজ বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, যে ইংরাজের ন্যায়পরতা ও সততার প্রতি ভারতবাসীর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। ভারত হইতে প্রত্যাগমনের পর, বিলাতে গিল্ডহল প্রাসাদের অভ্যর্থনা সভায় তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতবাসীর প্রতি তাঁহার অগাধ ভালবাসা ও সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিরূপে ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইবে, সেই চিন্তাতেই তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ। তিনি দৃঢ়ভাবে বলিয়াছিলেনঃ—"আমি ভবিষ্যৎবাণী স্বরূপ বলিতে পারি, যদি ভারত শাসনে আমরা আরও একটু অধিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি,

তবে ভারতবাসী যে তাহাদের হৃদয়ের ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা আমাদিগকে উপহার দিবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।”

যুবরাজ ১৯০৬ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই বৎসরে তাঁহার পিসতুত ভগ্নী ইউজিন ভিক্টোরিয়ার স্পেনের রাজার সহিত বিবাহ হয়। যুবরাজ বিবাহ-স্থলে উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে একটি লোমহর্ষণ ঘটনা সংঘটিত হয়। স্পেনরাজ যখন নবপরিণীতা ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন শত্রু-পক্ষ তাঁহার গাড়ীর মধ্যে একটি বোমা নিক্ষেপ করে। সৌভাগ্যক্রমে বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিল। স্পেনরাজের পরেই যুবরাজের গাড়ী যাইতেছিল; ঈশ্বরের অনুকম্পায় ইহাঁরও কোনও ক্ষতি হয় নাই।

এই বিবাহের কিছুকাল পরেই, যুবরাজের ভগ্নীপতি ডেনমার্ক রাজ্যের প্রিন্স চার্লস, নরওয়ে সাম্রাজ্যের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। যুবরাজ ও তাঁহার পত্নী তাঁহাদের একমাত্র কন্যা প্রিন্সেস মেরিকে সঙ্গে লইয়া অভিষেকের সময় উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর যুবরাজ আর একবার সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া, কোনও একটি উৎসবে যোগদান করিবার জন্য কানাডা রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। লর্ড গ্রে তখন কানাডার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন। যুবরাজ এই প্রকারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজাবর্গের সহিত পরিচিত হইয়া তাহাদের ভালবাসা ও সহানুভূতি অর্জ্জন করিতেছিলেন।

১৯১০ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের রাজপরিবার বড়ই উদ্বেগে ও আশঙ্কায় দিন যাপন করিতেছিলেন। দিবারাত্র রাজ্যের উন্নতি-কল্পে পরিশ্রম করায়, মহানুভব সম্রাট এডওয়ার্ডের স্বাস্থ্য একবারে ভগ্ন হইয়াছিল। স্বাস্থ্যোন্নতির অভিপ্রায়ে, তিনি ইউরোপের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন সুফল লাভ হয় নাই। পারিস নগরে অবস্থানকালে, ইনি ব্রংকাইটিস রোগে আক্রান্ত হন। যাহাই হউক, ঈশ্বরের কৃপায় শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হন। কিন্তু ইংলণ্ডে আসিয়াও তিনি তাঁহার স্বাস্থ্য আর পুনঃপ্রাপ্ত হয়েন নাই। কিছুদিন পরে সামান্য একটু ঠাণ্ডা লাগিয়াই তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন এবং ৬ই মে তারিখ শুক্রবার দিবস, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন।

সম্রাট এডওয়ার্ডের পরলোক গমনের পর, যুবরাজ জর্জ্জ ও তাঁহার পত্নী ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। নবসম্রাট ঘোষণা করিলেন:—'আমি গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমার পরমপূজ্য পিতৃদেবের মৃত্যু-জনিত ক্ষতির কিছুতেই পূরণ হইবে না। তদীয় পরলোক গমনে আমার ও এই সমগ্র সাম্রাজ্যের উপর আকস্মিক বিপৎপাত ঘটিয়াছে। কিঞ্চিদধিক নয় বৎসর পূর্ব্বে পূজনীয় পিতৃদেব এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, যতদিন তাঁহার দেহে প্রাণ থাকিবে, ততদিন তিনি প্রজাদিগের কল্যাণ

সাধনে যত্নবান থাকিবেন। তিনি উক্ত ঘোষণা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহার পদাঙ্ক-অনুসরণ আমার জীবনের লক্ষ্য হইবে। ঈশ্বর আমাকে যাহাতে এই গুরুভার বহনে শক্তি প্রদান করেন এবং আমার পথ প্রদর্শক হন, আশা করি, আমার মন্ত্রী ও প্রজাবর্গ তাঁহার নিকট তজ্জন্য প্রার্থনা করিবেন। আমার সহধর্ম্মিনীও প্রজার কল্যাণ সাধনে আমার চিরসঙ্গিনী হইবেন, ইহা জানিয়া আমি উৎসাহিত হইয়াছি।”

এই ঘোষণা বাণী পাঠ করিলে, সম্রাটের হৃদয়ের মহত্ব, তাঁহার দায়িত্ব-জ্ঞান এবং প্রজাবৎসলতার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। রাজ্যাভিষেকের পর হইতে গত দেড় বৎসরের মধ্যে তিনি প্রজাবর্গের ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়াই রাজ্য শাসন করিতেছেন। প্রজার মঙ্গল সাধন করাই তাঁহার একমাত্র কামনা। পরমেশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন এবং তাঁহার এই শুভ কামনা পূর্ণ করুন।

———

নবম পরিচ্ছেদ।

সম্রাজ্ঞী মেরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা রমণী। রূপে ও গুণে ইনি অতুলনীয়া। ইঁহার স্বভাব অতিশয় সরল ও মধুর। দেবতুল্য স্বামীর সহিত পৃথিবীর যে কোনও অংশেই গমন করিয়াছেন, তথায় নির্ম্মল স্বভাব ও সহানুভূতি-পূর্ণ ব্যবহারের গুণে, ইনি প্রজাপুঞ্জের ভক্তি ও অশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। ইঁহার প্রাতঃস্মরণীয়া জননী ডচেস্ অব টেক্ ইঁহাকে শৈশব হইতেই এরূপ সুশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, যে সেই শিক্ষার গুণে ভবিষ্যৎ জীবনে ইনি স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইতে পারিয়াছেন এবং প্রজার কল্যাণময়ী জননী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

সন্তানসন্ততির প্রতি স্নেহ ইঁহার অত্যন্ত অধিক। ধাত্রীর করে তাঁহাদিগকে অর্পণ করিয়াই ইনি নিশ্চিন্ত থাকেন না। ভারত ললনার ন্যায় স্বহস্তে তাঁহাদের যত্ন করেন এবং আহারের সময় আহার দেন। বাল্যে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যতে যাহাতে তাঁহারা চরিত্রবান্ হইতে পারেন, সে বিষয়েও সম্রাজ্ঞীর সবিশেষ লক্ষ্য আছে। ইনি আবার বিদূষী সমাজেও বিশেষ পরিচিতা। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হেতু ইনি অনায়াসেই চারি পাঁচটি ভাষা শিক্ষা করিতে পারিয়াছেন। ভারতবর্ষে আগমন করিবার পূর্ব্বে, ভারত সম্বন্ধে যত প্রকার পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে,

ইনি প্রায় তাহার সমস্ত গুলিই পাঠ করিয়াছিলেন। ইঁহার স্মৃতি-শক্তি অতিশয় প্রবল; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ-কালে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল বা যে সকল নর নারীর সহিত পরিচয় হইয়াছিল, ইনি সেই সকল ঘটনা বা সেই সকল নর নারীকে আজিও সুন্দররূপ স্মরণ রাখিতে পারিয়াছেন। ইনি অনেক প্রকার শিল্প কার্য্যও শিক্ষা করিয়াছেন। এক কথায় দৈহিক সৌন্দর্য্যেও ইনি যেমন অতুলনীয়া, বিদ্যা ও বুদ্ধি বলেও তেমনি সকলেরই আদরণীয়া। ইহাঁর হৃদয়ের মাধুর্য্যের বিষয় চিন্তা করিলে, ইহাঁকে সাক্ষাৎ দেবী বলিয়া প্রতীতি জন্মে।

রাণী মেরি সবিশেষ দানশীলা। তাঁহার দানশীলতার কথা অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। বাল্যে জননীর সহিত দরিদ্র ব্যক্তিদিগের ভবনে গমন করিতেন এবং তাহাদিগকে সময়ে সময়ে সুমিষ্ট আহার্য্য এবং বসন ভূষণ প্রদান করিতেন। দরিদ্র বালক বালিকাদিগকে নানাবিধ খেলনা এবং শীত বস্ত্রাদি দিয়া সাহায্য করিতেন। ইংলণ্ডের অধীশ্বরী হইয়াও, তাঁহার এই কোমল স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিরূপে দুঃস্থ ব্যক্তিদিগের উপকার করিতে পারিবেন, এই চিন্তাতেই তিনি অনেক সময় ব্যস্ত থাকেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত অসংখ্য হাঁসপাতাল ও দাতব্য মন্দিরের সহিতই ইঁহার সংস্রব আছে। কোথাও বা ইনি অর্থ সাহায্য প্রেরণ করেন এবং কোথাও বা নানাবিধ ব্যবহার্য্য বস্তু দান করিয়া

থাকেন। ছোট ছোট ছেলেপিলে এবং স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গল সাধনে ইনি বিশেষ যত্নবতী।

রোগীদিগের হাঁসপাতাল পরিদর্শনে ইঁহার যথেষ্ট আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্রাজ্ঞী হাঁসপাতালে গমন করিয়া প্রত্যেক বিভাগের কার্য্যপ্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। রোগীদিগকে কিরূপ ঔষধ প্রদান করা হয়, নিয়মিতরূপে তাহাদের শুশ্রূষা হয় কি না, এ সকল বিষয়ের সম্যক্ অনুসন্ধান করেন। এমন কি, রন্ধনশালাতে গমন করিয়া কিরূপ প্রণালীতে রোগীদিগের পথ্য প্রস্তুত করা হয়, তাহাও দেখিয়া থাকেন। হাঁসপাতালের কার্য্যে কোনও প্রকার ত্রুটি লক্ষিত হইলে, কর্ত্তৃপক্ষকে তাহা জানাইতে তিনি কখনও কুণ্ঠিতা হন নাই।

রাজ্যাভিষেকের পরেই, তিনি সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সমভি-ব্যাহারে লণ্ডন হাঁসপাতালে গমন করিয়াছিলেন এবং তথাকার কার্য্যপ্রণালী ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে তথায় কয়েক দিবস অবস্থান করিয়াছিলেন। যক্ষ্মারোগ নিবারণের উপায় উদ্ভাবনকল্পে চিকিৎসকদিগের যে সমিতি গঠিত হইয়াছে, সেই সমিতির কার্য্যের সহিত রাণী মেরির আন্তরিক সহানুভূতি আছে। হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষগণ সম্রাজ্ঞীর নিকট যে কত উপকার ও উৎসাহ পাইয়া থাকেন, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

রাণী মেরির দয়াশীলতার বিষয় অনেকেই পরিজ্ঞাত আছেন।

তাঁহার হৃদয় অতীব কোমল। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার জননী ডচেস্ অব টেকের প্রাসাদের অনতিদূরেই কোনও এক বৃদ্ধ বাস করিত। এই বৃদ্ধ ছেলেপিলেদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিত এবং অধিকাংশ সময় তাহাদিগেরই সহবাসে অতিবাহিত করিত। প্রিন্সেস মে (সম্রাজ্ঞীর বাল্যকালের আদরের নাম) প্রায়ই এই বৃদ্ধের কুটীরে পদার্পণ করিয়া তাহাকে নানাবিধ দ্রব্য দান করিতেন। এই বৃদ্ধের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, সম্রাজ্ঞী নিজের ও বর্ত্তমান যুবরাজের প্রতিকৃতি তাহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং এক খানি কার্ডে কয়েকটি সান্ত্বনা-প্রদ কথাও লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বৃদ্ধ উপহার প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত-পূর্ব্বে, সে কেবল এই কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিয়াছিল ঃ— "ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যে ডচেস্ অব ইয়র্ক তাঁহার শিশু পুত্রের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন?"

এক সময়ে লণ্ডনের কোন দোকানে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া, রাণী মেরি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, একটি শিশু তাহার মাতার নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া জনতার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। রাণী দৌড়িয়া গিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে শিশুটিকে জনতার মধ্য হইতে বাহির করিলেন এবং তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মাতার সমীপে উপস্থিত হইলেন। দরিদ্রা রমণী সম্রাজ্ঞীর দয়া দেখিয়া আনন্দে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিল এবং তাঁহাকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল।

ভারত ভ্রমণকালে কোনও এক ভারতমহিলা রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, হত্যাপরাধে নির্ব্বাসিত তাহার স্বামীর মুক্তি ভিক্ষা করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, তাহার স্বামী বিনা কারণে হত্যা করে নাই; উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান থাকাতেই, ঐরূপ অন্যায় কার্য্য তাহা দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। তদনন্তর ভারতের কর্তৃপক্ষগণ ঐ মহিলাকে বুঝাইয়া দেন যে রাণী এসব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। "ভারতের রাণী হইয়াও তিনি আমার স্বামীকে ফিরাইয়া দিতে পারিলেন না", এই কথা বলিয়া ঐ মহিলা বিলাপ করিতে লাগিল। বিলাপ শ্রবণে রাণী মেরির কোমল প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ মহিলার স্বামীর বিষয় কি কিছুই বিবেচনা করা যাইতে পারে না? অনন্তর কর্তৃপক্ষ তাহার বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন।

যে সকল দাতব্য সমিতির সহিত রাণী মেরি সংশ্লিষ্টা আছেন, তাহাদের বাৎসরিক বিবরণী প্রাপ্ত হইলে, তিনি ভাল করিয়া পাঠ করেন। 'দুঃস্থ ভদ্র ব্যক্তিদিগের সাহায্য সমিতি' নামক সমিতিতে রাণী প্রতি বৎসর বারখানি করিয়া পশমী শাল সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। কোনও ব্যক্তি সহায়-সম্পদহীন জানিতে পারিলে, রাণী মেরির অন্তরে ব্যথা লাগে। যথাসম্ভব তাহাকে সাহায্য করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হন না।

'নীড্‌ল-ওয়ার্ক গিল্ড' নামক রাণীর জননীর প্রতিষ্ঠিত একটি দাতব্য আলয়ে রাণীর আন্তরিক যত্ন পরিলক্ষিত হয়। রাণীর

যত্নে এই ‘গিল্ড’ মানব সমাজের অশেষ হিতসাধন করিতে সক্ষম হইতেছে। বৎসর বৎসর এখান হইতে সহস্র সহস্র নিঃস্ব ব্যক্তি শীতবস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া দারুণ শীতের হস্ত হইতে রক্ষা পায়। গিল্ডের যত পার্শেল সমস্তই রাণীর নামে প্রেরিত হয় এবং রাণী স্বয়ং সেই সমস্ত পার্শেল কাঁচি দ্বারা খুলিয়া কম্বলাদি স্বহস্তে দরিদ্রদিগকে বিতরণ করেন। ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিবার পর, গত বৎসর ইনি ‘গিল্ডের’ বাৎসরিক সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্রাট জর্জ্জ গত বৎসর এই গিল্ডে এক সহস্র দ্রব্য দান করিয়াছিলেন। রাণী দিয়াছিলেন সর্ব্বশুদ্ধ ১৫,৩৩৩টী। বর্ত্তমান যুবরাজ নিজের খরচার পয়সা বাঁচাইয়া ১০০ টী দ্রব্য ক্রয় করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ত্রয়োদশবর্ষীয়া সম্রাট-সুতা প্রিন্সেস মেরি (ইনি এক্ষণে গিল্ডের ভাইস্ প্রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত আছেন) ৭০০ দ্রব্য সাহায্য করিয়াছিলেন।

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের এই ‘গিল্ডের’ উপর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। একদিন তিনি এই দাতব্য আলয় পরিদর্শন করিতে গিয়া শুনিলেন যে, তাঁহার পুত্রবধূ নীচের তালায় এক কুঠরীর মধ্যে কার্য্য করিতেছেন। সম্রাট বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত সেই কুঠরীর নিকট গমন করিয়া, ধীরে ধীরে দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখিলেন যে, প্রিন্সেস কাঁচি হাতে লইয়া স্বয়ং একটি প্রকাণ্ড পার্শেলের সেলাই কাটিতেছেন; আনন্দে তাঁহার বদনমণ্ডল মুখরিত হইয়াছে। সম্রাট দেখিয়া বড়ই প্রীত

হইলেন এবং সুমিষ্ট সম্ভাষণ দ্বারা পুত্রবধূকে উৎসাহ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

সম্রাজ্ঞী মেরি অতিশয় পরিশ্রমশীলা; তিনি একমুহূর্ত্ত সময়ও বৃথা নষ্ট করেন না। কথিত আছে, যুবরাজ জর্জ্জের সহিত বিবাহের পরেও, তিনি দরিদ্র বালক বালিকাদিগের জন্য প্রতি বৎসর স্বহস্তে ৬০টী করিয়া জামা বয়ন করিতেন। এতগুলি জামা প্রস্তুত করিতে তিনি কিরূপে সময় পান, একথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়াছিলেনঃ—"আমি যখনই আমার বসিবার ঘরে থাকি, আমার হাতে একটি করিয়া জামা থাকে; দুই চারি মিনিট সময় পাইলেও, আমি ঐ জামা বয়ন করি। এতদ্ভিন্ন সন্ধ্যার সময়েও, আমার স্বামী যখন আমাকে পুস্তক পাঠ করিয়া শ্রবণ করান, আমি সে সময়েও বয়ন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি।" এই সকল জামার কতকগুলি দরিদ্রা ইংরাজ জননীদিগের সভায় প্রেরিত হয়। যে সকল শিশুদিগের বয়স অপেক্ষাকৃত কম, তাহারাই রাণীর প্রদত্ত এই সকল জামা উপহার পায়। জননীগণ এই জামার অত্যন্ত আদর করেন এবং সকলকে দেখাইবার জন্য ইহা বৈটকখানা গৃহে কাঁচের বাক্সের ভিতর সযত্নে তুলিয়া রাখেন।

এ্যাড্‌লষ্টোন নগরে পুণ্যবতী ডচেস্ অব টেকের প্রতিষ্ঠিত 'দরিদ্র বালিকাদিগের গৃহ' নামে আর একটি দাতব্য-মন্দির আছে। এক্ষণে রাণী মেরি ইহার অভিভাবিকা হইয়াছেন। সম্রাজ্ঞীর জননী 'প্রিন্স এ্যাডলফস কুটীর' নামে আর একটি

দাতব্য-আলয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞীর সাহায্যে ও আন্তরিক যত্নে এটিও বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই সকল দাতব্য আলয়ে বালিকাদিগকে সেলাই শিক্ষাদিবার জন্য পৃথক্ গৃহ ছিল না। সহৃদয়া রাণী নিজব্যয়ে একটি পৃথক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই সকল দাতব্য-কুটীরের সকল বিষয়েরই তিনি স্বয়ং তত্ত্বাবধারণ করেন।

সম্রাজ্ঞীর হৃদয়ের মহত্ত্ব যে কত অধিক, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। পবিত্র-হৃদয়া ডচেস অব টেকের মৃত্যুর পর, তাঁহার স্মতি-রক্ষার্থ প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। এই অর্থ কিরূপে ব্যয় করা হইবে জিজ্ঞাসা করায়, রাণী নিঃসঙ্কোচে উত্তর করিয়াছিলেন ঃ—"এই অর্থ দ্বারা হত-ভাগিনী দরিদ্র-শ্রমজীবী-রমণীগণের জন্য একটি বিশ্রাম-ভবন নির্ম্মাণ করান উচিত।" তাঁহার এই সাধু প্রস্তাব সকলেই অনুমোদন করায়, "বগনর" নামক স্থানে একটি বিশ্রাম-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। দরিদ্রা রমণীগণ দুই সপ্তাহেব জন্য সম্রাজ্ঞীর ব্যয়েই এখানে থাকিতে পায় এবং উপযুক্ত আহারাদি প্রাপ্ত হয় ; এমন কি, এখানে আসিবার রেল ভাড়া ইত্যদিও সম্রাজ্ঞী তাহাদিগকে দিয়া থাকেন।

সম্রাজ্ঞী মেরি শিক্ষয়িত্রীদিগের 'অবকাশ ভবন' নামক দাতব্য আলয় নিজের জীবনে প্রথম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রথম হইতেই, ইহার উন্নতির জন্য তিনি প্রাণপণ যত্ন করিয়াছেন। প্রায় প্রতি বৎসরেই ইঁহার ব্যয়ে ও আন্তরিক যত্নে

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দাতব্য-মন্দির সমূহ নির্ম্মিত হইতেছে। এরূপ পরদুঃখকাতরা, পরহিতব্রতা দেবীর বিষয় মনে মনে চিন্তা করিলে, হৃদয়ে মহত্ত্ব স্বতঃই ফুটিয়া উঠে। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সহিত ইনি এবার ভারতের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। ভারতের পক্ষে ইহা একটি মহাশুভ দিন। পরমেশ্বর সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে দীর্ঘজীবী করুন।

দশম পরিচ্ছেদ।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দে ২৬শে মে তারিখে রাত্রি ১১টা ৫৯ মিনিটের সময় কেনসিংটন প্রাসাদে সম্রাজ্ঞী মেরি ভূমিষ্ঠা হন। পরদিন প্রাতে এই শুভ সংবাদ প্রচারিত হইলে, অসংখ্য নরনারী রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া নব-কুমারীর মঙ্গল কামনা করিলেন। দুই মাস পরে ইহাঁর নামকরণ উৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড (তখন যুবরাজ ছিলেন), এবং ডচেস্ অব ক্যাম্ব্রিজ প্রভৃতি অনেকেই উৎসব-স্থলে উপস্থিত ছিলেন। লেডী এলিজাবেথ এ্যাডিন নব-কুমারীকে ডচেস অব ক্যাম্ব্রিজের ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন। ক্যাণ্টনবেরির আর্কবিশপ, নবজাতা প্রিন্সেস মেরিকে তাঁহার মাতামহীর ক্রোড় হইতে গ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম

রাখিলেন “ভিক্টোরিয়া মেরি অগষ্টা লুইসা পলিন ক্লডিন আগনেস্।”

সম্রাজ্ঞীর জনক-জননী বড় সুখেই শিশু কন্যাকে লইয়া কেনসিংটন প্রাসাদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। প্রায়ই সন্ধ্যার সময়, বাগানে বসিয়া, ডচেস অব টেক মধুরস্বরে গান গাহিতেন এবং ডিউক বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া তাঁহার পত্নীর সাহচর্য্য করিতেন।

রাণী মেরির পিতা ডিউক অব টেক ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে ২৭শে আগষ্ট তারিখ অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভায়না নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা উরটেমবর্গের ডিউক আলেকজান্দার হৃদয়বান্ পুরুষ ছিলেন। ইঁহার মাতা ক্লডাইন একদিন অশ্বারোহণে সৈন্যদিগের কৃত্রিম যুদ্ধ দেখিতে গিয়াছিলেন। সহসা তাঁহার ঘোটক ক্ষিপ্ত হইয়া দ্রুতগামী একদল অশ্বারোহী সৈন্যের সম্মুখে আসিয়া পড়ে এবং তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পড়িয়া যান। দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ সৈন্যদিগের অশ্ব কর্ত্তৃক তিনি পদদলিতা হন এবং তাহাতেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ ঘটে। ক্লডাইন বিশেষ গুণবতী রমণী ছিলেন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট তাঁহাকে ‘কমটেস ডি হোহেনষ্টিন’ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

ডিউক অব টেক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অষ্ট্রিয়ার সেনা-দলে প্রবিষ্ট হন এবং অবশেষে লেপটেনাণ্ট পদে উন্নীত হন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে ‘প্রিন্স টেক’ উপাধিতে বিভূষিত করেন। ইহার কিছুদিন পরেই, সম্রাট সপ্তম

এডওয়ার্ড ও রাণী আলেকজান্দ্রার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সম্রাট এডওয়ার্ডের অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মণী ভ্রমণ শেষ হইলে, প্রিন্স টেক ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার সহিত ইংলণ্ডে আগমন করেন এবং কয়েক সপ্তাহ লণ্ডনে অবস্থান করিয়া, অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির সহিত পরিচিত হয়েন।

১৮৬৬ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে প্রিন্স টেক কোনও নিমন্ত্রণ উপলক্ষে, ডচেস অব ক্যাম্ব্রিজের ভবনে গমন করিয়াছিলেন। এই স্থানেই সম্রাজ্ঞী মেরির জননী প্রিন্সেস এ্যাডিলেডের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। প্রিন্সেস এ্যাডিলেড সে সময় অবিবাহিতা ছিলেন। প্রথম দর্শনেই উভয়ের মনে প্রণয়ের সঞ্চার হয়। প্রিন্সেস অতিশয় সুন্দরী ছিলেন। প্রিন্স টেকও দেখিতে বড়ই সুপুরুষ; তাঁহার সৌন্দর্য্য এতই অধিক ছিল যে, তাঁহাকে দেখিলে সকলেই বিমোহিত হইত। বিশেষতঃ তিনি নীতিবান্ পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার কার্য্যদক্ষতার গুণে সৈনিক বিভাগে, তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সঙ্গীত বিদ্যা ও অঙ্কন বিদ্যাতেও তিনি বেশ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রিন্সেস ইহাঁকে দেখিয়া ও ইঁহার সহিত আলাপ করিয়া বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। একমাসের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। অবশেষে ৬ই এপ্রেল তারিখে 'কিউ গার্ডেনে' প্রিন্স টেক, প্রিন্সেসের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করেন। প্রিন্সেস আনন্দসহকারে এই প্রস্তাবে তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন

করায়, বিবাহ-কার্য্য সত্বর সম্পন্ন হইয়া যায়। বিবাহের পর ইহাঁরা উভয়ে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। ইহাঁদের উভয়েরই হৃদয় অতিশয় উন্নত ছিল। পরোপকার সাধন করা ইহাঁদের জীবনের মহাব্রত হইয়াছিল।

ডচেস অব টেক যেখানেই গমন করিতেন, তাঁহার নবজাতা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। আমাদের সম্রাজ্ঞী একবৎসর বয়সে দেখিতে বড়ই সুন্দরী ছিলেন; বর্ণ ছিল ঠিক গোলাপ ফুলের মত। বাল্যকালে সকলে ইহাঁকে প্রিন্সেস মে বলিয়া সম্বোধন করিত। ডচেস অব টেক তাঁহার কোনও বন্ধুকে, প্রিন্সেস মে সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিখিয়াছিলেন, "আমার মেয়ের মত মনোহর ও মধুর শিশু খুব অল্পই দেখতে পাওয়া যায়। সদাই হাসছে, বেরাল ছানার মত এদিক ওদিক লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। মাথাতে তার এক মাথা চুল, চক্ষু দুটী নীলবর্ণের আর মুখখানি গোলাপ ফুলের মত···তুমি হয়ত মনে করবে, আমি মা বলে আমার চক্ষে শিশুটিকে এত ভাল দেখায়; অবশ্য সেটা যে মিথ্যা, তা নয়। তবে আমি একথাও নিশ্চয় বলছি, আমার মেয়ের হাসিমাখা উজ্জ্বল মুখ খানি একবার যে দেখবে, তারই মন বিমুগ্ধ হয়ে যাবে।"

অতি শৈশবই আমাদের সম্রাজ্ঞীর একবার কঠিন পীড়া হইয়াছিল এবং সকলেরই মনে নানা আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে ঈশ্বরের কৃপায়, ডাক্তার ফারে সাহেবের সুচিকিৎসায়, তিনি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করেন।

তদনন্তর কিছুদিনের জন্য, কুমারী মে কিউ নগরে তাঁহার মাতামহীর আবাসে অবস্থান করিয়াছিলেন। ঠিক এই সময়ে কেনসিংটন প্রাসাদে সম্রাজ্ঞীর ভ্রাতা প্রিন্স এ্যাডলফস জন্মগ্রহণ করেন। পরে ইহাঁর আরও দুই ভ্রাতার জন্ম হয়। একটির নাম ফ্রান্সিস ও অপরটির নাম আলেকজান্দার।

যাহাতে তাঁহার সন্তানসন্ততিগণ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হন, ডচেস অব টেক তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। তাহাদিগকে তিনি কোনও প্রকার সামাজিক আমোদ প্রমোদে যোগদান করিতে দিতেন না। তিনি প্রায়ই তাহাদিগকে নিজের সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন এবং সন্ধ্যার সময় একটি প্রাচীন আপেল বৃক্ষের তলে, সকলে মিলিয়া চা পান করিতেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া, যাহাতে তাহাদের মন বেশ নির্ম্মল হয়, সে বিষয়েও তিনি সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য তিনি শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রিন্সেস মে ও তাঁহার ভ্রাতাগণ অল্প সময়ের মধ্যেই জর্ম্মন ভাষা বেশ শিখিতে পারিয়াছিলেন।

প্রিন্সেস মে বাল্যকালে, অধিকাংশ সময়ই, হোয়াইট লজ প্রাসাদে অতিবাহিত করিতেন। প্রাতঃকালে মনোযোগের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিতেন এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, প্রাকৃতিক ঘটনা সমূহ হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতেন। জননী ও দুহিতা উভয়েই নিয়মিতরূপে গির্জ্জাতে গমন করিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন এবং কোনও কারণ বশতঃ কোন

দিন না যাইতে পারিলে, বাড়ীতে বসিয়াই ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠ করিতেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে, আমাদের রাণী মেরির একবার কঠিন জ্বর হয় কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায়, শীঘ্রই তিনি তাঁহার স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন।

১৮৮৩ খৃঃ অব্দে প্রিন্সেস মে জনক জননীর সহিত ফ্লোরেন্স নগরে গমন করেন। গ্রীষ্মের কয়েক মাস সুইজর-ল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্য সমূহ অবলোকন করিয়া, শীতের সময় পুনরায় ফ্লোরেন্সে ফিরিয়া আসেন। এখানে প্রিন্সেস মে নানা প্রকার শিল্প-বিদ্যা-শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। উপযুক্ত শিক্ষকের সমভিব্যাহারে, তিনি প্রায়ই পিট্টি ও উফিজি প্রাসাদস্থিত চিত্র সমূহ দর্শন করিতে যাইতেন। শিক্ষকের সাহায্যে তিনি শীঘ্রই চিত্র-বিদ্যাতে নৈপুণ্য লাভ করিলেন। এইরূপে দুই বৎসর ধরিয়া ইউরোপের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, অবশেষে তাঁহারা ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে সম্রাজ্ঞীর পিতামহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ডচেস অব টেক এবং প্রিন্সেস মে এই ঘটনায় অতিশয় দুঃখিতা হয়েন এবং হোয়াইট লজ প্রাসাদে অবস্থান করিয়া, শোকের নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন।

১৮৮৬ খৃঃ অব্দে প্রিন্সেস মে সর্ব্বপ্রথম জন সমাজের সমক্ষে বহির্গত হন এবং সামাজিক আমোদ প্রমোদে যোগদান করিতে আরম্ভ করেন। 'টাওয়ার ব্রিজের' ভিত্তি-স্থাপন উপলক্ষে তিনি সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এবং বিলাতে,

যে ঔপনিবেশিক ও ভারতীয় প্রদর্শনী ঐ সময় বসিয়াছিল, তাহা দেখিতেও তিনি গমন করিয়াছিলেন। ডিসেম্বর মাসে জননীর সহিত তিনি এ্যাশরিজ নগরে গমন করেন। অনেকগুলি বিশিষ্ট ভদ্রলোক, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তথায় আমন্ত্রিত হন। প্রিন্সেস মে সময়ে সময়ে প্রীতি-ভোজে উপস্থিত থাকিয়া সকলের মনে হর্ষ উৎপাদন করিতেন।

যদিও প্রিন্সেস মে এখন হইতে সামাজিক কার্য্যে যোগদান করিতে লাগিলেন, তথাপি তিনি কখনও বিদ্যাভ্যাসে অমনো-যোগিতা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি প্রত্যহই কিছু কিছু পাঠ করিতেন এবং পাঠটী, ফরাসি ও জর্ম্মাণ ভাষায় তাঁহার শিক্ষয়িত্রীকে গল্পচ্ছলে বলিতেন। তাঁহার আলমায়রার মধ্যে অনেকগুলি ধর্ম্মপুস্তক ছিল এবং এতস্তিন্ন টেনিসন, কারলাইল, এমর্সন, জর্জ্জ ইলিয়ট, মেকলে, ফ্রাউডে, ল্যাম্ব, মটলি, মলেয়ার, গেটে এবং ডাণ্টে প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ কবি, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকগণের লিখিত গ্রন্থ সমূহ তাঁহার পাঠ-গৃহের শোভা সংবর্দ্ধন করিত। প্রিন্সেস নিয়মিতরূপে এই সকল পুস্তক পাঠ করিতেন এবং ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতেন। অশ্বারোহণেও তিনি বেশ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন।

ডচেস অব টেক এবং তাঁহার কন্যা প্রিন্সেস মেরি উভয়েই স্থানীয় জন-হিত-কর প্রায় সকল কার্য্যেই যোগদান করিতেন এবং প্রাণপণ যত্ন করিয়া দরিদ্রদিগের উপকার সাধন করিতেন। বড় দিনের উৎসবের সময়, রাণী ছোট ছেলেদিগকে সুন্দর

সুন্দর খেলনা বা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের বস্ত্রাদি দান করিতেন। ইঁহাদের দয়ার কথা অনেকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। একদিন প্রাতে ইহাঁরা 'রিচমণ্ড পার্কে' ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে এক বৃদ্ধা রমণী শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিতেছে। বৃদ্ধা অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ডচেস অব টেকের মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া, নিজেই তাঁহার ছাতার দ্বারা বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিতে লাগিলেন এবং আমাদের দয়াবতী রাণী মেরি সেই ডালগুলি একস্থানে একত্রিত করিলেন। এইরূপে জননী ও দুহিতা, অনেক গুলি কাষ্ঠ আহরণ করিয়া বৃদ্ধার নিকট উপস্থিত করিলেন। বৃদ্ধা কাষ্ঠ লইয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে, মনের আনন্দে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

অন্য একদিন তাঁহারা কিউ পার্কে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, একজন ধাত্রী-বালিকা একটি ছোট 'ঠেলা গাড়ী' তারের বেড়ার ভিতর দিয়া পার করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতেছে না। ঐ বালিকাকে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া,ডচেস্ অব টেক তাহাকে বলিলেন, "তুমি গাড়ী হইতে এই শিশুটিকে তুলিয়া লও ; আমি ও আমার কন্যা তোমার গাড়ীটিকে বেড়ার ভিতর দিয়া পার করিয়া দিতেছি।" ধাত্রী-বালিকা তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে ধন্যবাদ করিল কিন্তু সে জানিতে পারে নাই যে

ডচেস অব টেক এবং তাঁহার কন্যা প্রিন্সেস মে তাহার এই উপকার সাধন করিলেন।

প্রিন্সেস মে, নিজের হাত খরচার টাকা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া, বড় দিনের সময়, নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় করিয়া দরিদ্র বালকবালিকাদিগকে বিতরণ করিতেন। ছোট ছোট বালক-বালিকাদিগকে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কথিত আছে, একটি যক্ষ্মা-রোগ-গ্রস্ত বালককে তিনি স্নেহপরবশ হইয়া প্রত্যহই দেখিতে যাইতেন। তাহাদের কুটীরে গমন করিয়া বালকটির সহিত তিনি সুমধুর আলাপ করিতেন এবং তাহাকে নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া শুনাইতেন। অবশেষে বালকটির মৃত্যু-দিবস উপস্থিত হইলে, তাহার নিকট শেষ বিদায় লইতে গিয়া, প্রিন্সেস মে অশ্রুভারাক্রান্ত লোচনে তাহার মুখচুম্বন করিয়াছিলেন। প্রিন্সেস মে জননীর সহিত বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত হাঁসপাতাল সমূহে গমন করিয়া রোগীদিগকে ফুল ও ফল প্রদান করিতেন; এবং মধুর আলাপন দ্বারা তাহাদের মনে প্রফুল্লতা জন্মাইবার চেষ্টা করিতেন।

১৮৮৭ খৃঃ অব্দে পুণ্যবতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল পঞ্চাশৎ বর্ষে উপনীত হওয়ায়, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে একটি বিরাট আনন্দোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। এই উৎসবে প্রিন্সেস মে অন্তরের সহিত যোগদান করিয়া, বিপুল অর্থ দরিদ্রদিগকে দান করিয়াছিলেন। এই সময় রাজকুমারী মেরির মাতামহী ডচেস অব ক্যাম্ব্রিজ ৯১ বৎসর বয়সে ইহলীলা সম্বরণ করেন।

ইহাঁর পবিত্র স্মৃতি সাধারণের মনে জাগরূক রাখিবার জন্য, প্রিন্সেস, নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

১৮৯০ খৃঃ অব্দে প্রিন্সেস্ জননীর সহিত ইউরোপে গমন করেন এবং পার্টেন-কিরচেন, ওবেরাম্বেরাগো, সেণ্টমর্টিজ, মিউনিক, হমবর্গ, পারিস প্রভৃতি নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে ভারত হইতে প্রত্যাগত তাঁহার ভ্রাতা প্রিন্স এ্যাডলফসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন। প্রিন্সেস মে এখন হইতে কি গার্হস্থ্য, কি সামাজিক সকল প্রকার কার্য্যেই তাঁহার জননীর সহায়তা করিতেন। এমন কি, তাঁহার জননীর চিঠি পর্য্যন্ত তাঁহাকে লিখিয়া দিতে হইত। এইরূপে বিবিধ কার্য্যের দায়িত্ব তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হওয়ায়, প্রিন্সেস মে ক্রমেই সকল প্রকার কার্য্যেই বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্য-কুশলতা দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিত। এত অধিক পরিশ্রম করিতে হইলেও, তাঁহার স্বভাবের মধুরতা কিছুই নষ্ট হয় নাই। তিনি সদাই হৃষ্ট-চিত্তা এবং কৌতক-প্রিয়া ছিলেন। এক কথায়, তাঁহার পরিবারবর্গের তিনি আত্মা-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

১৮৯৩ খৃঃ অব্দে হোয়াইট লজ প্রাসাদে আনন্দের প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের দ্বিতীয় পুত্র, রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর প্রিন্স জর্জ্জের সহিত, পরদুঃখকাতরা,

হাস্যময়ী প্রিন্সেস মেরির বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। ইংলণ্ডের জন সাধারণ এই বিবাহের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী ছিলেন। এই জন্য দয়াবতী রাজকুমারীর এই সৌভাগ্য-উদয়ে, তাঁহারা সভা সমিতি আহ্বান করিয়া, হৃদয়ের গভীর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'কিউ' নগরের অধিবাসীগণ সম্রাজ্ঞীকে এই উপলক্ষে যে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন, তাহার উত্তরে সম্রাজ্ঞী নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা দ্বারা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন ঃ—"আপনারা যে অভিভাষণ পাঠ করিলেন, তাহা আমি অতিশয় আনন্দের সহিত শ্রবণ করিয়াছি এবং আপনারা আমার প্রতি স্নেহ-পরবশ হইয়া আজি যে আনন্দ প্রকাশ করিলেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমি বাল্যে অধিকাংশ সময় আপনাদের মধ্যে থাকিয়া অতিবাহিত করিয়াছি, এ কথা আপনারা অভিনন্দন-পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন এবং আমার পিতামহী, জননী ও আমার পরিবার-বর্গের অপর সকলের প্রতিই ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে আমার হৃদয়ে বিমল আনন্দের উদয় হইতেছে। আপনারা অদ্য আমার প্রতি যে গভীর স্নেহপ্রকাশ করিলেন, আমি নিশ্চিত বলিতেছি, তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। আমার অনুরোধ, কিউনগরের সকল অধিবাসীকেই আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবেন।" সম্রাজ্ঞীর মনে যে অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না, তাঁহার স্বভাব অতিশয় সরল

ও মধুর ছিল, তাহা এই বক্তৃতাটি পাঠ করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।

বিবাহের পর, কিছুদিনের জন্য নবদম্পতী 'ইয়র্ক কটেজ' নামক প্রাসাদে বাস করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা অসবর্ণ নগরে গিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এডিনবরা নগরে গমন করিলে,তথাকার জনসাধারণ তাঁহাদিগকে বিবাহের যৌতুক-স্বরূপ নানা উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। স্কটলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সম্রাজ্ঞী বৎসরের অবশিষ্ট কয়েকমাস ইয়র্ক কটেজেই অতিবাহিত করেন। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দের জুন মাসে তিনি হোয়াইট লজ প্রাসাদে আগমন করেন এবং আসিবার তিন সপ্তাহ পরেই, তাঁহার প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। বর্ত্তমান যুবরাজের নামকরণ উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। উৎসবস্থলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ক্যানন ড্যাল্টন প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দেড় বৎসর পরে ইয়র্ক কটেজে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ২৫শে এপ্রিল তিনি একটি কন্যা প্রসব করেন। তুইটী পুত্রের পর একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করায়, সকলেই বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। ইহার পর সম্রাজ্ঞী আরও তিনটী পুত্রপ্রসব করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ৫ পুত্র ও ১ কন্যার জননী।

১৮৯৭ খৃঃ অব্দে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ষাটি বৎসর রাজত্ব-কাল সম্পূর্ণ হওয়ায়, হীরক জুবিলি উৎসব সম্পন্ন হয়। এই

উৎসবে, সম্রাজ্ঞী মেরি অনেক প্রকার আমোদ প্রমোদের আয়োজন করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই স্বামীর সহিত রাণী মেরি আয়র্লণ্ড পরিদর্শন করিতে যান। তথায় ইহাঁকে আয়র্লণ্ডদেশীয় সবুজবর্ণের 'পপলিন্' নামক বস্ত্র-নির্ম্মিত পরিচ্ছদে অতিশয় সুন্দরী দেখাইতেছিল। জন-সাধারণ তাঁহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, রমণীয় বেশ এবং মধুর স্বভাব দেখিয়া ঘন ঘন আনন্দধ্বনি করিয়াছিল। আয়র্লণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর, অক্টোবর মাসে তাঁহার জননী ডচেস অব টেকের মৃত্যু হয়। সম্রাজ্ঞীর পিতা ডিউক অব টেক পত্নীবিয়োগে অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন এবং ১৯০০ খৃঃ অব্দে ইহলীলা সম্বরণ করেন।

এই ঘটনার একবৎসর পরেই সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সহিত আমাদের সম্রাজ্ঞী, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অবস্থিত বৃটিশ উপনিবেশ সমূহ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃঃ অব্দে তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং ১৯০৬খৃঃ অব্দে পুনরায় ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর, সরলা পবিত্র-হৃদয়া মেরি স্বামীর সহিত ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সম্রাজ্ঞী মেরির ধৈর্য্যগুণ, দয়া ও বদান্যতা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তাঁহার ধৈর্য্যগুণ কত অধিক, তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটি ঘটনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

কোন সময়ে সম্রাজ্ঞী স্বামীর সহিত লীডস্ নগর পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। সহসা এক ব্যক্তি দ্রুতবেগে তাঁহাদের গাড়ীর নিকট আসিয়া, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্ত সঞ্চালন করিল। সম্রাট তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত করমর্দ্দন করিবার ছলে হস্ত প্রসারণ করিলেন। ইতিমধ্যে অশ্বারোহী শরীররক্ষকগণ ঐ আগন্তুক ব্যক্তিকে সজোরে ধাক্কা দিয়া গাড়ীর নিকট হইতে সরাইয়া দিল। পরে জানা যায়, এই আগন্তুক বিকৃত-মস্তিষ্ক ছিল। সম্রাজ্ঞী মেরি এই ঘটনার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে গাড়ীর মধ্যে বসিয়াছিলেন। তিনি সামান্য চাঞ্চল্যও প্রকাশ করেন নাই। পাছে ঐ আগন্তুক ব্যক্তি কোনও প্রকারে শরীররক্ষকগণ কর্ত্তৃক গুরুতরভাবে আহত হয়, এই চিন্তাই কেবলমাত্র তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল।

অপর এক সময় সম্রাজ্ঞী তাঁহার জননীর সহিত সুইজার-ল্যাণ্ডের কোনও নগরে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। সহসা তাঁহাদের গাড়ীর অশ্ব চালকের অবাধ্য হইয়া লম্ফ ঝম্ফ প্রদান করিতে থাকে; পথি-পার্শ্বেই একটি স্ফীতবক্ষা তটিনী বহিয়া যাইতেছিল। চালক বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিতে না পারিলে,

আরোহী সমেত গাড়ীটি নদীগর্ভেই নিক্ষিপ্ত হইত। যাহা হউক, ঈশ্বর-ইচ্ছায় অশ্বটি শীঘ্রই শান্ত হয়; আরোহীদিগের কোনও ক্ষতি হয় নাই। সহসা এই বিপৎপাতে, সম্রাজ্ঞী কোনও প্রকার ভীতি বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন নাই। গাড়ীর ভিতর ধীরভাবে তিনি জননীর পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন।

সম্রাজ্ঞী স্বামী-সমভিব্যাহারে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহাদের ভ্রমণকাহিনী সম্রাটের জীবনীর মধ্যেই বিবৃত হইয়াছে; এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে সম্রাজ্ঞী সম্বন্ধীয় দুই একটি বিশেষ ঘটনা এস্থলে বিবৃত হইবে।

১৯০১ খৃঃ অব্দে রাজদম্পতী এডেন বন্দরে উপনীত হইলে, লাহেজের সুলতান তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং সম্রাজ্ঞীকে বহুমূল্য-প্রস্তর-খচিত একছড়া হার উপহার দেন। সম্রাজ্ঞী ইহাতে প্রীতা হইয়া, তাঁহার নিজের ফটোগ্রাফ সুলতানের হস্তে অর্পণ করেন। সম্রাজ্ঞী পৃথিবীর যে অংশেই গমন করিয়াছেন, সেখানের জনসাধারণকে, তিনি তাঁহার সরল ব্যবহারে মুগ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশের অন্তর্গত বালারাট নগরে অবস্থানকালীন তত্রত্য অধিবাসীগণ তাঁহাকে একটি স্বর্ণনির্ম্মিত 'ব্রুচ' উপহার দিয়াছিল। সম্রাজ্ঞী সভাস্থলেই সেটি নিজের পরিচ্ছদে গাঁথিয়া দিয়া, সমবেত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে মরিসস্ দ্বীপে উপনীত হইলে, তত্রত্য

স্কুলের ছাত্রবৃন্দ সুরভিত পুষ্পরাশি সম্রাজ্ঞীর চরণতলে নিক্ষেপ করিয়াছিল। কেপটাউন নগরে সম্রাজ্ঞী তাঁহার সন্তানদিগের ব্যবহারের জন্য কয়েকটি অশ্ব উপঢৌকন পাইয়াছিলেন। তিনি এই নগরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি-রক্ষার্থ একটি হাঁস-পাতালের ভিত্তিস্থাপন করেন।

১৯০৫ খৃঃ অব্দে ভারত ভ্রমণকালে, বোম্বাই নগরের মহিলা-গণ সম্রাজ্ঞীকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। অভি-নন্দনের উত্তরে সম্রাজ্ঞী যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতললনার প্রতি তাঁহার গভীর সহানুভূতি ও স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আপনাদের স্নেহপূর্ণ মধুর সম্ভাষণে আমি প্রীতিলাভ করিয়াছি এবং আপনাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। যে পবিত্র ভাবে প্রণোদিত হইয়া আপনারা আমাকে এই অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিলেন, আমি সে ভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি এবং ভারতললনা যে অতিশয় বুদ্ধি-মতী এবং সদাই প্রসন্নহৃদয়া, তাহাও আমার ধারণা জন্মিয়াছে। আমার ভারতীয় ভগিনীগণের সহিত, যতদূর সম্ভব, পরিচিত হওয়াই আমার ভারত-ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য ; কারণ আপনাদের সহিত পরিচিত হইলে, যে সকল সদ্‌গুণের জন্য ভারত-মহিলা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন, সে সকল গুণ আমি উপলব্ধি করিতে পারিব এবং তাহার ফলে, আপনাদের উপর আমার আন্তরিক ভক্তি জন্মিবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে

পরিভ্রমণ করিয়া, আপনাদের সম্বন্ধে অদ্য আমার যে ধারণা জন্মিল, তাহা যদি বদ্ধমূল হয়, তবে আমি অত্যন্ত সুখী হইব এবং আপনাদের পবিত্র ও মধুর স্মৃতি সঙ্গে লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে পারিব। ইহার ফলে ভবিষ্যতে আমরা নিশ্চিতই শ্রদ্ধা ও ভক্তির ডোরে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ হইব।"

হায়দ্রাবাদ রাজ্য পরিভ্রমণকালে সম্রাট জর্জ্জ কয়েক দিবসের জন্য শিকার খেলিতে গিয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞী হায়দ্রাবাদেই 'ফলকনামা' প্রাসাদে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি একদিন গোলকুণ্ডার প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আসেন এবং মুসলমানদিগের অনেকগুলি স্মৃতি-মন্দিরও পরিদর্শন করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মুসলমানদিগের নির্ম্মিত বিচিত্র হর্ম্ম্যাদি দর্শন করিয়া, সম্রাজ্ঞী ভারতীয় শিল্পের অত্যন্ত পক্ষপাতিনী হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয়বার গোয়ালিয়র রাজ্যে আগমনের পর, সম্রাটের অনুপস্থিতি-কালে, তিনি আর একবার লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, মোকামপুর প্রভৃতি নগর পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনের হাঁসপাতালে তিনি রোগীদিগকে ফুলের তোড়া বিতরণ করিয়াছিলেন। এইস্থানে অবস্থানকালে তিনি মুসলমানদিগের 'মহরম' উৎসব দর্শন করেন। লক্ষ্ণৌ হইতে আগ্রা নগর গমন করিয়া, সূর্য্যাস্তের সময় তিনি আর একবার তাজ মহলের বিচিত্র সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াছিলেন। মসূরি নগরে অবস্থান-

কালে, ভূমির উপর তুষারপাত দর্শন করিয়া, তাঁহার হৃদয়ে স্বদেশের স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি বরফখণ্ড সমূহ পদ-সঞ্চালনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া, ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করেন। দর্শকবৃন্দ তাঁহার স্বভাবের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিল। একদিন তিনি মস্তুরি নগরের কোনও এক দোকানদারের নিকট কয়েকটী যষ্টি ক্রয় করায়, অপরাপর ব্যবসায়ীগণ বলিয়াছিল:—"দেখ ভাই, রাণীর কৃপায় এই লোকটীর অদৃষ্ট ফিরিয়া গেল। রাণী কিরূপে জানিতে পারিলেন যে এই ব্যক্তি অতি দরিদ্র ?"

সম্রাজ্ঞী দেশ ভ্রমণ কালে স্থানীয় বিবিধ বিষয়ের তথ্য-সংগ্রহে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেন। দরিদ্র পল্লীতে গিয়া পল্লীবাসীদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন এবং তাহাদের আচার, ব্যবহার, সামাজিক রীতি-পদ্ধতি ইত্যাদি সকল বিষয়ই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলের মনে সন্তোষ বিধান করাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। স্বামীর সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইলে, যাহাতে পথিপার্শ্বস্থ জনগণ তাঁহাকে দেখিতে পায় এবং তিনিও যাহাতে তাহাদিগকে দেখিতে পান, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। ভ্রমণ-কালে সাম্রাজ্ঞীর মুখ খানি সর্ব্বদাই হাসিমাখা দেখাইত এবং তাঁহার কোমল দৃষ্টিতে সহানুভূতি মাখান থাকিত। তাঁহার পবিত্র স্বভাব ও উদার ব্যবহারের গুণে তিনি একত্রিশ কোটি বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসীর আন্তরিক সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইংলণ্ড যাত্রা করিবার দুই এক দিন পূর্ব্বে, তিনি কোনও বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন:—"ভারতবর্ষে আমরা প্রায় সাড়ে চারি মাস কাল বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া অশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি। ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে প্রাণে বড় কষ্ট হইতেছে; কিন্তু স্বদেশে ফিরিয়া গেলে, আমার প্রিয় সন্তানসন্ততিগুলির মুখ-চন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে পাইব, এই আশায় হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম্মের বিষয় অবগত হইয়া আমি অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি।"

সম্রাজ্ঞী মেরির অশেষ গুণের কথা স্মরণ করিলে, তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক হয়। বাল্যে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এবং সৎসংসর্গে বাস করিয়া, তিনি আদর্শ-নারী হইতে পারিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র ও মধুর স্বভাব এবং তাঁহার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা সকলেরই অনুকরণীয়। পরমরূপলাবণ্যবতী এবং সর্ব্বগুণ-সম্পন্না সম্রাজ্ঞী মেরিকে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ। ইনি পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় দেশেরই ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ইঁহাকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন এবং অনেক গুরুতর কার্য্যেও ইঁহার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জও ইঁহার গুণরাশি উপলব্ধি করিয়াছেন। রাজ্যাভিষেকের পর তিনি যে ঘোষণা-বাণী প্রচার করেন, তাহার এক স্থানে তিনি বলিয়াছিলেন:—"প্রজা-হিতকর সকল

কার্য্যেই আমার সহধর্ম্মিণী আমাকে সহায়তা করিবার উপযুক্তা; ইহা জানিয়া আমি বড়ই উৎসাহিত হইয়াছি।”

সম্রাজ্ঞী মেরি অতিশয় ধর্ম্মভীরু। স্বামীর সহিত তিনি নিয়মিতরূপে ধর্ম্ম-মন্দিরে গমন করিয়া পরমেশ্বরের আরাধনা করেন। তিনি সন্তানসন্ততিদিগকে বাল্যকালেই ঈশ্বরের আরাধনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। গুরুজনের সহিত কিরূপ-ভাবে ব্যবহার করিতে হয়, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে কিরূপে পরোপকার সাধন করিতে হয়, এ সকল বিষয়ও পুত্র-কন্যাদিগকে শিক্ষা দিতে, তিনি বিস্মৃত হন নাই। সম্রাজ্ঞীর আদেশ অনুসারে, প্রতি বৎসর, বড় দিনের উৎসবের সময়, রাজ-কুমারগণ দরিদ্র পিতৃ-মাতৃ-হীন বালক বালিকাদিগকে স্বহস্তে সুন্দর সুন্দর ক্রীড়নক ও সুমিষ্ট আহার্য্য বিতরণ করিয়া থাকেন। কুমারগণের মনে পরহিতৈষণা-বৃত্তি জাগরিত করিবার উদ্দেশ্যেই, এই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। সময়ে সময়ে সম্রাজ্ঞী সন্তানসন্ততিদিগকে সঙ্গে লইয়া যাদুঘরে গমন করেন এবং তথায় তাঁহাদিগকে নানাবিধ বস্তু প্রদর্শন করিয়া, সেই সম্বন্ধে পাঠ দিয়া থাকেন। কখনও বা কোনও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানে গমন করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট তথাকার ইতিহাস বর্ণনা করেন। তাঁহা-দিগকে বুদ্ধিমান্, নীতিমান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ করিবার উদ্দেশ্যে; সম্রাজ্ঞী দিবারাত্র অকাতরে পরিশ্রম করিয়া থাকেন। সম্রাট জর্জ্জও অবসর পাইলে, পুত্র-কন্যাদির সহিত একত্রে ক্রীড়া

করেন এবং ক্রীড়াভূমিতেই তাঁহাদিগকে ন্যায়পরতা ও সত্যবাদিতা শিক্ষা দিয়া থাকেন।

প্রজাহিতকর কার্য্যে অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকিলেও, সম্রাজ্ঞী তাঁহার পারিবারিক সংবাদাদি রাখিতে কখনও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। তিনি গৃহস্থালী বেশ ভালরূপ বোঝেন; সুগৃহিণী বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। দাস দাসীর প্রতি তাঁহার অসীম দয়া; কেহ পীড়াগ্রস্ত হইলে, তাহার সুপথ্য ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা তিনি নিজেই করিয়া থাকেন। আশ্রিত সকল ব্যক্তিই যাহাতে তাঁহার পরিবারের মধ্যে সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। সম্রাজ্ঞীর সৌন্দর্য্য-জ্ঞানও যথেষ্ট; কোন্ স্থানে কোন্ দ্রব্যটি স্থাপন করিলে, গৃহের শোভা বৃদ্ধি হইবে, তাহা তিনি সহজেই অনুমান করিতে পারেন। কোনও নূতন চিত্র তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিলে, তিনি তন্মুহূর্ত্তেই তাহার দোষ গুণের বিচার করিয়া দিতে পারেন।

সম্রাজ্ঞীর নাটকাভিনয় দর্শনে বেশ রুচি আছে। বিগত কুড়ি বৎসরে যতগুলি হৃদয়গ্রাহী ও জনপ্রিয় নাটক লিখিত হইয়াছে, তাহাদের প্রায় সকল গুলিরই অভিনয় তিনি দর্শন করিয়াছেন। চরিত্রাঙ্কণের দোষ গুণের সমালোচনায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইদানীং তিনি আর সঙ্গীত-বিদ্যা চর্চ্চা করিবার সময় পান না, তবে সময়ে সময়ে সুমধুর গীতি-নাট্যের অভিনয় দর্শন করিয়া থাকেন।

তিনি ষোড়শ বর্ষ বয়স হইতেই পুস্তক পাঠ করিতে ভাল বাসেন। পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের সহিত বিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করেন। কোনও বিষয় বুঝিতে না পারিলে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে লজ্জাবোধ করেন না। ইঁহার স্মৃতি-শক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ। তিনি একবার যে বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম করেন, আর কখনও তাহা বিস্মৃত হন না।

সম্রাজ্ঞী ইংলণ্ড-জাত পণ্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিদেশী দ্রব্য তিনি অল্পই ব্যবহার করেন। ইংলণ্ডের রেশম-ব্যবসায়ের উন্নতির দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। এই ব্যবসায়ের উন্নতি-কল্পে, ইংরাজ মহিলাগণের যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল, রাণী মেরি, তাঁহার জননীর মৃত্যুর পর হইতে, সেই সমিতির সভাপতির কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। রাজ্যাভিষেকের পর তাঁহাকে সভাপতিত্ব ত্যাগ করিতে হইলেও, এই সমিতির কার্য্যের সহিত এখনও তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি আছে।

রাজ্যাভিষেকের কিছুকাল পরেই, রাণী মেরির দ্বিতীয় ভ্রাতা প্রিন্স ফ্রান্সিস ইহলোক ত্যাগ করেন। প্রিন্স ফ্রান্সিস হৃদয়বান্ পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার জন্য তিনি সকলেরই প্রশংসার পাত্র হইয়াছিলেন। এক সময় মিড্‌লসেক্স হাঁস-পাতালের কার্য্য-পরিচালনার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। প্রিন্স দেখিলেন, হাঁসপাতালের প্রায় তিন লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে তিনি কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হইলেন না।

এরূপ দক্ষতার সহিত তিনি কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইয়া গেল। ঋণ-পরিশোধ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই; দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করিয়া হাঁসপাতালের তহবিলে অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়া দিয়াছিলেন। এরূপ কার্য্যদক্ষ ও পরহিতব্রত সহোদরের মৃত্যুতে সম্রাজ্ঞী অত্যন্ত শোকাভিভূতা হইয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি থাকার জন্য তিনি শীঘ্রই চিত্তকে স্থির করিতে পারিয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞী জীবনে কখনও কোন কারণেই কর্ত্তব্য কর্ম্মে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই।

বর্ত্তমান বৎসরে, এই পবিত্র-হৃদয়া সম্রাজ্ঞী, তীক্ষ্ণদর্শী ও উদারচেতা সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সহিত, পুণ্য-ক্ষেত্র ভারতের রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। ইহার ফলে ভারতের যে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি-সাধন হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী তাঁহাদের সৌজন্যতায় সমগ্র ভারতবাসীকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন। সকলে কায়মনোবাক্যে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন যেন ইঁহারা দীর্ঘজীবী ও চিরসুখী হয়েন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সন্তানসন্ততিগণ বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এবং সৎসংসর্গে থাকিয়া, অতি অল্প বয়সেই চরিত্র-বলে বলীয়ান্ হইয়াছেন। যুবরাজ এডওয়ার্ডের বয়ঃক্রম এক্ষণে ১৮ বৎসর ৭ মাস মাত্র। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হেতু, ইনি অল্প সময়ের মধ্যেই বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন। ইঁহার হৃদয় দয়ায় পরিপূর্ণ। প্রতি বৎসর বড়দিনের উৎসবের সময়, ইনি দরিদ্র বালক বালিকাদিগকে নানাবিধ দ্রব্য বিতরণ করিয়া হৃদয়ে প্রীতি অনুভব করেন। ইনি নম্রতা ও বাধ্যতা গুণে সকলেরই প্রিয়ভাজন হইয়াছেন। স্বর্গীয় সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। এক দিন তিনি পৌত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—"তুমি কি পড়িতেছিলে ?" যুবরাজ উত্তর দিয়াছিলেন ঃ—"পার্কিন ওয়ারবেকের গল্প পড়িতেছিলাম ; পার্কিন ওয়ারবেক সাধারণ ভদ্র লোকের ঘরের ছেলে কিন্তু সে রাজবংশ-সম্ভূত বলিয়া ভাণ করিত।" স্বর্গীয় সম্রাট পৌত্রের এই উত্তর শ্রবণে আনন্দিত হইয়া হাস্য করিয়াছিলেন। যুবরাজের শৈশবকালের আর একটি ঘটনা এস্থলে উল্লেখ-যোগ্য। এক দিন তিনি জনক-জননীর সহিত একত্রে আহার করিতে বসিয়া, প্রথমেই ভৃত্যকে শীতল জল আনয়ন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। সম্রাজ্ঞী বলিলেন ঃ—"তুমি এখনও

কিছুমাত্র আহার কর নাই, তবে শীতল জল লইয়া কি করিবে ?” চারি বৎসর বয়স্ক প্রিন্স এডওয়ার্ড উত্তর করিয়াছিলেন ;—“লেবু খাওয়ার পর, হাত ধুইবার জন্য জল চাহিতেছি।” যুবরাজকে প্রত্যহ প্রাতে লেবু খাইতে দেওয়া হইত। এক্ষণে যুবরাজের উত্তর শ্রবণে সকলে বুঝিতে পারিলেন যে ভ্রমক্রমে সে দিবস তাঁহাকে লেবু দেওয়া হয় নাই।

যুবরাজের বয়স যখন সাত বৎসর মাত্র, তখন ‘ডিউক অব ইয়র্ক’ স্কুলের ছাত্রগণ তাঁহাকে স্কুলের ক্ষুদ্র-ইতিহাস-সম্বলিত একখানি চিত্রপুস্তক উপহার দিয়াছিল। যুবরাজ সানন্দ অন্তরে এই উপহার গ্রহণ করিয়া তাহাদের সকলকেই ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট সন্তানদিগকে ভদ্রতা ও সামাজিকতা শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন। শৈশবকালে যুবরাজ একদিন পিতার সহিত ‘ক্রেসেণ্ট’ নামক রণতরী দেখিতে গিয়াছিলেন। জাহাজের কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে খেলিবার জন্য একখানি ছোট তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। সম্রাট কুমারকে বলিলেন ঃ—“এই উপহারের জন্য কর্ম্মচারীগণকে তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।” জনকের এই কথা শ্রবণ করিয়া, যুবরাজ তৎক্ষণাৎ একখানি চেয়ারের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্পষ্টভাবে বলিলেন ঃ— “এই সুন্দর তরবারির জন্য আমি আপনাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। অদ্যকার এই কথা স্মরণ রাখিবার জন্য আমি

চিরদিন তরবারিখানিকে সযত্নে তুলিয়া রাখিব।" যুবরাজের জীবনে ইহাই সম্ভবতঃ তাঁহার প্রথম বক্তৃতা।

যুবরাজ এবং তাঁহার সহোদরগণ সকলেই 'ফুটবল', 'ক্রিকেট' ইত্যাদি বিবিধ স্বাস্থ্যপ্রদ ক্রীড়ায় বিশেষ নিপুণ হইয়াছেন। একাদশ বর্ষ বয়সে যুবরাজ ফ্রগমোর নামক স্থানে প্রথম ক্রিকেট ম্যাচ খেলিয়াছিলেন। তিনি 'র‍্যাকেট' ও 'টেনিস' খেলাতেও পটুতা লাভ করিয়াছেন। লক্ষ্য-বেধেও তিনি সিদ্ধহস্ত। গত বৎসর তিনি ১০টা হরিণ শিকার করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে তিনি 'অসবর্ণ' কলেজে ভর্ত্তি হন এবং তথায় দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া অবশেষে ডার্টমাউথে গমন করেন। যুবরাজ সহপাঠীদিগের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর বড়ই মধুর।

যুবরাজ ভূমিষ্ঠ হইবার পর, লর্ড রোজবেরি আনন্দ প্রকাশ করিবার সময় বলিয়াছিলেন "ফরাসী দেশের পুরাতন কাহিনী হইতে জানা যায় যে, তথাকার সম্রাটের পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে, সেই নবজাত শিশুকে একটী মহৎ উপাধি প্রদান করা হইত। আমার মনে হয় সে উপাধি অপেক্ষা মহত্তর ও অধিক হৃদয়-গ্রাহী উপাধি আর কিছুই হইতে পারে না। সম্রাটের পুত্র-গণকে 'ফরাসির পুত্র' উপাধিতে বিভূষিত করা হইত। আমরা কি আশা করিতে পারি না যে, এই নবজাত কুমার একদিন প্রকৃত গ্রেটব্রিটনের পুত্র বলিয়া পরিচিত হইবেন এবং এই উচ্চ উপাধির আনুসঙ্গিক দায়িত্ব গুলিও গ্রহণ করিবার উপযুক্ত

হইবেন।" যুবরাজ বাল্যকাল হইতেই যেরূপ নিষ্কলঙ্ক জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ-জীবনে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হইবেন। নবজাত শিশু সম্বন্ধে লর্ড রোজবেরি যে আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঈশ্বরের কৃপায় সে আশা যে সফল হইবে, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সম্রাজ্ঞী তাঁহার কন্যাকেও ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন। রাজকুমারীর জন্য একটী পৃথক শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রিন্সেস মেরি অপরাপর বালিকা-গণের সহিত একত্রে বিদ্যালয়ে গমন করেন। সরল ব্যবহারে ও মধুর আলাপনে, তিনি সমবয়স্কা সকল বালিকারই ভালবাসার পাত্রী হইয়াছেন। ইঁহার দয়া অত্যন্ত অধিক। গত বৎসর 'নীড্‌লওয়ার্ক গিল্ড' নামক দাতব্য-আলয়ে ইনি প্রায় ৭০০ দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশবর্ষীয়া রাজকুমারী এই দাতব্য-আলয়ের সহকারী সভাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়ার পর সম্রাজ্ঞীর আরও তিনটী পুত্রের জন্ম হয়। ইঁহারাও শৈশব হইতেই সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন; এবং ইহাঁদের স্বভাব বেশ নির্ম্মল হইয়াছে। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সন্তানসন্ততিগণ ভবিষ্যতে যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও সৌজন্যতায় জন-সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইবেন, তাহা সম্পূর্ণরূপ আশা করা যাইতে পারে। পরমেশ্বর যুবরাজ এবং তাঁহার সহোদর সহোদরা-দিগকে দীর্ঘজীবী ও সুখী করুন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষের যে কি মহান্ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা মনে মনে আলোচনা করিলে, ইংরাজের প্রতি স্বতঃই সকলের প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। ব্রিটিশ শাসন ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরমেশ্বরের সহায়তায়, ইংরাজ এই শাসন ভারতে প্রবর্ত্তিত করিয়া, ভারতবাসীর প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব্বে ও প্রারম্ভে সমগ্র দেশে যে ঘোর অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল, এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। ইংরাজ শাসনের ফলে সমগ্র ভারতে পূর্ণ শান্তি বিরাজিত। এই শান্তির ফলেই ভারতে বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী একত্রিশ কোটি নরনারীকে লইয়া একটি মহাজাতি সংগঠন করিবার কল্পনা সম্ভবপর হইয়াছে। ইংরাজ শাসন প্রবর্ত্তিত না হইলে, ভারতে জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভবপর হইত না। বিভিন্ন প্রদেশ সমূহে ইরাজি শিক্ষার প্রচলন এবং একই প্রকার শাসন-প্রণালীর প্রবর্ত্তন হওয়ায়, ভারতে একতা—জাতীয়তার উন্মেষ পরিলক্ষিত হইতেছে। ভারতবাসী ধর্ম্মগত ও স্বার্থগত পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া দেশের দৈহিক, মানসিক ও আর্থিক উন্নতি সাধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। ইংরাজ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে এবং সহানুভূতির সহিত রাজ্য শাসন করিতেছেন বলিয়াই, ভারতের এই মহা শুভদিন সমুপস্থিত।

ইংরাজ-শাসনের ফলে ভারতবাসী যে সকল মূল্যবান অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইটী বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য ; প্রথম, 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা' এবং দ্বিতীয়, 'আইনের চক্ষে সকল ব্যক্তির সমানতা'। কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, কি ধনী, কি নির্ধন, প্রত্যেক ভারতবাসীই ইংরাজের এই দুইটী দানের উপকারিতা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতেছে। দেশ জুড়িয়া পূর্ণ শান্তি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং আইনের চক্ষে সকল ব্যক্তির সমানতা—এই তিনটী দানকেই প্রধানতঃ ভারতবর্ষে ইংরাজ-শাসনের দৃঢ় ভিত্তি স্বরূপ বলা যাইতে পারে।

ইংরাজ, ভারতের শাসন-ভার গ্রহণ করিয়া, দেশ-হিতকর বহু কার্য্যের অনুষ্ঠান কবিয়াছেন। সমগ্র দেশে বেল রাস্তা নির্ম্মিত হওয়ায়, বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। অসংখ্য স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার হইয়াছে। ইংরাজ-শাসনের পূর্ব্বে, দেশে বড় বড় সংস্কৃত টোল ছিল সত্য, কিন্তু ভারতের জনসংখ্যাব তুলনায়, টোলের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। অতি অল্প-সংখ্যক ব্যক্তিই উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। দেশের সাধারণ প্রজাবর্গের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার একবারেই ছিল না। ইংরাজ-শাসনকালে দেশে অসংখ্য স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, সাধারণ প্রজাবর্গ অতি অল্প ব্যয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার সুবিধা পাইয়াছেন। ভারতের ইতিহাস পড়িলে, ছোটনাগপুর বিভাগে যে কখনও শিক্ষার বিস্তার হইয়াছিল,

তাহা মনে হয় না, কিন্তু এক্ষণে ইংরাজের শাসন-গুণে, এই প্রদেশের অসভ্য 'জঙ্গলি' সাঁওতাল, কোল, ভিল প্রভৃতি আদিমজাতিগুলিও সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতেছে। এতদ্ভিন্ন দাতব্য চিকিৎসালয় ও ডাকঘরের প্রতিষ্ঠা হওয়ায়, ভারতবাসীর প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে, বহুস্থানে 'খাল' খনন করান হইয়াছে এবং কৃষিজীবীদিগকে অতি সামান্য সুদে টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বঙ্গদেশে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের" ফলে প্রজা ও জমিদার চির-সুখ-শান্তি লাভ করিয়াছে।

ইংরাজ, ভারতীয় প্রজাকে শাসন-কার্য্য শিক্ষা দিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এতদভিপ্রায়ে নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক স্থানে ভারতবাসীকে 'স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন' প্রদান এবং শিক্ষিত ব্যক্তি-গণকে গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদ সমূহে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রণা-সভাগুলিতে ভারতবাসী-সদস্যের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে, ভারতে সংবাদ পত্রের প্রচলন ছিল না। মুদ্রা-যন্ত্রের প্রচলনে এবং ইহার স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠায়, ভারতবাসীর যে কত উপকার সাধিত হইতেছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। প্রজাবর্গ অনায়াসে নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে পারে, এবং গবর্ণমেণ্টের কোনও আইন, তাহাদের স্বার্থের ক্ষতিকর

বিবেচিত হইলে, স্বাধীনভাবে সে আইন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারে।

ভারতে ইংরাজ-শাসনের প্রবর্ত্তনে, দেশীয় নরপতিবৃন্দ সবিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য, তাঁহাদিগকে আর কোনও প্রকার চিন্তাই করিতে হয় না। ইংরাজ তাঁহাদের রাজ্য-রক্ষার ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফলে দেশীয় রাজ্যগুলিতে এক্ষণে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় রাজন্যগণ ইংরাজের সুপরামর্শে রাজ্য শাসন করিয়া, নিজ নিজ রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতেছেন।

পরমেশ্বর সদাশয় ইংরাজ-রাজের সর্ব্বপ্রকার কুশল সাধন করুন।

পরিশিষ্ট (ক)।

লর্ড হার্ডিঞ্জ—ইনি ভারতবর্ষের বর্ত্তমান মহামাননীয় বড়লাট বাহাদুর। ইনি তীক্ষ্ণধী, দূরদর্শী, স্বাধীনচেতা, গুণ-গ্রাহী এবং প্রজা-রঞ্জক শাসনকর্ত্তা। ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি ইঁহার অত্যন্ত অধিক। ১৯১০ খৃঃ অব্দে ইনি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই ইনি ভারতবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। ইঁহার একজন পূর্ব্বপুরুষ ১৮৪৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৪৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতে বড় লাটের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতের বড়লাটদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম শিক্ষিত ভারতবাসীকে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরূপে নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিয়া যান। ভারতে শিক্ষা বিস্তার কারবার জন্যও তিনি প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। ভারতীয় সৈনিক বিভাগের তিনি ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতের প্রাচীন মন্দিরাদি সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং আগ্রার তাজমহলের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য, বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, ভারতের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তিনি একজন অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন। ওয়াটারলুর ভীষণ যুদ্ধে তাঁহার নির্ভীকতা ও রণ-কৌশল দেখিয়া, ডিউক অব ওয়েলিংটন তাঁহাকে মহাবীর নেপোলিয়নের তরবারিখানি পুরস্কার-স্বরূপ দান করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান বড়লাট বাহাদুর ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ক্যাম্বিজের ট্রিনিটি কলেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া, ১৮৮০ খৃঃ অব্দে ইনি রাজনৈতিক বিভাগে কার্য্য গ্রহণ করেন। ইঁহার কার্য্য-দক্ষতায় মুগ্ধ

হইয়া, গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে বহু উচ্চ উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছেন। ইনি একজন অসাধারণ ভাষাবিৎ পণ্ডিত। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের সমভিব্যাহারে, ইনি ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য-সমূহে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে ইউরোপীয় শক্তি সমূহের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব সংস্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে ইনি 'প্রথম ব্যারন' আলিংটনের সুশিক্ষিতা ও উন্নত-হৃদয়া কন্যা মাননীয়া উইনিফ্রেড ষ্টর্টকে বিবাহ করেন। লেডি হার্ডিঞ্জ অতিশয় দয়াবতী; ভারতমহিলাকে তিনি নিজ ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করেন। বর্ত্তমান বড়লাট বাহাদুরের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাননীয় এডওয়ার্ড চার্লস হার্ডিঞ্জ ১৮৯২ খৃঃ অব্দে ৩রা মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, ইঁহার স্বভাব বেশ নির্ম্মল হইয়াছে। ভবিষ্যতে ইনিও যে পিতার ন্যায় জন-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পরিশিষ্ট (খ)।

বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগ।

মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল, ইত্যাদি—ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বলতম রত্ন। ইঁহার ন্যায় অঙ্কশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ভারতবর্ষে আর কেহই নাই। অঙ্কশাস্ত্রের কতকগুলি কঠিন প্রশ্নের সমাধান করিয়া, ইনি জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ক্যাম্ব্রিজের বিখ্যাত পণ্ডিতগণ যে সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, ইনি তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে সে সকল দুরূহ বিষয়ের

অনায়াসে সুমীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। ইহাঁর নাম ও ইহাঁর সমাধান-গুলি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় গ্রন্থ-সমূহে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রভাবে সমগ্র ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচার-পতির পদে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলারের পদে নিযুক্ত আছেন। হাইকোর্টে ইনি সুবিচারক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ইনি দুইবার বঙ্গের মন্ত্রণাসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং তৃতীয়বার কলিকাতা মিউনি-সিপালিটি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে ইনি ভারতীয় মন্ত্রণা-সভায় সদস্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় ইহাঁর বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি আছে।

১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে ভবানীপুরে ইহাঁর জন্ম হয়। ভাগীরথী নদী-তীরে জিরুট বলাগড় নামক গ্রামে ইহাঁদের আদি বাসস্থান ছিল। ইহাঁর পিতা স্বর্গীয় ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চিকিৎসা-ব্যবসায় উপলক্ষে কলিকাতা আগমন করিয়া ভবানীপুরে বাস করেন। তিনি একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। দানশীলতার জন্য সাধারণের নিকট তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল।

মাননীয় এ, আর্ল মহোদয় সি, এস, আই ইত্যাদি—ইনি কিছু-কালের জন্য বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। শিক্ষা বিভাগের সংস্কার সাধন করিয়া ইনি সকলের নিকট কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইনি এক্ষণে ভারত গবর্ণমেন্টের হোম সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত আছেন। ভারতবাসীর প্রতি ইহাঁর আন্তরিক সহানুভূতি আছে। ইনি যখন মানভূম জেলার ডেপুটি

কমিশনারের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন ইনি তত্রত্য অধিবাসীগণের মঙ্গলের জন্য বহুবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মানভূম জেলার অধিবাসীগণ এখনও তাঁহার সুযশ গাহিয়া থাকে। ইনি এক জন স্বাধীনচেতা এবং গুণগ্রাহী রাজ কর্ম্মচারী।

মাননীয় জি, ডবলিউ, কুচলার, এম, এ, সি, আই, ই—ইনি এক্ষণে বঙ্গের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত আছেন। ইনি বিজ্ঞান-শাস্ত্রে মহা পণ্ডিত। পূর্ব্বে ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া বিশেষ যশোলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার হৃদয় সহানুভূতিপূর্ণ; দেশে যাহাতে সুশিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার হয়, তদ্বিষয়ে ইঁহার বিশেষ লক্ষ্য আছে। ইঁহার কার্য্যকালে বঙ্গদেশে শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে।

পরিশিষ্ট (গ)।

ভারতের কতিপয় রাজা, মহারাজা ও জমিদারের পরিচয়।

হায়দ্রাবাদের স্বর্গীয় নিজাম বাহাদুর, মির সার মাহবুব আলি খাঁ, ফতে জং ইনি একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন এবং প্রজারঞ্জক নরপতি। ইঁহার রাজত্বে অনেক হিন্দুর বাস। বঙ্গদেশের অনেকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি ইঁহার রাজত্বে রাজকর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত আছেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট রিপণ মহোদয় ইঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। ইঁহার রাজ্যের পরিমাণ ৮২,৬৯৮ বর্গ মাইল এবং জন-সংখ্যা এক কোটি দশ লক্ষ। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার

উপযুক্ত পুত্র নবাব মির সার ওসমান আলি খান বাহাদুর হায়দ্রাবাদ রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। ইনি একজন উন্নত-হৃদয় এবং সরল-স্বভাব নরপতি। দিল্লীর দরবারে ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রথম সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সকাশে গমন করিয়া রাজ-ভক্তি জ্ঞাপন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহারাজা সার কৃষ্ণরাজা ওয়াদিয়ার বাহাদুর, জি, সি. এস, আই—ইনি মহীশূর রাজ্যের বিচক্ষণ নরপতি। ১৯০৩ সালের ও ১৯১১ সালের দিল্লীর দরবারে ইনি উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহার রাজ্যে শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার হইয়াছে। প্রজাবর্গের মঙ্গলের দিকে ইঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ যুবরাজ অবস্থায় ১৯০৬ খৃঃ অব্দে ইঁহার রাজ্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি একজন মহানুভব নরপতি। রাজ্যের পরিমাণ ২৯,৪৪৪ বর্গ মাইল এবং জন-সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ।

জয়পুর—রাজ-রাজেন্দ্র শ্রী মহারাজাধিরাজ সার সওয়াই মাধো সিং বাহাদুর, কে, জি, সি, এস আই; জি, সি, আই, ই; জি, সি, ভি, ও; এল, এল, ডি ইত্যাদি—ইনি জয়পুর রাজ্যের বর্ত্তমান অধিপতি। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালেই ইনি দয়াশীলতার জন্য জনসাধারণের অত্যন্ত প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। রামায়ণ-প্রথিত অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র ইঁহাদের বংশের আদি পুরুষ। এই বংশসম্ভূত মহারাজা জয়সিংহ ১৭২৮ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান রাজধানী 'জয়পুর' নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রাচীন রাজধানী 'অম্বর' ১১৫০ খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মহারাজা দশ জন সভ্য লইয়া একটি মন্ত্রণাসভা গঠন করিয়াছেন এবং এই সদস্যগণের পরামর্শ লইয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। ইঁহার রাজ্যের পরিমাণ ১৫,৫৭৯ বর্গ মাইল;

এবং জনসংখ্যা সর্ব্বসমেত ২৬,৫৮,৬৬৬। ইনি একজন জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ নরপতি। ইংরাজ-রাজের প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় ভক্তি আছে; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণ কামনায় ইনি বহুবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ইঁহার দানশীলতার কথা শ্রবণ করিলে ইঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া প্রতীতি জন্মে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভারতবাসীর সাহায্য-কল্পে ইনি ষোল লক্ষ টাকা দান করিয়া একটি দুর্ভিক্ষ ফণ্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে তিনি এই ফণ্ডে আরও চারি লক্ষ টাকা দান করেন। বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ১৯০৫ খৃঃ অব্দে যুবরাজ অবস্থায় যখন জয়পুর রাজ্যে আগমন করেন, তখন তাঁহার সম্মানের জন্য, মহারাজা এই ফণ্ডে তিন লক্ষ টাকা দান করেন; এবং সেই সময় আমাদের সম্রাজ্ঞী মেরির সম্মানার্থ, ইঁহার প্রধানা মহিষী এই ফণ্ডে এক লক্ষ টাকা দান করেন। ট্রান্সভাল যুদ্ধের সময়, মহারাজা, গবর্ণমেণ্টকে এক লক্ষ টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন এবং লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইন্সটিটিউটের উন্নতি-কল্পে তিন লক্ষ টাকা দান করেন। এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান ইংলণ্ডেশ্বরের রাজ্যাভিষেকের সময় এবং অপরাপর ক্ষেত্রে, ইনি বহুলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ইনি একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকের সময়, ইনি যখন ইংলণ্ড গমন করেন, তখন একখানি সমগ্র জাহাজ ভাড়া করিয়া, তাহাতে ভারতবর্ষ হইতে পানীয় জল এবং সকল খাদ্যদ্রব্যাদি বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ইনি রাজ্য-মধ্যে অনেকগুলি সৈন্য রক্ষা করেন। ভগবানের কৃপায় ইনি দীর্ঘজীবন লাভ করুন, ইহাই ভারতবাসীর আন্তরিক কামনা।

উদয়পুরের মহারাজা ফতেসিং, জি, সি, এস, আই, জি, সি আই, ই, গোয়ালিয়রের মহারাজা সিন্ধিয়া, ভোপালের বেগম সাহেবা,

বরোদার গায়কওয়াড় এবং যোধপুর, বিকানির, অর্চ্চা, নাভা, পাতিয়ালা প্রভৃতি স্থানের নরপতিগণ সুশাসন দ্বারা নিজ নিজ রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ভারতে প্রায় ৭০০ দেশীয় রাজা আছেন। সকলের নামোল্লেখ এস্থলে অসম্ভব।

বঙ্গদেশ—স্বর্গীয় মহারাজা সার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, জি, সি, আই, ই; সি, বি, ইত্যাদি—ইনি একজন সদাশয় ও মহানুভব রাজা ছিলেন। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। দশ বৎসর বয়সে ইনি একটি ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে ইনি মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেনের দুহিতা শ্রীমতী সুনীতিবালা দেবীর পাণি-গ্রহণ করেন। বিবাহের পর, ইনি ইংলণ্ডে গিয়া উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হন। পাশ্চাত্য সভ্যতালোকে ইহাঁর হৃদয় আলোকিত ছিল। ইনি জনসাধারণের উপকারার্থে নিজ রাজ্যমধ্যে 'ভিক্টোরিয়া কলেজ' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইনি ইংলণ্ডের রাজ পরিবারের নিকট বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের লর্ড বংশীয় ভদ্র মহোদয়গণ ইঁহাকে বন্ধুভাবে ভালবাসিতেন। ইহাঁর মৃত্যুর পর, ইঁহার সুযোগ্য পুত্র মহারাজা রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর কুচবিহারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। ইনি অল্প বয়সেই রাজনীতিজ্ঞতা ও বিচার-ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রজাদিগের প্রতি ইঁহার সহানুভূতি অত্যন্ত অধিক। ইনি সরল ও ভদ্র ব্যবহারের জন্য সকলেরই প্রিয়-ভাজন হইয়াছেন।

ময়ুরভঞ্জ—মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ দেও—ইনি একজন উচ্চ-শিক্ষিত ও মহানুভব নরপতি। ময়ুরভঞ্জের রাজবংশ অতিশয় প্রাচীন। প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে, জয়সিংহ নামে রাজপুতানার জয়পুর-পতির কোনও আত্মীয় এখানে আসিয়া বাস করেন। তিনিই এই

বংশের আদিপুরুষ। ইঁহাদের রাজ্যের পরিমাণ ৪২৩৪ বর্গ মাইল; জনসংখ্যা সর্ব্বসমেত ৬,১০,২৮৬। বর্ত্তমান মহারাজা ১৮৭২ খৃঃ অব্দে বারিপদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং কটক কলেজে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ইঁহার রাজ্যে শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ৩২০টী স্কুলে প্রায় সাত সহস্র ছাত্র বিদ্যালাভ করিতেছে। ইনি অনেক প্রাচীন দেবমন্দিরের সংস্কার সাধন করিয়া হিন্দুদিগের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

বঙ্গদেশের নরপতিবৃন্দের মধ্যে ত্রিপুরার মহারাজা ও বেনারেসের মহারাজার নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নবাব বাহাদুর সার ওয়াসিফ আলি মির্জ্জা, কে, সি, এস, আই—মুর্শিদাবাদ—

স্বর্গীয় নবাব সার কাদের সৈয়দ হাসান আলি বাহাদুরের মৃত্যুর পর, ইনি 'গদিতে' আরোহণ করিয়াছেন। প্রজা-হিতকর কার্য্যে ইঁহার যথেষ্ট আস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহার দানশীলতাও প্রশংসনীয়।

দ্বারবঙ্গ—মহারাজা সার রামেশ্বর সিং বাহাদুর, কে, সি, আই, ই। ভারতীয় মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের ইনি শীর্ষ-স্থানীয়। ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে ইঁহার ভ্রাতার মৃত্যুর পর, ইনি দ্বারবঙ্গের 'গদিতে' প্রতিষ্ঠিত হয়েন। প্রজা-হিতকর বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া,ইনি বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। ধর্ম্মে ইঁহার বিলক্ষণ মতি আছে; হিন্দু জাতির এবং হিন্দুধর্ম্মের উন্নতির জন্য ইনি দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছেন। বিপুল-বিভবশালী হইলেও, ইঁহার মনে কিছুমাত্র অহঙ্কার নাই। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি দ্বারবঙ্গ, মজঃফরপুর এবং বেনারসের স্কুল ও কলেজ সমূহে ভর্ত্তি হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন।

১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে ভারতীয় ষ্টাটুটারি সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ইনি এ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে, দ্বারবঙ্গ এষ্টেটের কার্য্য পরিচালনার ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত হওয়ায়, ইঁহাকে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ভারতীয় মন্ত্রণা-সভাতে ইনি পাঁচবার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সমিতির সভাপতির পদে ইনি ছয়বার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি এক্ষণে বঙ্গীয় জমীদার সভার সভাপতির পদে নিযুক্ত আছেন। ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের ইনি চিরস্থায়ী সভাপতি। কামাখ্যা, সিলেট এবং হিন্দু-দিগের অপরাপর তীর্থস্থান সমূহে ইনি অনেক আশ্রম এবং দেব-মন্দিরের সংস্কার সাধন করিয়াছেন।

ইনি প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া, বিখ্যাত 'রাজনগর প্রাসাদ' নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। মোগল রাজত্বের পর, অদ্যাবধি এরূপ সুরম্য প্রাসাদ বঙ্গদেশে আর নির্ম্মিত হয় নাই।

ইনি দশটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও অনেক গুলি বিদ্যাগারের ব্যয়-ভার স্বয়ং বহন করেন। গদিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, এতাবৎ-কাল পর্য্যন্ত সাধারণের উপকারার্থে ইনি প্রায় চৌদ্দলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান।

মহারাজাধিরাজ মাননীয় বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর কে, সি, এস, আই—বর্দ্ধমান রাজবংশ অতি প্রাচীন। মোগল সম্রাট আওরঙ্গ-জেবের রাজত্বকালে, আবু রায় নামক এক জন কাপুর ক্ষত্রিয় পঞ্জাবের অন্তর্গত লাহোর নগর হইতে আগমন করিয়া, বঙ্গদেশে বাস করিয়াছি-

লেন। ইনি বর্দ্ধমানের 'চৌধুরি' ও 'কোতওয়াল' নিযুক্ত হইয়া বহু বিভব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার একজন বংশধর, চিত্রসেন রায়, দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহের সময়, 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার মৃত্যুর পর ১৭৪৪ খ্রীঃ অব্দে, তিলক চন্দ্র রায় বর্দ্ধমান ষ্টেটের উত্তরাধিকারী হন। তিলক চন্দ্র 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ৫০০০ পদাতিক এবং ৩০০০ অশ্বারোহী সৈন্য রাখিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদবধি বংশানুক্রমে ইঁহারা মহারাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত আছেন। ইংরাজ-রাজত্ব সময়ে সর্ব্বপ্রথম ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দে বড়লাট লর্ড বেণ্টিক বাহাদুর ইঁহাদের 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি অনুমোদন করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান মহারাজা বিজয়চাঁদ বাহাদুর ১৮৮১ খৃঃ অব্দে ১৯শে অক্টোবর তারিখ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে ইনি গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ায়, ভবিষ্যৎ জীবনে ইনি এতদূর তীক্ষ্ণদর্শী ও চরিত্রবান্ হইয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় ইঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে। ইনি দয়ালু, উন্নত-হৃদয় এবং প্রজা-রঞ্জক। ১৯০৬ খৃঃ অব্দে ইনি ইউরোপ গমন করিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মনি, আয়র্লণ্ড, ইতালি প্রভৃতি বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইনি বঙ্গদেশের ও ভারতের মন্ত্রণা সভাতে সদস্য পদে নিযুক্ত আছেন। ইনি মৃগয়াতে বিশেষ পটুতা লাভ করিয়াছেন। ইঁহার ইংরাজ-রাজের প্রতি ভক্তি বিশেষ প্রশংসনীয়। ইঁহার সাহসিকতা সকলেরই অনুকরণীয়। ইনি সরলতা ও উদারতার জন্য গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী গণের প্রীতি-ভাজন হইয়াছেন। ইনি ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন 'ইউরোপ-ভ্রমণ' নামক এক খানি পুস্তক ইঁহারই রচিত। এই সকল পুস্তকে ইনি চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বাংলা ১৩১২ সালে ভগবানের

কৃপায় ইঁহার একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার নাম রাখা হইয়াছে, উদয় চাঁদ মাহাতাব বাহাদুর।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর—ইনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শোভাবাজার রাজবংশ-সম্ভূত। এই বংশের আদিপুরুষ শ্রীহরি দেব মুর্শিদাবাদের সন্নিকটস্থ কানসোণা গ্রামে বাস করিতেন। ইঁহার বংশধরগণ মোগল শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামচরণ দেব কটকের দেওয়ান নিযুক্ত হন। দেওয়ান রামচরণের কনিষ্ঠ পুত্র নবকৃষ্ণ দেব তাঁহার অসীম প্রতিভা বলে বিপুল বিভব অর্জ্জন করিয়া জন সমাজে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। দিল্লীর সম্রাট সাহ আলম তাঁহাকে মহারাজা বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। তিনি চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য রাখিবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পারসি ও বাংলা ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি ইংরাজ শাসনকর্ত্তা ওয়ারেন হেষ্টিংশকে পারসি ভাষা শিক্ষা দিতেন এবং পরে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মুন্সির পদে নিযুক্ত হন। তীক্ষ্ণদর্শী মহারাজা নবকৃষ্ণ প্রথম হইতেই ভারতে ইংরাজ-শাসন-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি লর্ড ক্লাইব এবং ওয়ারেন হেষ্টিংশের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন হালসিবাগের তাম্বুতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন লর্ড ক্লাইব তাঁহাকে একটি গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়া কতকগুলি উপঢৌকন সহিত নবাবের নিকট প্রেরণ করেন। মহারাজা নবকৃষ্ণের যত্নে মিরজাফার এবং ক্লাইবের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। দিল্লীশ্বর সাহ আলম এবং অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহাতেও মহারাজা নবকৃষ্ণ বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মহারাজা বলবন্ত সিংহের সহিত বেনারস্ নগরের বন্দোবস্ত এবং

শিতাব রায়ের সহিত বেহার প্রদেশের বন্দোবস্ত তাঁহারই কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। কিছুকালের জন্য তিনি বর্দ্ধমানের নাবালক মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের অভিভাবকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ইংরাজদিগের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া, লর্ড ক্লাইব তাঁহাকে স্বর্ণ পদক উপহার দিয়াছিলেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংশ তাঁহাকে সুতানুটি তালুক চিরস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করিয়া দেন। মহারাজ নবকৃষ্ণ গোপীমোহন দেবকে পোষ্য পুত্র রূপে গ্রহণ করেন, কিন্তু পরে তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্রের নাম রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর। রাজা রাজকৃষ্ণের পুত্রদিগের মধ্যে মহারাজা কমলকৃষ্ণ, মহারাজা কালীকৃষ্ণ এবং মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর দেশ বিখ্যাত। মহারাজা কমলকৃষ্ণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে "গুণাকর" এবং "ভাস্কর" নামে দুইখানি বাংলা সংপাদপত্র পরিচালিত হইত। ইনি অতিশয় দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুর ইঁহার দানশীলতার জন্য ইঁহাকে বিশেষভাবে প্রশংসা করেন। ইনি দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে প্রায় ১৪০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় ইনি একটী অন্নছত্র স্থাপন করিয়া, অসংখ্য দরিদ্র ব্যক্তিকে অন্নদান করিয়াছিলেন। ভারতের বড়লাট বাহাদুর লর্ড লিটন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাকে 'মহারাজা' উপাধিতে বিভূষিত করেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর মহারাজা কমলকৃষ্ণের যোগ্য পুত্র। ইনি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার মহানুভব জনক ইঁহার সুশিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই সুশিক্ষার ফলে রাজা বাহাদুর এতদূর তীক্ষ্ণদর্শী ও বিচারক্ষম হইতে পারিয়াছেন। ইঁহার ন্যায় উন্নত-হৃদয়, পরোপকারী এবং দয়ালু ব্যক্তি অতিশয় বিরল।

কৈশোরে ইনি নিজভবনে একটি 'ডিবেটিং ক্লব' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সার উইলিয়াম হণ্টার, রেভরেণ্ড ডাঃ কে, এম, ব্যানার্জ্জি ডি. এল, সার আলেকজান্দর ম্যাকেন্‌জি, মিঃ এন, এন, ঘোষ প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই ক্লবের সভ্য-শ্রেণী-ভুক্ত ছিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি একটী দাতব্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতি হইতে সহস্র সহস্র অনাথ বালক ও অনাথিনী রমণী সাহায্য পাইয়াছে ও পাইতেছে। সমাজের যে এই সমিতি কর্ত্তৃক কত উপকার সাধিত হইতেছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা লইয়া যে আন্দোলন হইয়াছিল, রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর তাহার নেতা ছিলেন। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে অনুকূল ব্যবস্থা আনাইয়াছিলেন। জাতীয় মহাসমিতির শৈশব-কালে, তিনি সেই সমিতিতে যোগদান করিয়া, স্বদেশ-বাসীর কল্যাণের জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলের বিরুদ্ধে যে গভীর আন্দোলন হয়, রাজা বাহাদুর সেই আন্দোলনে কলিকাতাস্থ হিন্দুদিগের প্রতিনিধিরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কলিকাতায় যখন প্রথম প্লেগের টিকা দিবার ব্যবস্থা হয়, তখন জনসাধারণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজা বাহাদুরের সৎসাহস ও চরিত্রবল এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশ্বাস এতই অধিক যে সর্ব্বপ্রথম তিনি স্বয়ং এই টিকা লইয়া, জন-সাধারণকে প্লেগের টিকা লইতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

রাজা বাহাদুর বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ ইঁহার দ্বারাই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ইনি সাহিত্য সভা নামে আর একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার প্রায় সকল

ব্যয়ই ইনি স্বয়ং বহন করেন। এতদ্ভিন্ন ইনি অনেক গ্রন্থকারকে অর্থ সাহায্য করিয়া উৎসাহিত করিয়া থাকেন।

কলিকাতার 'বেঙ্গলী' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' রাজা বাহাদুরের সাহায্যেই দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হইয়াছিল। ইনি নিজ জমিদারি মধ্যে অনেকগুলি স্কুল, মাদ্রাশা ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যয়ভার নিজে বহন করেন।

রাজা বাহাদুর নিজেও বেশ সুশিক্ষিত। ইংরাজী ভাষায় কলিকাতার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, ইনি শিক্ষিত সমাজে অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন। কলিকাতা সম্বন্ধে এরূপ মূল্যবান গ্রন্থ অদ্যাবধি আর একখানিও বাহির হয় নাই। রাজা বাহাদুর কলিকাতা মিউনিশিপ্যালিটির গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচিত একজন কমিশনার। তিনি চব্বিশ পরগণা জেলাবোর্ডের সভ্য, সেণ্ট্রাল জেলের পরিদর্শক এবং মেয়ো হাঁসপাতালের 'গভর্ণর' নিযুক্ত আছেন।

রাজা বাহাদুর এরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হইলেও, তাঁহার মনে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই। কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেরই সাহত তিনি সাক্ষাৎ করেন এবং সুমিষ্ট আলাপন দ্বারা সকলকে পরিতুষ্ট করেন।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর স্বনামখ্যাত অঙ্ক-শাস্ত্র-বিশারদ স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পুণ্যবতী ও সুশিক্ষিতা দুহিতা শ্রীমতী জ্যোতিম্মতী দাসাকে বিবাহ করেন। রাণী জ্যোতিম্মতী রমণীকুল-শিরোমণি; ইঁহার সরলতা, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও পাতিব্রত্য রমণীকুলের অনুকরণীয়। ইনি কয়েকটী দরিদ্র সন্তানকে গৃহে রাখিয়া তাহাদের লেখা পড়া শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। রাণীর অন্তঃকরণ এতই মহৎ যে নিজ গর্ভজাত সন্তানসন্ততিদিগকে তিনি যেরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, এই সকল দরিদ্র সন্তানকেও তিনি সেইরূপ

স্নেহের চক্ষে দেখেন। রাণী জ্যোতির্ময়ীকে দরিদ্রদিগের জননী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রাজাবাহাদুরের অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার প্রফুল্লকৃষ্ণ দেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম, এ, পড়িতেছেন। ইঁহার হৃদয় সহানুভূতিপূর্ণ এবং স্বভাব বড়ই মধুর। সঙ্গীত-বিদ্যাতেও ইহাঁর অনুরাগ আছে। রাজাবাহাদুরের মধ্যম পুত্র কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব সহৃদয় ও উৎসাহী পুরুষ। তাঁহার তৃতীয় পুত্র কুমার প্রদ্যুম্নকৃষ্ণ দেব উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন।

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর—কাশিমবাজারের বিখ্যাত রাজবংশে ইঁহার জন্ম হয়। এই বংশ ওয়ারেন হেষ্টিংশের সময় হইতে রাজ-ভক্তির জন্য প্রসিদ্ধ। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী এই বংশ-সম্ভূতা ছিলেন। মহারাণী অসংখ্য দরিদ্রকে অর্থ সাহায্য করিয়া প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার দানশীলতার কথা বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই অবগত আছেন। মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীরও অন্তঃকরণ অতিশয় উচ্চ। সাধারণের মঙ্গল-জনক প্রায় সকল আন্দোলনেই ইনি আগ্রহের সহিত যোগ দান করেন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে যে তীব্র আন্দোলন হয়, ইনি তাহাতে যোগ দান করিয়াছিলেন। দেশবাসীর উপকারার্থে ইনি বহুবিধ সদনুষ্ঠান করিয়া সকলের প্রিয়ভাজন হইয়াছেন।

মহারাজা সার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর বাহাদুর—ইনি স্বনামধন্য স্বর্গীয় মহারাজা জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুত্র। ইঁহার কার্য্যদক্ষতা বিশেষ প্রশংসনীয়।

ইনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটিতে ছয় বৎসর কমিশনার পদে

নিযুক্ত ছিলেন। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেকের সময় ইনি কলিকাতার জন-সাধারণের প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। ইনি 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম' এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি মন্দিরের 'ট্রষ্টি' নিযুক্ত আছেন। ইনি এক জন কলিকাতার অনারারি প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট। ইনি উদার-স্বভাব এবং দানশীল জমিদার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইনি দেখিতে বড়ই সুন্দর এবং ইঁহার কথাবার্ত্তা বেশ সুমিষ্ট।

রাজা পিয়ারিমোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, সি, এস আই, উত্তরপাড়া—ইনি স্বনাম-ধন্য স্বাধীন-চেতা জমিদার। ইনি বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের অলঙ্কার-স্বরূপ। সরলতা ও উদারতার জন্য ইনি সকলেরই ভক্তিভাজন হইয়াছেন। ইঁহার সমগ্র জীবনটী দেশের ও জন-সাধারণের কল্যাণকর কার্য্যেই উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। ইঁহার পুত্র কুমার ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পিতার ন্যায়ই সরল ও উদার-স্বভাব। লক্ষ্য-বেধে ইনি সিদ্ধ-হস্ত; সুন্দরবনের নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে নির্ভীক চিত্তে প্রবেশ করিয়া, ইনি অনেকগুলি ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছেন। ইনি জমিদারি-সংক্রান্ত কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। প্রজার মঙ্গলের দিকে ইঁহার সবিশেষ দৃষ্টি থাকার জন্য, ইনি সকলেরই প্রিয়পাত্র হইতে পারিয়াছেন।

মহারাজা গিরিজানাথ রায়—দিনাজপুর—দিনাজপুরের রাজ-বংশ অতিশয় প্রাচীন। গৌড়েশ্বরের অধীনস্থ রাজা গণেশ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশ বদান্যতার জন্য চির-বিখ্যাত। বর্ত্তমান মহারাজা ১৮৬০ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বেনারস কলেজে পাঠ সমাপ্ত করেন। ইনি অতিশয় দানশীল; পঁচাত্তর হাজার টাকা ব্যয় করিয়া দিনাজপুরে একটি খাল খনন করাইয়া দিয়াছেন। অসংখ্য

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ইনি অর্থ দিয়া সাহায্য করেনএবং বহু-সংখ্যক স্কুল, পুস্তকাগার ইত্যাদির ব্যয়ভার বহন করেন। ইহাঁর ধর্ম্ম-নিষ্ঠা দেখিলে, ইহাঁর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হয়। ইহাঁর চরিত্রে কোনও রূপ কলঙ্ক নাই। ইনি এতদূর দয়ালু, যে কোনও ব্যক্তি বিপদে পড়িয়াছে শুনিলে, ইনি গোপনে তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া অর্থ সাহায্য করেন।

শ্রীযুক্ত পৃথ্বিচন্দ্র লাল চৌধুরি - ইনি পূর্ণিয়া জেলার একজন ধনাঢ্য জমিদার। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। পূর্ণিয়া জেলা স্কুলে ইনি বিদ্যা-শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি অল্প বয়সেই সরকারি কর্ম্মচারী-দিগের প্রীতি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে ইঁহার বেশ আগ্রহ আছে।

রায়বাহাদুর জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়—ইনি হুগলি জেলার অন্তর্গত উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার-বংশ-সম্ভূত। বাংলা ১২৬৫ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে স্বর্গীয় হরিহর মুখোপাধ্যায়ের ঔরসে ইহাঁর জন্ম হয়। ইঁহার পিতামহ ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অতিশয় দানশীল ছিলেন। তিনি উত্তরপাড়া ইংরাজী স্কুল, এবং দাতব্য-চিকিৎসালয়ের সুপরিচালনের জন্য কতকগুলি তালুক চিরস্থায়ীভাবে গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করেন। তিনি অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকেও অর্থ-সাহায্য দিয়া উৎসাহিত করিতেন। জ্যোৎকুমার বাবুও তাঁহার পিতামহের ন্যায় দানশীল এবং উদারচেতা। হাওড়াতে, বঙ্গের বর্ত্তমান ছোটলাট বাহাদুর সার ডিউকের সম্মানের জন্য, যে পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে ইনি বিংশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। 'রাজাপুর ড্রেনেজ স্কিমে' ইনি তিন লক্ষ টাকা দান করেন। ইঁহার এই দানের ফলে যে সকল খাল খনন করান হইয়াছে, তাহাতে কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি

হইয়াছে। প্রায় ত্রিশ বর্গ মাইল জমিতে, এই সকল খালের জলে, আবাদ হইয়া থাকে। ইনি উত্তরপাড়া গ্রামে জল সরবরাহের উন্নতি-কল্পে গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৩৫০০০৲ টাকা অর্পণ করেন। জন-হিতকর সকল প্রকার আন্দোলনেই ইনি আগ্রহের সহিত যোগদান করেন। ইনি অনেক গ্রন্থকারকে অর্থ-সাহায্য দিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। সাধারণের সহিত ইনি সরল ব্যবহার করেন। ইঁহার স্বভাবের মাধুর্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়। ইঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় নম্রতা ও সহৃদয়তা গুণে সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছেন।

রাজা দুর্গাপ্রসাদ সিং—মানভূম জেলার অন্তর্গত ঝরিয়া নামক স্থানের ইনি একজন বিখ্যাত জমিদার। ইনি বহুগুণ-বিমণ্ডিত বলিয়া সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। ইতি অতিশয় সরল-স্বভাব; ইঁহার হৃদয় সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ। সাধারণের কল্যাণের জন্য বহুবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ইনি সমগ্র ছোট নাগপুর বিভাগে যশস্বী হইয়াছেন। ইঁহার দানশীলতার কথা সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়াছে। ধানবাদ মহকুমায় 'জিণ্ডসে' পুস্তকাগার নির্ম্মাণের জন্য, ইনি ভূমি এবং দুই সহস্র টাকা দান করিয়াছেন এবং একটি দেব-মন্দির নির্ম্মাণের জন্যও কয়েক সহস্র টাকা সাহায্য করিয়াছেন। ঝরিয়াতে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার প্রায় সকল ব্যয়ই ইনি স্বয়ং বহন করেন। বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর সার বেকার ঝরিয়া গমন করিয়া ইঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুর তদুপলক্ষে বহু সহস্র অর্থ ব্যয় করিয়া ছোট নাগপুর বিভাগকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। ইনি অসংখ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে বৃত্তি দান করেন এবং উপযুক্ত গ্রন্থকারদিগকে অর্থসাহায্য দিয়া উৎসাহিত করিয়া থাকেন।

রাজা মন্মথ নাথ রায়চৌধুরি—ইনি সন্তোষের বিখ্যাত জমিদার-বংশ-সম্ভূত। এই বংশে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজা প্রতাপাদিত্য এবং রাজা বসন্ত রায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইঁহাদের যশোহরে বাসস্থান ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, ইঁহারা যশোহর ত্যাগ করেন এবং সন্তোষে আসিয়া বাস করেন। এই বংশ দানশীলতার জন্য চির-প্রসিদ্ধ।

রাজা মন্মথনাথ ইংরাজী ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় ইনি অতি সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারেন। ইঁহার বাগ্মিতার সকলেই প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইনি একটি কলেজ, একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং বহুসংখ্যক মধ্য ইংরাজী ও মধ্য বাঙ্গালা স্কুলের ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করেন। ময়মনসিংহে পশু-চিকিৎসার জন্য একটি হাঁসপাতাল-গৃহ ইনি নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। ইঁহার স্বভাব অতিশয় নির্ম্মল এবং ইনি প্রজাপালক জমিদার।

মানভূম—কাতরাসের বর্ত্তমান জমিদার মহোদয় অতিশয় পরোপ-কারী। ইনি ইংরাজি ভাষায় বেশ কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন। প্রজাহিতকর বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, ইনি সকলের প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন। ধনবান্ ব্যক্তি হইলেও, ইঁহার মনে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার ন্যায়ই উদার-স্বভাব। ইনি নিজ জমিদারের মধ্যে 'রাজা' বলিয়া পরিচিত।

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ সিং—ইনি টুণ্ডির ধর্ম্মনিষ্ঠ ও প্রজা-রঞ্জক জমিদার। বহু প্রাচীন কাল হইতে ইঁহাদের বংশ 'রাজ-বংশ' বলিয়া পরিচিত। ইঁহাদের 'রাজা' উপাধি গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত নহে। ইনি একটি মধ্য ইংরাজী স্কুলের প্রায় সমস্ত ব্যয় ভার নিজে বহন করেন।

ইঁহার জমিদারির মধ্যে যাহাতে শিক্ষার বিস্তার হয়, তদ্বিষয়ে ইহাঁর বিশেষ দৃষ্টি আছে। ইনি মৃগয়া কার্য্যে নিপুণতা লাভ করিয়াছেন। টুণ্ডির ব্যাঘ্র-সঙ্কুল নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে ইনি প্রায় ১০।১২টী ব্যাঘ্র এবং ২০।২৫টী ভল্লুক শিকার করিয়াছেন।

কুমার গোপাল দাস রায়—ইনি ভিতরবন্দের প্রাচীন জমিদার-বংশ-সম্ভূত। কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গেশ্বর আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে মহাত্মা ধরাধর মুনি এই বংশের আদিপুরুষ। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম আলিবর্দ্দি খাঁ বাহাদুর ইঁহাদিগকে 'রায় চৌধুরী সাহেব' খেতাব প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। নাটোর ময়মনসিংহ এবং রাজসাহির বিখ্যাত জমিদারদিগের সহিত ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কুমার বাহাদুরের স্বর্গীয় পিতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র রায় হৃদয়বান্ পুরুষ ছিলেন। তিনি দৈনিক প্রায় ৫০০ হইতে হাজার জন অতিথিকে আহার দিতেন। তিনি রাজ-ভক্তির জন্যও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ভোটান যুদ্ধের সময় গবর্ণমেণ্টের প্রায় দুই সহস্র সেনা কুড়িগ্রামের পথে যাইতে যাইতে ভিতরবন্দে কয়েক দিন বিশ্রাম করিয়াছিল। নিষ্ঠবান্ হিন্দু যোগেন্দ্র চন্দ্র অতিথিকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া, এই দুই সহস্র সেনার কয়েক দিন ধরিয়া, আতিথ্য সৎকার করিয়াছিলেন। যাহাতে তাহাদের কোনও বিষয়ে অসুবিধা না হয়, সেই জন্য তিনি স্বয়ং সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। ইনি সর্ব্বপ্রথম রংপুরে একটী মধ্য ইংরাজী স্কুল ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বলা বাহুল্য, কুমার বাহাদুরও পিতার ন্যায় উন্নত-হৃদয়, দয়াবান্ এবং দানশীল। ইনি কোনও কোনও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে বৃত্তি দান করেন এবং উপযুক্ত গ্রন্থকারদিগকে

অর্থ সাহায্য দিয়া উৎসাহিত করেন। জন-হিতকর কার্য্যে ইঁহার বিশেষ আস্থা আছে; ইঁহার রাজ-ভক্তিও বিশেষ প্রশংসনীয়। ১২ই ডিসেম্বর দরবারের দিন ইঁহার জমিদারিতে মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। ঐ দিবস ইনি নিজ ব্যয়ে বেদ পাঠ, হরি-সংকীর্ত্তন, দেব দেবীর পূজা, ব্রাহ্মণ ভোজন, এবং দরিদ্র-ভোজনেরও সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পুরমহিলাগণও সম্রাট দম্পতীর মঙ্গল কামনায় ইষ্টদেবের পূজা করাইয়াছিলেন।

